BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1019 ◆ Friday 12 July - Thursday 18 July 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

লেবারের নজির বিহীন জয়

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিটেনের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিরোধী দল লেবার পার্টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৩২৬ আসনে জয় প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভোটগণনায় এরিমধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক আসন বেশি পেয়েছে লেবার পার্টি। লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান রাজা দ্বিতীয় চার্লস। কিয়ার স্টারমার গত শুক্রবার বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সঙ্গে দেখা গেলে তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। বাকিংহাম প্রাসাদের প্রকাশ করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, রাজা চার্লস স্টারমারের সঙ্গে করমর্দন করছেন। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ঋষি সুনাকের পদপত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তিনি মন্ত্রী সভা গঠন করে তার কাজ শুরু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী

কিয়ার স্টারমার ফিলিস্থিনিদের পক্ষে কথা বলে ইতোমধ্যে আলোচনায় এসেছেন। ইসরায়েলের পক্ষে কথা বলা কিয়ার স্টারমার হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করার আহবান জানানোর পর শুরু হয় নানা আলোচনা সমালোচনা।

ব্রিটেনে টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এবার কনজারভেটিভ পার্টিকে সরে যেতে হলো। বিদায় নিতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে। তিনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর লন্ডনে লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার বলেছেন, 'পরিবর্তন এখন থেকেই শুরু হলো।' শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬৫০টি আসনের মধ্যে ৬৪৮টির ফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিরোধী দল লেবার পার্টি ৪১২টি আসনে জয়ী হয়েছে। ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দল পেয়েছে ১২১টি আসন। এর বাইরে লিবারেল ডেমোক্র্যাট দল ৭১, এসএনপি ৯, এসএফ ৭ ও স্বতন্ত্র ও অপর দলগুলো জিতেছে ২৮টি আসনে। দেশটিতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় ৩২৬টি আসন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। এরপরই ভোট গণনা শুরু হয়। এবারের নির্বাচনে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ৯৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। ৩৫টি রাজনৈতিক দল মাত্র একজন করে প্রার্থী দেয়। --১৬ পৃষ্ঠায়

মন্ত্রীত্ব পেলেন টিউলিপ ও রোশনারা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৪ প্রার্থীর আবার নির্বাচিত

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে এবার বাজিমাত করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীরা। লন্ডনের হ্যামস্টেড ও হাইগেট আসন থেকে টানা চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র টিউলিপ সিদ্দিক। এই আসনে বিপুল সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি। তাকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'সিটি মিনিস্টার' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এদিকে, টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনি আসন থেকে টানা পঞ্চমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রোশনারা আলী। তাঁকে হাউজিং, কমিউনিটিজ এন্ড লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশি পপলার অ্যান্ড লাইম হাউজ আসন থেকে আপসানা বেগম দ্বিতীয়বারের মতোন জয়লাভ করেছেন। আর লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল ও একটন আসনে টানা চতুর্থবারের মতোন জয়ী হয়েছেন --১৬ পৃষ্ঠায়

দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে গাজায়

পোস্ট ডেস্ক : গত ৯ মাস ধরে ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান অভিযান এবং সীমান্ত অবরোধের কারণে খাদ্যসামগ্রীর প্রবেশ ও সরবরাহ ব্যবস্থা রীতিমতো ভেঙে পড়েছে গাজায়। ফলে ইতোমধ্যে সেখানে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে এবং সময় যত গড়াচ্ছে, দুর্ভিক্ষও তত ছড়িয়ে পড়ছে।

খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং তার ফলে সৃষ্ট অপুষ্টি ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় এ পর্যন্ত গাজায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩৩ জন শিশুর। মৃত এই শিশুদের অধিকাংশই গাজার উত্তরাঞ্চলীয় --১৬ পৃষ্ঠায়

কনজারভেটিবের ভরাডুবির নেপথ্যে

পোস্ট ডেস্ক : স্টারমার সুনামিতে ভেসে গেছে কনজারভেটিভ পার্টি। এমনটা যে হতে পারে তা আগে থেকেই ঠাহর করা যাচ্ছিল। কারণ, দলটি ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে ব্রেক্সিট থেকে শুরু করে নানাবিধ ইস্যুতে ব্যাপক বিতর্কে জড়িয়েছে। এমনকি করোনা মহামারির সময়ে লকডাউনের সময় তখনকার প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মতো ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে পার্টি করেছেন গোপনে। তা ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত যেমন বাইরের কোনো কিছুর সহায়তা ছাড়াই উদগীরণ ঘটে, ঠিক তেমনি তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যাপক --১৬ পৃষ্ঠায়

রুয়ান্ডা স্কিম বাতিল

লেবার-এর নতুন প্রধানমন্ত্রী, কেয়ার স্টারমার, নিশ্চিত করেছেন যে তিনি রুয়ান্ডায় আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠানোর প্রাক্তন টোরি সরকারের নীতিকে 'মৃত এবং সমাহিত' বলে মনে করেন।

স্টারমারকে শনিবার বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রুয়ান্ডা প্রকল্পটি এখন মৃত এবং কবর দেওয়া হয়েছে কিনা।

প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন: "রুয়ান্ডা স্কিমটি শুরু হওয়ার আগেই মৃত এবং কবর দেওয়া হয়েছিল। এটি কখনও বাধা ছিল না।

"এই বছরের প্রথম ছয় এবং বিট মাসে যে সংখ্যাগুলি এসেছে তা দেখুন। সেগুলি রেকর্ড সংখ্যা। এটাই সমস্যা যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছি।

"এটি কখনই প্রতিরোধক --১৬ পৃষ্ঠায়

ফার্স্ট লেডি ভিক্টোরিয়া কাহিনী

পোস্ট ডেস্ক : বদল বলে বদল! রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এমনকি ধর্মীয় পরিবর্তন বললেও অত্যুক্তি হবে না বোধহয়। হিন্দুত্ব-বাদী ঋষি সুনাককে হারিয়ে ব্রিটেনের মসনদে বসছেন মধ্যপন্থী লেবার পার্টির নেতা কিয়ের স্টার্মার। ১০, ডাউনিং স্ট্রিটের নতুন বাসিন্দা তিনি। আর ব্রিটিশ ফার্স্ট লেডি হতে চলেছেন ভিক্টোরিয়া স্টার্মার। আর এই ভিক্টোরিয়ার জীবনযাত্রা এখন চর্চার কেন্দ্রে। তিনি --১৬ পৃষ্ঠায়

সরকারী কর্মকর্তাদের হাতে যেন 'আলাদিনের চেরাগ'

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

দেশে যেন এবার দুর্ণীতিবাজদের খনির সন্ধান মিলেছে। মিডিয়ার বদৌলতে বেরিয়ে আসছে সমাজের উচ্চ শ্রেনী থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেনীর দুর্ণীতিবাজদেও রাম-রাজত্বের তথ্য। তবে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনকারী দুর্ণীতিবাজ! তবে তারা কোন পুকুর চোর নয়, বাস্তবে সাগর চোর। দুর্ণীতির মাধ্যমে সরকারের প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরাও এখন শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। এখন বেরিয়ে আসছে অবাক করা নানা অভিযোগ রয়েছে, অবৈধ পথে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার করার। রাজধানী ঢাকায় একাধিক বাড়ী, গ্রামে আলিশান বাড়ী, আত্মীয় স্বজনের নামে বেনামে সম্পদ, একাধিক বিলাস বহুল গাড়ীর সন্ধান মিলছে এসব

দুর্ণীতিবাজদের সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো কারো জানা নেই। তবে সরকার যে দিকে হাত দিচ্ছে সে দিকেই মিলছে দুর্ণীতিবাজ আর তথ্য। এর আগে দুর্ণীতির অভিযোগে দেশ ত্যাগ করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা, ব্যবসায়ী পি.কে হালদারসহ অসংখ্য লোক। দুর্ণীতিবাজদের বিরুদ্ধে। তদন্ত সংশ্লিষ্টরাও তদন্ত করতে গিয়ে অনেকটা বেকায়দায় পড়ছেন। একাধিক সূত্র --১৩ পৃষ্ঠায়

পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন

লন্ডনঃ ''আমিই এখন আমি'' শিরোনামে পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালীর বসতি স্থাপন ও জীবন যাত্রা নিয়ে ইষ্ট লন্ডনে ফোরকর্নাস গ্যালারী আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়ে গেল ৪জুলাই। বেথনালগ্রীল এলাকার ১২১ রোমান রোডে প্রদর্শনী চলবে ৩ আগষ্ট পর্যন্ত। আর্কাইভ থেকে বাছাই করা আলোক চিত্রগুলোতে ফুটে উঠেছে পূর্ব লন্ডনে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন কৃষ্টি, ক্যালচার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র। ফোর কর্নাস গ্যালারী আয়োজিত ও স্বাধীনতা ট্রাষ্টের সার্বিক সহযোগীতায় উদ্বোধনী অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন ফোরকর্নাস গ্যালারীর ডিরেক্টর কার্লা মিচেল, আর্কাইভ কো-অর্ডিনেটর এলেনী প্যারোসী, স্বাধীনতা ট্রাষ্টের ডিরেক্টর ড. আনসার আহমেদ উল্লাহ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আর্কাইভ অফিসার এনেট মেক্কিন ও স্বেচ্চাসেবক জুলিয়ান এহসান।

প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে বিগত ৫০ বছরে ফটোগ্রাফার রাজু বৈদ্যনাথন, মায়ার আকাশ, অ্যান্টনি ল্যাম, পল হ্যালিডে, সারাহ আইন্সলি, ডেভিড হ্যফম্যান, পল ট্রেভরএবং স্থানীয় বাঙ্গালীদের ধারন করা পাঁচ হাজারেরও বেশী আলোকচিত্র । ঐতিহাসিক এই আলোকচিত্র গুলো আর্কাইভে সংরক্ষন করা হয়েছে যে কেউ চাইলেই সহজে দেখতে পারবেন জানতে পারবেন পূর্বলন্ডনের বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাস। প্রদর্শনী দেখতে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই ভির করছেন ম্যালটি ক্যালচারাল সোইসাটির নানা বয়সের মানুষ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এনআরবি ওয়ার্ল্ড প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

আজিজুল আম্বিয়া: ৭ জুলাই দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম এনআরবি ওয়ার্ল্ড -এর প্রতিনিধি দলের এক সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে এই সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ, উদ্দেশ্যাবলী, পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন। তারা এ সময়ে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এর প্রকাশনা বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিন উপহার হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হাতে তুলে দেন। এই ম্যাগাজিনে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সফলতার কথা রয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশের পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের সফলতার কথা রয়েছে। নেতৃবৃন্দ জানান, এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই একই সঙ্গে প্রবাসে বসবাসরত মেধাবী পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তাদের দেশের উন্নয়নের যুক্ত করতেও তারা কাজ করেছেন। দেশ ও প্রবাসের মধ্যে সেতুবন্ধন করে আসছে এই সংগঠনটি। তারা আরো অবহিত করেন, ইতিমধ্যে ৫০ টিরও বেশি দেশের প্রায় কয়েক হাজার প্রবাসী এনআরবি ওয়ার্ল্ড এর সদস্য হয়েছেন ।রাষ্ট্রপতি এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে দেশের উন্নয়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সময়ে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে আসন্ন ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ এ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এনআরবি ওয়ার্ল্ড সাবমিট ২০২৪ এ রাষ্ট্রপতিকে প্রদান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রবাসীদের মূল্যবান গাইডলাইন দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করেন, ইকবাল আহমদ ওবিইডিবিএ উপদেষ্টা এনআরবি ওয়ার্ল্ড, আজিজ আহমেদ উপদেষ্টা এনআরবি ওয়ার্ল্ড, এম মুরাদ ইউসুফ সিআইপি, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এনআরবি ওয়ার্ল্ড , অলি খান এমবিই এফআরএসএ ভাইস প্রেসিডেন্ট এনআরবি ওয়ার্ড, মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, মহাসচিব এনআরবি ওয়ার্ল্ড, লায়ন এমকে বাশার পিএমজেএফ, চেয়ারম্যান এনআরবি ওয়ার্ল্ড সাপোর্ট ফোরাম, রুদমীলা নওশীন, কোষাধ্যক্ষ এনআরবি ওয়ার্ল্ড, নুরুল আজিম যুগ্ম মহাসচিব এনআরবি ওয়ার্ড, এম আর আমানুল ইসলাম (আমান) ভাইস প্রেসিডেন্ট এনআরবি ওয়ার্ল্ড, কাওসার জামাল যুগ্ম মহাসচিব এনআরবি ওয়ার্ল্ড, এনামুল হক এনাম প্রতিষ্ঠাতা এনআরবি ওয়ার্ল্ড প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ প্রবাস থেকে দেশের সাথে কাজ করতে গিয়ে অসহযোগিতা ও হয়রানির কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতি তাদের কথা শুনে এই কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দুই বঙ্গকন্যার মন্ত্রীত্ব লাভে বাংলা টাউনে আনন্দ উৎসব চলছে

আজিজুল আম্বিয়া: অবশেষে দুই ব্রিটিশ বাঙালি নতুন এক ইতিহাস গড়লেন । বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ সরকারের নগর মন্ত্রী ও সিলেটের মেয়ে রুশনারা আলী হাউজিং, কমিউনিটিজ এন্ড লোকাল গভর্মেন্ট মিনিস্টার এর দায়িত্ব পেয়েছেন। তাদের এ অর্জনে ব্রিটিশ বাঙালিরা গর্বিত। আর এ কারণে মন্ত্রীত্ব না পাওয়ার যে হতাশা ছিল ব্রিটিশ বাঙ্গালীদের মাঝে সেটি গতকাল থেকে আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে। ডাক পড়ছে বিভিন্ন সভা ও আড্ডার। সবখানেই চলছে মিষ্টি বিতরণ। শুধু আনুস্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় আছেন বাঙ্গালীরা। বিগত দিনে টিউলিপ সিদ্দিক এই পদে ছায়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত নির্বাচনে লেবারের জন্য এক সময়ের অনিরাপদ লন্ডনের হ্যামস্টেড ও হাইগেট আসন থেকে ২৩ হাজার ৪৩২ ভোট পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো তিনি এমপি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির ডন উইলিয়ামস পান মাত্র ৮ হাজার ৪৬২ ভোট। উল্লেখ্য হ্যামস্টেড ও কিলবার্ন আসনে টানা তিন বার এমপি হয়েছিলেন তিনি। ৪১ বছর বয়সী টিউলিপ সিদ্দিক লেবার পার্টির একজন সম্ভাবনাময় রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। টিউলিপ সিদ্দিক পূর্বের কনজারভেটিভ সরকারের অধীনে এইচএসবিসির সাবেক ব্যাংকার বিম আফোলামির স্থলাভিষিক্ত হবেন। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন টিউলিপ। তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ার আগে ক্যামডেন কাউন্সিলের

কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. শফিক সিদ্দিক ও শেখ রেহানা দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে টিউলিপ দ্বিতীয়। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ রেহানার কন্যা হিসেবে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সমধিক পরিচিত।এদিকে যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) হলেন রুশনারা আলী। তিনি ২০১০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো- থেকে লেবার এমপি নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিশ্বনাথে জন্মগ্রহণকারী মিসেস আলী সাত বছর বয়সে তার পরিবারের সাথে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। তিনি পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস-এ বড় হন। পূর্বে তিনি ছায়া মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার এক নির্বাচনের ক্যামপেইন চলাকালে বলেন, আমার সংসদীয় কর্মজীবনে আমি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধন জোরদার করার জন্য কাজ করেছি। আমি বাংলাদেশ সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতিত্ব করেছি এবং বাংলাদেশের

জন্য যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূত হিসেবে কাজ করেছি। এর ফলে আমাদের দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। উল্লেখ্য যে রুশনারা আলী ২০১৬ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারের বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্য দূত হিসাবে দায়িত্বরত। ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস এন্ড ট্রেড' এবং 'ফরেন অফিস ও অন্যান্যদের নিয়ে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বাড়ানো, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নতকরণে কাজ করেছেন। এভিয়েশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে একটি চুক্তি নিশ্চিত করেছেন যার মূল্যমান হবে এক বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি। এতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এভিয়েশন সেক্টরে নতুন কাজের সুযোগ করে দেবে। এই সেক্টরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে টিউলিপ সিদ্দিক বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানার মেয়ে তাই আশা করা যাচ্ছে এই দুই সূর্যসন্তান এক সাথে দুই দেশের বাঙালিদের জন্য কাজ করবেন।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ইস্ট সারে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত

ইস্ট সারে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনর স্পোর্টস বিভাগের উদ্যোগে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ই জুলাই রবিবার দুপুরে রেডহিলের কারিংটোন স্কুল মাঠে এই প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে সুস্থ জীবন গড়ি এ স্লোগানে এ ম্যাচ আয়োজন করা হয়। খেলায় অংশ গ্রহণ করেন, ইস্ট সারে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনর বনাম চলন্তিকা ক্রীড়া চক্র কিংস্টন। খেলায় ৪-৩ জয়লাভ করে চলন্তিকা ক্রিয়া চক্র।

বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্টের স্পন্সর দাতা আনিস খোকন, রাকিব আহমদ, ফারুক আলী, আমিনুর রশিদ এবং বশির আহমেদ. উক্ত খেলায়

বাংলা কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন জুবায়ের হোসেন জহির, সাকিব আলী, ডা: শাকিল, রাইদ মজুমদার, দেওয়ান শরিফুজ্জামান, খলিলুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জুয়েল মজুমদার, ওসমান সানি, জুবায়ের হোসেন জহির, জাকির হোসেন, নোমান মিয়া, আক্তার মিয়া, আব্দুল মালেক, বাছিতুর রহমান, জুনায়েদ আহমদ, আরাফাত রহমান প্রমুখ।

টুর্নামেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শাহিদুল ইসলাম নজরুল।

সাইক্লোনের উদ্যোগে সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল সংবর্ধিত

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সিলেটের সাংবাদিকরা পেশাগত জীবনে দেশে-বিদেশে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখছেন। সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল এদেরই একজন যিনি সাংবাদিকতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার পাশাপাশি মানবিকতার ক্ষেত্রেও নিজের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এরই বলিষ্ট প্রমাণ অসুস্থ সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর চিকিৎসা সহায়তা তহবিল গঠনে তার নিরলস প্রচেষ্টা।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের এসিসট্যান্ট ট্রেজারার, যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ইব্রাহিম খলিলকে নিয়ে সাইক্লোন কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮৮তম সাহিত্য আসরে অনুষ্ঠিত সুহৃদ সম্মিলনে বক্তারা একথা বলেন। গত সোমবার (৮জুলাই) সন্ধ্যায় নগরীর সুবিদবাজারস্থ সিলেট প্রেসক্লাবের আমীনূর রশীদ চৌধুরী মিলনায়তনে বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক সেলিম আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুহৃদ সম্মিলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সদ্যপ্রাক্তন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক পিপি এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, এপিপি এডভোকেট শামসুল ইসলাম।

দৈনিক সিলেটের ডাক-এর সিনিয়র রিপোর্টার ছড়াকার নূর আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত লেখক-সাংবাদিকরা নিজেদের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি শেয়ার করেন, নিজেদের লেখা কবিতা পাঠ করেন, গান পরিবেশন করেন।

সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির বলেন, আমাদের অনুজপ্রতিম সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত কর্মঠ-প্রাণচঞ্চল একজন সাংবাদিক। বিশেষ করে আমাদের সহকর্মী সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর সুস্থ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তার প্রচেষ্টা আমরা কখনো ভুলবো না।

ইব্রাহিম খলিল অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আজকের সুহৃদ সম্মিলনে আমার সম্পর্কে আমার সিনিয়ররা অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন, যদিও আমি এর যোগ্য নই। তবে অনুরোধ করবো আপনারা আমার জন্যে দোয়া করবেন, যাতে আমি এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

সভাপতির বক্তব্যে সেলিম আউয়াল বলেন, নানা মত-পথের মানুষের আজকের মিলনমেলা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। যাকে নিয়ে এই আয়োজন, সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল স্বল্প সময়ে অনেক পথ অতিক্রম করেছেন, আমাদের দোয়া থাকবে আরো মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন হয়ে তিনি মানবতার কল্যাণ সাধন করবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাইক্লোনের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ইশরাক জাহান জেলী এবং আলোচনায় অংশ নেন সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি মুহিত চৌধুরী, কবি-বাচিকশিল্পী সালেহ আহমদ খসরু, লেখক-চিকিৎসক প্রফেসর ডা. আবদুল মজিদ মিয়া, সাংবাদিক এডভোকেট মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন, চ্যানেল এস-এর সিলেট অফিস প্রধান মঈন উদ্দিন মনজু,

লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের এসিসট্যান্ট ট্রেজারার, যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ইব্রাহিম খলিলকে নিয়ে সাইক্লোন আয়োজিত সুহৃদ সম্মিলনে অনুভূতি ব্যক্ত করছেন ইব্রাহিম খলিল

সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিলেটের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে না পারলে একদিন আমরা আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবো। এজন্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস থাকতে হবে এবং তা হতে হবে সকল ক্ষেত্রে। এ নিয়ে লন্ডনের সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে।

এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ বলেন, সিলেটে নানা দলমতের মানুষের মধ্যে একটি আন্তরিকতা রয়েছে, যা দেশের অনেক স্থানে পাওয়া যায় না, সেই সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে। আমাদের আচরণ হতে হবে মানবিক। আমি মনে করি রাজনীতিবিদদেরকে সকল প্লাটফরমে যাওয়ার দরকার নেই। সংশ্লিষ্টদেরকে তাদের নিজ নিজ প্লাটফরমে পারফরমেন্স দেখানোর সুযোগ দেয়া উচিত।

শাবিপ্রবি'র ডেপুটি রেজিস্ট্রার আহমদ মাহবুব ফেরদৌস, কলামিস্ট বেলাল আহমদ চৌধুরী, ভ্রমণকাহিনি লেখক মোয়াজ আফসার, পূবালী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার রাজু আহমদ, এডভোকেট কবি আব্দুল মুকিত অপি, দৈনিক সিলেট বাণীর সহসম্পাদক লুৎফুর রহমান তোফায়েল, ঔপন্যাসিক আলেয়া রহমান, কবি-গবেষক শামসীর হারুনুর রশীদ, শিক্ষক কবি ছয়ফুল আলম পারুল, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান আবদুল মুহিত, লেখক জুই ইসলাম, সাইক্লোনের সাহিত্য সম্পাদক তাসলিমা খানম বীথি, সাংবাদিক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, কবি কামাল আহমদ প্রমুখ। সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন কারি আব্দুল বাছিত এবং স্বরচিত গান পরিবেশন করেন কবি ওমর ফারুক, গীতিকবি কুবাদ বখত চৌধুরী রুবেল।

ইস্ট লন্ডন মসজিদে "ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট" প্রকল্পের সুচনা পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে নানা কর্মসূচি

লন্ডন, ৬ জুলাই ২০২৪: পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির অঙ্গীকার নিয়ে "ফেইথ ইন অ্যানভায়রনমেন্ট" প্রকল্পের সূচনা করেছে ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । ৫ জুলাই শুক্রবার জুমার খুতবায় বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সুচনা করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করা। পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার যে চলমান অঙ্গীকার তা বাস্তবায়ন করা ।

জুমার খুতবায় পৃথিবী সুরক্ষায় ইসলামিক মুল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় । পাশাপাশি কিছু বাস্তব কর্মসূচিও ঘোষনা করা হয় । এর মধ্যে রয়েছে, মসজিদ কমপ্লেক্স ও স্কুলগুলোতে পরিস্কার রিসাইকেল বিন স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ । সুষ্ঠু ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস করা, পানি এবং বিদ্যুতের মতো সম্পদের ব্যবহারে সংযমশীল হওয়া, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলা, মসজিদের কমিউনাল বা খোলা জায়গায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তা যথাস্থানে স্থাপন ও সহজলভ্য করা।

এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন এবং লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ফয়ারে স্থাপিত অস্থায়ী স্টল ঘুরে দেখেন । তাঁরা প্রকল্পের ভুয়শী প্রশংসা করে সাফল্য কামনা করেন। এ উপলক্ষে মসজিদের সিইও জুনাইদ আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন "পৃথিবীর রক্ষক হিসেবে পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব । যা আমাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেও আমরা বিবেচনা করি । ইস্ট লন্ডন মসজিদ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আমরা বিশ্বাস করি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ধর্মীয় নির্দেশনা ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারব।

Cohesive Society CIC Launches Free Digital Literacy Project for BAME Community Elders

Cohesive Society CIC is thrilled to announce the launch of a groundbreaking new project aimed at empowering diverse BAME (Black, Asian, and Minority Ethnic) community elders through digital literacy. Starting on August 1, 2024, this initiative will be based in Room No. 8, Northampton Business Centre, Lower Harding Street, NN1 2JL, and is specifically designed for individuals aged 30 to 75.

This project, funded by the National Lottery Community Fund, offers comprehensive training on essential digital skills, helping participants navigate the modern tech world with confidence and independence. The classes will be held twice a week, Mondays and Wednesdays, from 12:30 PM to 2:30 PM, and are free of charge.

Project Highlights:

Computer Basics: Participants will learn how to use a computer, browse the internet, and manage basic digital tasks.

Email Setup and Management: Training on setting up email addresses, reading and writing emails, and using Google Translate for multilingual communication.

Healthcare Access: Guidance on booking hospital and GP appointments online.

Cultural Connection: Techniques to read vernacular newspapers, listen to music, and use YouTube.

Day-to-Day Digital Skills: Assistance with online activities to support daily life and enhance overall digital fluency.

Why This Project Matters:

The main objective of this initiative is to strengthen human resources within the community, reduce dependency on others, and help the elderly manage their day-to-day activities in an increasingly digital world. By improving confidence, eradicating mental isolation, and empowering individuals to take control of their own affairs, Cohesive Society CIC aims to foster a more inclusive and supportive community.

"We are immensely delighted to receive support from the National Lottery Community Fund," said Imran Chowdhury, BEM, founder of Cohesive Society CIC. This funding enables us to provide valuable resources and training to our elders, ensuring they stay connected and confident in today's tech-driven society."

For more information about the project or to register, please contact us at:

Cohesive Society CIC
Room No. 8, Northampton Business Centre
Lower Harding Street, Northampton, NN1 2JL
Tel: 01604 312 140
Email: info@cohesivesociety.org
Website: www.cohesivesociety.org
About Cohesive Society (CIC):

Cohesive Society CIC is dedicated to creating an inclusive community where everyone feels empowered and supported, regardless of their background. Our programmes and initiatives are designed to promote social cohesion, personal development, and community engagement.

Media Contact:
Imran Chowdhury, BEM
Founder
Cohesive Society CIC
Tel: 01604 312 140
Email: info@cohesivesociety.org

একলিমুর রাজা চৌধুরী (জিতু মিয়া)'র স্মরণে লন্ডনে সভা অনুষ্ঠিত

জগন্নাথপুরের সদ্য প্রয়াত একলিমুর রাজা চৌধুরী (জিতু মিয়া)"র স্মরণে লন্ডনে এক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নয়াবন্দর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আমরণ শুভাকাঙ্খী ও ম্যানেজিং কমিটির সাবেক বিদ্যুৎসাহী সদস্য, সদ্য প্রয়াত একলিমুর রাজা চৌধুরী (জিতু মিয়া)"র স্মরণে পূর্ব লন্ডনে এক শোকসভা ও

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার (৭ জুলাই) বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সুনামগন্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথপুর উপজেলার নয়াবন্দর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দের উদ্যোগে এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন - সাবেক শিক্ষার্থী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাদিক উল্লাহ। সভা পরিচালনা করেন - আনোয়ারুল হক চৌধুরী।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন স্কুলের সর্বকালের প্রাক্তন কৃতিছাত্র - আকতার খান।

এ স্মরণসভায় সদ্য প্রয়াত একলিমুর রাজা চৌধুরী (জিতু মিয়া)"র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন- সাবেক অধ্যাপক রফিক আহমেদ, সাবেক শিক্ষক আরবাব হোসেন কামালী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জাহাঙ্গীর কামালী, মিছবাহ উদ্দিন চৌধুরী, শাহ দবির কামালী, মানিক মিয়া কামালী, মহিম আহমেদ, রেদওয়ান খান, ফয়জুর রহমান চৌধুরী ফজলু, রনক আহমেদ, সাবেক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, মিজান চৌধুরী, শেখ মোফাজ্জল হোসেন, শেখ মাহবুব আলম ও রাজিব আহমেদ খান প্রমুখ।

এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- শিক্ষানুরাগী রতন কামালী, গোলাব মিয়া, আব্দুর রব, ইলিয়াস কামাল শাফি, জিয়াউল হক, মিজান চৌধুরী, মোস্তাক চৌধুরী, আখতার খান, আব্দুল হক কবিরী, আব্দুল রকিব রুনু, জিলু মিয়া, আবু জাফর চৌধুরী সুমন, আসতাক আহমেদ, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, আনহার আহমদ সহ আরো অনেকে।

শিক্ষানুরাগী, সদ্য প্রয়াত একলিমুর রাজা চৌধুরী (জিতু মিয়া)"র স্মরণে সভায় বক্তারা বলেন - আজ যদিও তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু জীবদ্দশায় করে যাওয়া তার মহৎ কাজ, আত্মপরিচয় বা চেতনার অস্তিত্ব থেকে গেছে। তার ভাল কাজ গুলো মানুষের তাঁকে মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে।

ঢাকা কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনঃ বিলেতে বসবাসরত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে হৃদ্যতায় অনন্য বাঁধন হিসেবে একটি সংগঠন তৈরীর লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পহেলা জুলাই সোমবার ইলফোর্ড এর রেডব্রিজ সেন্ট্রাল লাইব্রেরী হলে সভায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়েছিলেন। সশরীরে সভায় যারা আসতে পারেননি তাদেরকে জুমের মাধ্যমে যোগদানের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল।

সরাসরি ও জুমের মাধ্যমে উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত আলোচনায় প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকেই কলেজ জীবনের সুন্দর দিনগুলোতে ফিরে যান। সভায় মূলত উপস্থিতদের পরিচিতি, সাংগঠনিক অবকাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিচিতি পর্বে প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকটাই আবেগ আপ্লুত হয়ে স্মৃতি রোমন্থন করেন, এবং হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতাসহ নানা ঘটনার বর্ণনা দেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে পরস্পরের ঘটনাবহুল স্মৃতিগুলো শুনে কল্পনায় কলেজ জীবনের মধুর দিনগুলোতে ফিরে যান।

সভায় সংগঠনের অবকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নামকরণ ঠিক করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে 'ঢাকা কলেজ এক্স স্টুডেন্স ইউকে' নামটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

সভায় এডমিনদের মাধ্যমে বিলেতে বসবাসরত ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসআপ গ্রুপে সংযুক্ত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসআপ গ্রুপের মাধ্যমে একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে সমবেত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সোশাল মিডিয়াতে প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আগামী দিনগুলোতে সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি ও একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাবও পাশ হয়। ভবিষ্যতে প্রাক্তন ছাত্রদের একটি পূনর্মিলনি অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সভায় সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, গোলাম মোস্তফা, ইয়ামিন হক, নাশীত রহমান, সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, জুনায়েদ আহমেদ আদিল, কাজী আরিফ, মোহাম্মদ শিবলী সাদিক, আশরাফুল ইসলাম মারুফ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, দেবু চৌধুরী, সাহাদাত হোসেন, সৈয়দ জাফর, ইকবাল মনি, কাজল আহমেদ জালালী, আমিনুল ইসলাম শাহীন এবং সরোয়ার ই আলম।

অন্যদিকে জুমের মাধ্যমে এই সভায় অংশ নেন মোহাম্মদ জিয়াউল হক, নোমান রশিদ, দেলওয়ার হোসেন এবং গোলাম রাহাত খান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

ঢাকা কলেজের সব প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই প্লাটফর্মে যুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী সভায় ইউকেতে বসবাসরত ঢাকা কলেজের সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থী যোগদান করবেন এবং সভা মিলনমেলায় পরিণত হবে। স্থান ও সময় পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

ঢাকা কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিচের যে কোন একটি নাম্বারে ফোন করে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

০৭৮১২ ০৯৮৯০৪, ০৭৯৫০ ৭৯২১৫৬, ০৭৮২৫ ৬৩০৭২৮, ০৭৮৭৮ ৮৯১৭৬০, ০৭৯৫৬ ৭৪৬৪৩০, ০৭৯৬১ ৮৩৬৬৮০

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা সোমবার ১ জুলাই ২০২৪ পূর্ব লন্ডনের গ্রান্ড রসই রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির।

সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি সোহেল আহমদ, সভায় আগামী ১৫ জুলাই সোমবার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্টান সফল করার লক্ষ্যে আলোচনা হয় এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ফুটবল টুর্নামেন্ট ও অক্টোবর মাসে সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে আনন্দ ভ্রমন সফল করার লক্ষ্যে সহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক বিষয়ে সবাই আলোচনা করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহন করেন: সহ সভাপতি দেলওয়ার আহমদ শাহান, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সহকারি কোষাধ্যক্ষ ছাদেক আহমদ, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আবজল হোসেন, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন, কামরুজ্জামান কামরান।

কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্দ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান

আতিকুল ইসলাম: কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন কমিউনিটির উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে চলছে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিল লিডার কাউন্সিলার হিউ টমাস, ও বিশেষ অতিথি হিসেবে কাউন্সিলার নিল ম্যাকিভয়, কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী সহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে গত ৮ই জুলাই বেলা ২ ঘটিকায় কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে ঈদ-উল আজহার পরবর্তী এক ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর চেয়ারপার্সন কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান এর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ আসকর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন গ্বটোর সিলেট কমিউনিটি ইউ কে এর কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কার্ডিফ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান প্রবীণ মুরব্বি কাপ্তান মিয়া, আনজুমানে আল্-ইসলাহ্ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ, রিভারসাইড জালালিয়া মসজিদের ঈমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান সিরাজ আলী, কার্ডিফ শাহ্জালাল মসজিদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহ্ আলী আকবর, কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের সাবেক ইমাম ক্বারী শাহ্ মোহাম্মদ তসলিম, কার্ডিফ শাহ্জালাল বাংলা স্কুলের সাবেক সেক্রেটারি গোলাম মর্তুজা, ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমাস এর সেক্রেটারি ইমতিয়াজ জাকি, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের ধম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, গ্বটোর সিলেট কমিউনিটি ইউ কে এর সাউথ ওয়েলস রিজিওন এর কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মুহিম মুমিন মিয়া, সেক্রেটারি দেওয়ান টুটুল চৌধুরী, ট্রেজারার খায়রুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহ্ গোলাম কিবরিয়া, আসরাফ চৌধুরী, আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের সেক্রেটারি আনসার মিয়া, হাফিজ হাবিবুর রহমান, তৈমুছ আলী, সাচ্চু জামাদার,

কামরুল ইসলাম বাবু, আব্দুল মমিন, মতিউর রহমান, নজির উদ্দিন, মাহমুদ হোসেইন,শফিক মিয়া, আলহাজ্ব আহাদ মিয়া, আলহাজ্ব ছালিক মিয়া,মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর, আজমল আলী, রমজান মিয়া, সুন্দর মিয়া,শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, ময়না মিয়া, হাজী আব্দুল হামিদ, জিলু মিয়া, বিলাত মিয়া, ইকবাল আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমগ্র মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ, বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী ৫ ই আগষ্ট সোমবার সামুদ্রভ্রমণের জন্য টেনবী বিচে কোচ বহরে বনভোজনে সবাইকে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে।

গোয়াইনঘাট প্রবাসী পরিষদ যুক্তরাজ্য শাখার পিকনিক সম্পন্ন

গত ৯ জুলাই ২০২৪ রোজ মঙ্গলবার গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদ, যুক্তরাজ্য শাখার পূর্ব নির্ধারিত ক্লাকটন অন সী বীচে দুপুর ১টায় শুরু হয় পিকনিক কার্যক্রম ।এর আগে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে গোয়াইনঘাট উপজেলার বাসিন্দার জড়ো হন। দৃশ্য দেখে অনেকেই বলেন এ যেন বৃটেনের বুকে এক খন্ড গোয়াইনঘাট ।

লন্ডন শহরের আলতাব আলী পার্ক থেকে গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত কোচ সকাল ১১টায় ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্লাকটন অন সী বীচের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

যাত্রা পথে যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি মোহাম্মদ মিছবাহ্ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সুমনের সঞ্চালনায় ক্বারী মোহাম্মদ মোজাম্মেল আলীর কুরআন তেলাওতের মাধ্যমে মূল কর্মসূচি শুরু হয়। হামদ্ , কুরআন তেলাওত, দেশের গান, রেফেল ড্রয়ের টিকিট বিক্রির মাধ্যমে কোচ ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করে তোলা হয়।

বীচে অবস্থানকালে সভাপতি টীম বনাম সেক্রেটারী টীমের মধ্যে ফুটবল, কাবাডি, দৌড়, মোরগের লড়াই,হাড়ি ভাঙা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সদরুল ইসলাম ও প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন সদস্য আব্দুল মুবিনের

স্বাগতিক বক্তব্যের মাধ্যমে পিকনিককে সফল করতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সিটি থেকে আগত সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রেফেল ড্রয়ের পর্বটা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনার , যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা জনাব নূরুল আলম বাবুলের নেতৃত্বে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী শেষে যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টাবৃন্দের মধ্য বক্তব্য রাখেন থেকে সালেহ আহমদ, গোলাম কুদ্দুস কামরুল, আরিফ উদ্দিন, এখলাছ উদ্দিন, নূরুল আলম, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ইকবাল আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক সুজন মিয়া, দেলোয়ার প্রমুখ।

বক্তারা এসময় গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রবাসীদের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন সহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যাণ পরিষদের বিশ্বের ৩২টি দেশে শাখা রয়েছে। প্রবাসীদের লাশ দেশে পাঠানো সহ আর্ত সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তি ১৬ জুলাই

জাহেদুর রহমান, লন্ডন, ১০ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যের বাঙালি কমিউনিটির প্রাচীনতম রেডিও অনুষ্ঠান সানরাইজ-স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তির বিশেষ অনুষ্ঠান ও গুণীজনদের সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান আগামী ১৬ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে চাডওয়েল হিথের মে ফেয়ার ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে।

সানরাইজ রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠান ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু করেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল। একনাগাড়ে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করে বাঙালি কমিউনিটিতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন মিছবাহ জামাল।

লন্ডনসহ বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার ও কার্ডিফসহ বৃটেনের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে স্টেজ শো ও কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক অনুষ্ঠান করে দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করেছেন তিনি। এই রেডিওর অনুষ্ঠানে বিগত ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রীরা এবং বৃটেনের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেছেন।

এ কারণে ১৬ জুলাই কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য গুণীজনদের সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান করা হবে এই রেডিও অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে লন্ডনের বিভিন্ন বারা কাউন্সিলের মেয়র, স্পিকার, কাউন্সিলর, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের সংগীত জগতের তারকা শিল্পী আতিক হাসান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠানে সবাইকে যোগদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

করিডোর চুক্তি বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে ইআরআইয়ের বিক্ষোভ সমাবেশ

পোস্ট রিপোর্ট ঃ ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী সকল করিডোর চুক্তি বাতিলের দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন 'ইক্যুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (ইআরআই) এর উদ্যোগে ৮ জুলাই যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ হাইকমিশন ঘেরাও ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ও মানবাধিকার কর্মীরা অংশ নেন।

সোমবার, লণ্ডন সময় দুপুর ১. ৩০ টা থেকেই সাউথ কেনসিংটনের কুইন্সগেটে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঢল নামে। করিডোর চুক্তি মানি না, মানবো না। সকল করিডোর চুক্তি বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে। ইত্যাদি শ্লোগানে শ্লোগানে গোটা হাইকমিশন এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এসময় হাইকমিশন গুন্ডা লেলিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ পন্ড করার চেষ্টা করলে প্রবাসী মানবাধিকার কর্মীরা একযোগে প্রতিরোধ করেন। প্রবাসীদের প্রতিরোধের মুখে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যান।

ইআরআইয়ের সাধারণ সম্পাদক নৌশিন মোস্তারী মিয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদের যৌথ সঞ্চালনায় উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহসভাপতি মোঃ রোকতা হাসান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'আমার দেশ ইউকে'র নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর আহবায়ক ও 'ইউনাইটেড বেঙ্গল নিউজ' এর সম্পাদক হাসনাত আরিয়ান খান।

প্রধান অতিথি 'আমার দেশ ইউকে'র নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান বলেন, শেখ হাসিনা ভারতের সাথে বাংলাদেশের অনেক অমীমাংসিত বিষয় সমাধান না করে নতুন করে এই চুক্তি করে মূলত বাংলাদেশকে ভারতের হাতে দিয়েছেন। তিনি ভারতের সহায়তায় অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলে রেখে ভারতকে সব লিখে দিচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি শেখ হাসিনা ভারত সফরে দেশটির সাথে ২টি নতুন চুক্তি, ৫টি নতুন সমঝোতা ও ৩টি চুক্তি নবায়নসহ ১০টি চুক্তি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছেন। আমাদের বন্দর, সড়কপথ ভারতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন রেল করিডোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পুরো দেশটাই অলিখিতভাবে ভারতের হাতে দেওয়া হচ্ছে। বিনিময়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকবেন দেশের মানুষের অধিকার হরণ করে। ক্ষমতা ধরে রাখতে ভারতের সহযোগিতায় মানবাধিকার লঙ্ঘন করছেন তিনি। বিনিময়ে ভারতের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে আমাদের সার্বভৌমত্ব। ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে সহজে কম খরচে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করতে পারবে। এই চুক্তিতে বাংলাদেশের কোন যাত্রী কিংবা মালামাল পরিবহন করতে পারবে না। তিনি সরকারকে প্রশ্ন করে বলেন, টানা ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরেও বাংলাদেশের পক্ষে কেন তিস্তা চুক্তি

করতে পারলেন না? এখনো ভারত কেন নির্বিচারে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে? গঙ্গা চুক্তির হিস্যা অনুযায়ী পদ্মা নদীতে ভারত আমাদের কেন পানি দেয় না ? ভারত কেন ১৪ বিলিয়ন বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করার জন্য বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের তালিকা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি করার অনুমতি দেয় না? বিএসএফ এর গুলিতে নিহত ফেলানী হত্যাকাণ্ডের বিচার কেন হয় না? ট্রানজিট চুক্তিতে বাংলাদেশের লাভ কী? তিনি আরও বলেন, দেশের অস্থিত্ব বিনাসী করিডোর চুক্তি ও ট্রানজিট প্রতিরোধে মানুষকে রাজপথে নামতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এখন ভোটের অধিকার, মানবাধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে আগে ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে। ভারতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া দেশে গণতন্ত্র ফিরবে না। জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে দেশের বন্দর, রাস্তা ও রেলপথ অন্য দেশকে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না।

বিশেষ অতিথি 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর আহবায়ক ও 'ইউনাইটেড বেঙ্গল নিউজ' এর সম্পাদক হাসনাত আরিয়ান খান বলেন, ভারত বাংলাদেশের অনৈতিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিতে বরাবরই ইমম্যাচিওরড ছিলেন। এখন তিনি আরো বেশি ইমম্যাচিওরড। তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন। 'র'-এর লোকেরা তাঁর দেখাশোনা করতেন। ভারত সরকার তাঁর পরিবারের খরচ যোগাতেন। একারণে ১৯৮১ সালে দেশে পা রাখার প্রথম দিন থেকেই তিনি ভারতের সেবাদাসী হিসেবে কাজ করে আসছেন। শেখ হাসিনা নিজ মুখে বলেছেন, ভারতকে যা দিয়েছি, ভারত সারা জীবন মনে রাখবে। দেশের জনগণকে না জানিয়ে ভারতকে দেয়ার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে?

সম্প্রতি করিডোর চুক্তি প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি ভারতের হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেছেন, ট্রানজিট দিলে ক্ষতিটা কী? ইউরোপে কোনো বর্ডার নাই, কিচ্ছু নাই। তারা কি বিক্রি হয়ে গেছে? শেখ হাসিনার এই কথায় বোঝা যায়, ইউরোপ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারনা নাই। ইউরোপে ভারতের মত কোন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী দেশ নাই। ভারত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান, বিহার ও উড়িষ্যা ভোগ-দখল করছে। আমাদের জমিতে আমাদেরকেই তারা কাটা তারের বেড়া দিয়ে আটকে দিয়েছে। একটা তাবেদার সরকারকে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখে বিগত ১৫ বছরে একে একে একতরফাভাবে তাদের সকল স্বার্থ হাসিল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলিকে সুকৌশলে পঙ্গু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই স্বাধীন অংশটাকেও তারা এখন গিলে খেতে চাইছে। স্বাধীন সিকিম, হায়দারাবাদকে তারা দখল করে নিয়েছে। কাশ্মীরের জনগণের সাথে তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সত্তর বছরেও সেখানে গণভোট হয়নি, উপরন্তু কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাসও তারা তুলে নিয়েছে। ইউরোপের কোন দেশ কি এমন ন্যক্কারজনক আচরণ করছে? ইউরোপের কোন দেশের বর্ডারে কি কাটা তারের বেড়া আছে? এখানে কি সীমান্ত হত্যা আছে? ফেলানীর মত কেউ কি এখানে গুলিবিদ্ধ লাশ হয়ে কাটা তারে ঝুলছে? তাহলে কার সাথে তিনি কার তুলনা করেন? ইউরোপের এক দেশ আরেক দেশের ভেতর দিয়ে তৃতীয় কোন দেশে যেতে পারে। বাংলাদেশ কি ভারতের ভেতর দিয়ে নেপাল, ভূটান, কিংবা চীনে যেতে পারে? যদি তা না হয় তাহলে তিনি কিভাবে ইউরোপের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করেন? ভারত আমাদের মাত্র ৩৫ কিলোমিটার ট্রানজিট দেয় না। আমরা কিভাবে, কার স্বার্থে ভারতকে ৮০০ কিলোমিটার ট্রানজিট দিই? ভারতের রেলওয়েতে শক্তিশালী গোয়েন্দা ইউনিটসহ প্রায় ৮০ হাজার অস্ত্রধারী সদস্য আছে। বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে ভারতের রেললাইন স্থাপিত হলে, এই ৮০ হাজার অস্ত্রধারী ও শক্তিশালী গোয়েন্দাদের বাংলাদেশ কিভাবে সামাল দেবে? তিনি বলেন, ইউরোপের কোন দেশের বর্ডারের সাথে বাংলাদেশ আর ভারত বর্ডারের তুলনা করা যায় না। ইউরোপের এক দেশ অন্য দেশের ব্যাপারে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। ইউরোপের কোন দেশের সরকার দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয় না।

নৌ চুক্তির সময় বলা হয়েছিল বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের মতো লাভ হবে। কিন্তু পরে কি মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে? হয়নি। একারণে শেখ হাসিনা সরকারের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী ভারতের এই অনৈতিক ও অবৈধ চুক্তিগুলো বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের কোনো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার সাংবিধানিক অধিকার নাই। কারণ তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। কাজেই জাতীয় স্বার্থে দেশের বন্দর, রাস্তা ও রেলপথ ভারতকে কিছুতেই ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষি জমি এমনিতেই কমে আসছে। এর ওপর ভারতের ট্রেন চলাচলের জন্য রাস্তা ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে গেলে কৃষি জমি আরো কমে যাবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১৮ কোটি। কিছুদিন পর ৩০ কোটি হবে, ৪০ কোটি হবে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ৫০ বছর পর বাংলাদেশের অর্ধেক জমি সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। তখন এই মানুষগুলো কোথায় থাকবে? কী খাবে? এই যে বিভীষিকা, এই বিভীষিকা রোধ করতে হলে ভারতের কাছ থেকে আমাদের টেরিটরিগুলো ফিরিয়ে নিতে হবে। ভারতকে আমাদের টেরিটরিগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। ভারত যেদিন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান, বিহার ও উড়িষ্যা আমাদের ফিরিয়ে দিবে একমাত্র সেদিন ভারতকে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বলা যাবে। দখলদার ভারতকে কিছুতেই বন্ধুরাষ্ট্র বলা যাবে না। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীমকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, গুন্ডা লেলিয়ে প্রবাসীদের বিক্ষোভ সমাবেশ পন্ড করার চেষ্টা করবেন না। কোন লাভ হবে না। আপনি কোন বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ সরকার বা প্রতিবেশি দেশের রাষ্ট্রদূত না। আপনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত; কথাটা ভুলে যাবেন না। আপনি সরকারকে তুষ্ট করতে চান, আপনি পররাষ্ট্র সচিব হতে চান, হয়ে যান। প্রেসিডেন্ট থেকে কেরানি পর্যন্ত চেয়ার যেহেতু আছে, তাই সেগুলোতে কাউকে না কাউকে বসাতেই হয়। বসানোও হয়। সবাই চেয়ারে বসে ধন্য। কিন্তু বসলে চেয়ার ধন্য হবে, এমন কেউ নেই। যদি থাকতো তাহলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী ১৩ হাজার বাংলাদেশি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার মত কালো চুক্তি করতে সে আপনার মত অতি উৎসাহী হতো না। প্রবাসীরা সুদুর প্রবাসে মানবেতর জীবন যাপন করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠায়। এই প্রবাসীরা প্রবাসে থাকলে দেশের লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি নেই। অথচ আপনি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ নিজ স্বার্থে হতভাগ্য প্রবাসীদের বলি দিয়ে এই কালো চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আপনাদের এই চুক্তির কারণে কিয়ার স্টারমার বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করার সাহস পেয়েছেন। এতে আমরা যতটা না অপমানিত হয়েছি, কিয়ার স্টারমারের কাছে আপনার লেখা চিঠি পড়ে আমরা তার চেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছি। আপনি আপনার চিঠিতে কিয়ার স্টারমারের এই বক্তব্যের নিন্দা জানাননি। ক্ষমা চাওয়ার কথা বলারও সাহস পাননি। এটা খুবই লজ্জার। শেম অন ইউ। আপনারা অবিলম্বে এই কালো চুক্তি বাতিল করুন। ভারতের সঙ্গে সকল অবৈধ চুক্তি বাতিলের দাবিতে দূতাবাসের সামনে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের এই হাইকমিশন ঘেরাও ও বিক্ষোভ সমাবেশের কথা সরকারকে জানিয়ে দিন। বাংলাদেশের আর এক ইঞ্চি ভূমিও আমরা ভারতকে ব্যবহার করতে দিবো না। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ইআরআইয়ের সহসভাপতি মোঃ রোকতা হাসান বলেন, ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রেলের মাধ্যমে তাদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মালামাল ও যাত্রী বহন করবে। এ ট্রেন বাংলাদেশের কোনো মানুষ ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে বাংলাদেশের কারো কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই স্বাধীন দু'টি দেশ। যেকোনো দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় দেশেরই স্বাধীন মতামত প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এখানে একতরফা ভারতের সুবিধা দেয়ার জন্য চুক্তি করা হয়েছে। হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই এই চুক্তি করেছেন। সুতরাং এ চুক্তি বাতিল করতে হবে। ইআরআইয়ের সাধারণ সম্পাদক নৌশিন মোস্তারী মিয়া বলেন, ভারতকে সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে ভারতের কাছে বাংলাদেশের কোনো স্বার্থ আদায় করতে শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ম্যান্ডেটবিহীন অবৈধ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির বহির্প্রকাশ। এই সরকার পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে। আমাদের সবাইকে এখনই ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। সেই সাথে সকল দেশবিরোধী চুক্তি বাতিল করতে হবে ।

ইআইআরএর মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক ও ব্লাগার মোছাঃ শাকিলা শারমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গদিতে স্থায়ীভাবে বসে থাকার জন্য নরেন্দ্র মোদী ও হাসিনা যুগল তাদের ব্যক্তি স্বার্থে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ভারত তার স্বার্থে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মালামাল, অস্ত্র, গোলাবারদ পরিবহন করে বাংলাদশেকে চীন ও মিয়ানমারের আক্রমণের জায়গা করে দিয়েছে। এই চুক্তির ফলে চীন- মিয়ানমার শক্তির সাথে নতুন করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবন নাশের আংশকা তৈরি হল। ভারত বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূমি, রেললাইন সংস্কার, রেলের সিগনাল ব্যবহারের মূল্যও আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী তারা পরিশোধ করবে না। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী কোনো দেশের ভূমি ব্যবহার করে কোনো ট্রানজিট নিলে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়, ভারত তা পরিশোধ করবে না। ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে না। হাসিনা তার গদি টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ভারতের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে। অথচ ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত হত্যা এখনো বন্ধ করে নাই। ভারত সীমান্ত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে মানাবাধিকার লঙ্ঘন করছে। তিনি বাংলাদেশ সারকারকে আগে সীমান্ত হত্যা বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর করতে আহবান জানান ও বিতর্কিত করিডোর চুক্তি বাতিল করার আহবান জানান।

উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইআইআরএর সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মাইনোরিটি রাইটস সেক্রেটারি তাহমিনা আক্তার, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক বেলাল আহমেদ রনি, অর্থসম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদুল হাসান, বিএনপি নেতা প্রভাষক মোঃ নজরুল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ মহিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি সেক্রেটারি ইমদাদুর রহমান ফাহিম, প্রচার সম্পাদক শাহীন আহমদ, – ৭ এর পাতায়

– ৬ পাতার পর

গুম বিষয়ক সম্পাদক খালেদ আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি একেএম রুহুল আমিন সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কাজী মো: এমদাদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তাম্মাম ইসলাম, অনলাইনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারী অব ওমেন রাইটস আফরোজা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আব্দুল আলিম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবাদুর রহমান, মাইনোরিটি রাইটস সম্পাদক আইনুদ্দিন, ইআরআইয়ের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারি ফায়াজুল ইসলাম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ তালিম, সহকারী সম্পাদক ফজল আহমদ, জনসংযোগ সম্পাদক মোঃ মুজাক্কির আলী, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, মাইনোরিটি রাইট সেক্রেটারি শাকিল আহমদ তুহিন, ইআরআইয়ের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারি ফায়াজুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবাদুর রহমান, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি ইরফানুল আলম নিশান, এর্ডিকিউটিভ মেম্বার মোঃ আশরাফুল আলম, সদস্য মোঃ নাজমুল ইসলাম, সদস্য রেজাউল করিম রাব্বি, সদস্য আহমদ শহীদ তাপাদার, সদস্য তারেক হোসেন, সদস্য আব্দুল মান্নান, ছাত্রদল সদস্য জাহিদুল হাসান, মোঃ মিজানুর রহমান, জোমানুল ইসলাম, শিবির নেতা ইমাদুর রহমান ফাহিম, জয়েন্ট সেক্রেটারি ফাহিদুল আলম, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও ব্লগার ইয়াস কাউসার, মাইনোরিটি রাইট সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি আবু জেহাদ, সাংবাদিক শাকিল আহমেদ সোহাগ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা হানিফ রাব্বানী মিলাদ, সাপোর্ট বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মোস্তাকুর রহমান, সাবেক ছাত্রদল নেতা আবু নাসের তানজিম, স্বেচ্ছাসেবক দল ইউকের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোঃ নাসির উদ্দিন, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সহসভাপতি আহমেদ আলী, সাবেক সাবেক ছাত্রদল নেতা আলী আশরাফ, যুবদল নেতা মোঃ হাসনাত আল হাবিব, যুবদল নেতা বুরহান উদ্দিন, সাবেক ছাত্রদল নেতা আলী আশরাফ, সাবেক শিবির নেতা মো: জিল্লুর রহমান সাইমন, সাবেক যুবদল নেতা সদরুল ইসলাম, ছাত্রদল নেতা আবু নাসের তানজিম, ছাত্রদল নেতা মোঃ মোস্তাকুর রহমান, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি তোফায়েল আহমেদ, সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহমুদ হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আবু জেহাদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল জাবির, প্রচার সম্পাদক সৌরভ হোসেন রুমান, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোরশেদ আহমেদ খান, ইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সদস্য মোঃ আশরাফুল আলম, এর্ডিকিউটিভ মেম্বার শাহরিয়ার কালাম আজাদ, সাবেক শিবির নেতা ও ইআরআইয়ের গুম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ তফুর আহমদ, নরউইচ বিএনপি নেতা শেখ আশরাফুজ্জামান, মোহাম্মদ কামাল হোসেন, সাবেক ছাত্রদল নেত্রী টিনা বেগম, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আব্দুর রহমান, সাবেক শিবির নেতা শায়েদ আহমেদ, সাবেক শিবির নেতা আমিনুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা লিটন মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মোঃ কামাল হোসেন, সাবেক শিবির নেতা মোঃ রাহিদ আলী, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা আইনউদ্দিন, ছাতক উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জয়নাল হোসাইন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ছাতক উপজেলা বিএনপি'র সাবেক দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন সুজন, সিলেট মহানগর ছাত্রদল নেতা ফাতিন রহিম নাবিল, জকিগঞ্জ উপজেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি মুনির আহমদ খান, সাবেক শিবির নেতা নাঈম আহমেদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা রেজাউল করিম রাব্বি, ইআরআইয়ের সদস্য মো: ছাদিকুর রহমান তারেক, ইআরআইয়ের সদস্য সাবেক ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান, ছাত্রদল সদস্য মোহাম্মদ আশিক খান, ছাত্রদল নেতা সৈয়দ গজনফর আলী, ইআরআইয়ের সদস্য মহানগর বিএনপি নেতা মোহাম্মদ সাবাজ মিয়া, সাবেক শিবির নেতা মোঃ গিয়াস উদ্দিন, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মোঃ নিজাম উদ্দীন, সিলেট মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ও মানবাধিকার কর্মী ছদরুল ইসলাম লোকমান, সাধারণ সদস্য লন্ডন সিটি যুবদল নেতা ও মানবাধিকার কর্মী আজিজুর রহমান প্রমুখ।

প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে মোঃ আবুল কালাম, মাহমুদুল হাসান, মোঃ সিনান সামী, মোঃ ইয়াহইয়া, সাবির আহমেদ, মারুফ আহমেদ, মোঃ শরিফুল ইসলাম, হাসান মোর্শেদ, সাবেক ছাত্রদল নেতা নিকোলাস মল্লিক, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মোস্তাকুর রহমান, মাসুম আহমেদ, নাহিম আহমেদ, মিসেস জামিলা খানম, মোহাম্মদ মুজিবুর রাহমান, মোস্তফা ইকবাল, মোঃ ফাহাদ হোসাইন, রাকিব আলী, শাহিন আহমেদ, মোঃ কামাল হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ জুলহাস আহমেদ সজিব, মারুফ আহমদ, জুনেদ আহমদ, বাবুল তালুকদার, যুবায়েদ হাসান, রায়হান চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম, এম আশরাফ উদ্দীন, দীপা বেগম, মোঃ শাহাদাত হোসাইন, মোহাম্মদ আল আমিন, মোঃ শাহরিয়ার ওয়াহিদ, মোঃ পারভেজ মিয়া সুজা, মেহেদি হাসান ফাহিম, মুনতাসির মুবিন, মোঃ সাহিদুর রহমান, মোঃ পারভেজ মিয়া সুজা, মুনতাসির মুবিন, মীর ইমরান, মো: তানভীর আহমদ, মোঃ জামিল আহমেদ, মোঃ জবলুল আলম বিপুল, মিজানুর রহমান, তানভীর আহমেদ, ইয়াহিয়া আহমেদ, মো: আবু নাসের তানজিম, মো: আশফাকুল ইসলাম ভুঁইয়া, আব্দুল খালেদ ভুঁইয়া, সালমান মিয়া, নাইমুজ্জামান মাহি, মোস্তাক আহমেদ, কারণ বিশ্বাস, মানাতাকা ইস্তিহাদ সৌরভ, মোঃ শাহাদৎ হোসেন, আব্দুল্লাহ আল ইমরান, রাজীব কান্তিশীল, ফরহাদ হোসেন, মাহফুজ আহমেদ, নাজিম আহমদ, মো: শাহাদাত হোসাইন, সোলেমান আহমদ, মোহাম্মদ আল আমিন, মোঃ শাহরিয়ার ওয়াহিদ, জুনেদ আহমদ, মো: জামিল আহমেদ, মো: মুরাদ হোসেন, এস এম শামসুজ্জোহা, মালেক আহমেদ নাজিম, মো: আবুল হাসান, জাফরুল করিম, তারেক মাহমুদ, সাজ্জাদ হোসেন মোহন, মোঃ শরফ উদ্দিন, আব্দুল ওয়াহিদ তালিম, পার্থ বড়ুয়া, ভুবন দেবনাথ, মোঃ মাজহার আলী, এম এ হাসনাত, আকিবুল হাসান, সৈয়দ মুহিবুর আলী, তাম্মাম ইসলাম, রহিম আহমেদ হাদি, ইয়াহইয়া আহমেদ, মোঃ আবু সুফিয়ান, মোঃ মোতাসিম বিল্লাহ জাজেব, মোঃ শামছুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জনি, মো: মোস্তাফিজুর রহমান, ছয়েফ আহমেদ, আব্দুল আলিম, মোঃ আনোয়ার হোসেন তুহিন, মোহাম্মদ ফাহিদুল আলম, মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ ইমাদ উজ্জামান, মোঃ আব্দুল মোহাইমিন সোহান, এম এম ইয়াজদিন, মো: রেজান আহমদ, সুফিয়ান আহমদ, মো: সাব্বির আহমদ, মো: মাহবুবুর রহমান তানভীর, শুয়েব আহমেদ, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, ওসমান মোঃ শাহজাদা রহমান, মোঃ মাহদীন আল নাহিন, ওয়ালিওর রহমান কারণ, মোঃ আবু সুফিয়ান, মোঃ জোবায়ের তালুকদার, আব্দুল্লাহ হোসেন জাবেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ শেষে ইআরআইয়ের সাধারণ সম্পাদক নৌশীন মোস্তারী মিয়া বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর হাতে সংগঠনের পক্ষে ভারতের সাথে সকল করিডোর চুক্তি বাতিলের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে লন্ডনে মানববন্ধন

মানবাধিকার সংগঠন ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস ও স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশ, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ জুলাই ২০২৪ পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি জাকের আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুল ও অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী ইউকে ও ইউরোপের মুখপাত্র বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্য, আমার দেশ এর নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল মুনিম, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ জামাল হোসেন, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা মু. আব্দুল আলী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও সাবেক ছাত্রনেতা তরিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন গাজীপুর টঙ্গীর সাবেক শিবির সেক্রেটারি খালেদ আহমেদ ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করেন ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান চৌধুরী।

মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম শামিম, ডঃ মুইনুদ্দিন মৃধা, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সাইফুর রহমান পারভেজ, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সেক্রেটারি শাহান বিন নিজাম, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সেক্রেটারি জামিল হোসেন, প্রচার সম্পাদক তারেক আহমদ, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সেক্রেটারি তাহমিদ হোসেন, ফাইট ফর রাইটসের সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরী, সহ সম্পাদক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ট্রেজারার মাহিদ রহমান, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক কাজল, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সহ ট্রেজারার মো মিফতা উদদীন ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারি আহমদ আলী, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর অফিস সম্পাদক তারেক আহমদ, ইউনিভার্সেল এর কালচারাল সেক্রেটারি রায়হান চৌধুরী, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর সহ মিডিয়া সেক্রেটারি জসিম উদ্দিন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ইভেন্ট সহ সম্পাদক মাজেদ মিয়া, ইউনিভার্সেল এর সহ কালচারাল সেক্রেটারি মো সামসুদুহা মনজু , ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফারিয়া আক্তার সুমি,সহ সম্পাদক নাদিয়া ফাতেমা, মারিয়া বেগম, সুবর্ণা আক্তার, তাহমিনা খানম, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর মহিলা সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস তনু, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস এর ক্রীড়া সম্পাদক মো ময়নুল হক, সদস্য তাহের হোসেন,মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মানবাধিকার কর্মী শাহিন আলম, মুনির আহমদ খান, নজরুল ইসলাম, ছমির আহমেদ, তানভীর আহমদ, মাহি বিলাল চৌধুরী, শিব্বির আহমদ, আহমদ আলী, সুরমান আলী, মোঃ জাহেদুল ইসলাম ও ফরহাদ হোসেন। পাভেল আহমদ, আইয়ান উদ্দিন, হুমায়ুন কবির, মোঃ ইমরান আহমদ, নজরুল ইসলাম, মোঃ গোলজার হোসেন, শেরওয়ান আলী, মোঃ ইকবাল হোসেন, মোঃ মিছবাহুল ইসলাম জুনেদ, চৌধুরী তাহমিমা রহমান, সেবুল আহমদ, মোঃ ফাহাদুজ্জামান, দেলোয়ার হোসেন,মোঃ শামীম উদ্দিন, মো তুফায়েল আহমদ, মোঃ মিফতাহ উদ্দিন,মোঃ কামরুল হাসান রাকিব, এবাদুর রহমান, ফয়সল আহমদ, মোঃ মহসিন, মোঃ আবু তাহের, রাহাদুল ইসলাম, জুয়েল আহমদ মাহিম, হুমায়ুন আহমদ, মাহবুব হোসেন, রাসেল আহমদ, মো ফজলুর রহমান,কাওছার আহমদ চৌধুরী, শিবিবর আহমদ, খালেদ আহমেদ, মিলন কাজী, মো আব্দুল হামিদ, তারেক আহমদ, নাজির আহমেদ, মো ওবাযদুল হক সিদ্দিকী, মো হেলাল আহমদ, সুমন বানিক, ছোটন, আব্দুল আহাদ, রেজাউল করিম রাব্বি, মো আব্দুল মুমিন, সৈয়দ আল মারুফ, জহির আহমদ, আলমগীর আজাদ সুমন, কামরুল হাসান, আবুল কাশেম আজাদ, নাজমুল আহমদ, মুনসী আসাদুল ইসলাম, মো শহিদুল ইসলাম, শফিকুল আলম, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, দেলোয়ার হোসাইন, মুমিন খান, আব্দুল করিম, মোশাহিদ আলী, মো ইমাম হোসেন, সানজিদা ইসলাম তমা, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মানবাধিকার কর্মী শাহিন আলম, মুনির আহমদ খান, নজরুল ইসলাম, ছমির আহমেদ, তানভীর আহমদ, মাহি বিলাল চৌধুরী, শিব্বির আহমদ, আহমদ আলী, সুরমান আলী, মোঃ জাহেদুল ইসলাম ও ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ভোটারবিহীন ডামি সরকার জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তির নামে করিডোর দিতে চায় যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। প্রবাসীরা সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছে। অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে। মানুষের ভোটাধিকার ও বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে।

জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারই কেবল দেশের স্বার্থ ঠিক রেখে জনগণের মতামত নিয়ে অন্য দেশের সাথে সমঝোতা বা চুক্তি করতে পারে। বক্তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও ভোটাধিকার রক্ষার জন্য দেশ-বিদেশের সকল সংগঠন এবং দেশপ্রেমিক জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ‘শিরোনাম’ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

গত ৯ই জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ‘শিরোনাম‘ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা উৎসব পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় ।সংগঠণের সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রেস সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রবীন সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা এম এ মান্নান, ডঃ এম এ আজিজ, সাংবাদিক রহমত আলী ও নুরুল ইসলাম এমবিই ।সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোস্তফা, কবি ও সাংবাদিক নজরুল ইসলাম হাবিবী, সাংবাদিক মো: আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক মীর আব্দুর রহমান, লেখক ও কবি জামান আহমদ সিদ্দিকী, টিভি প্রেজেন্টার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ ,প্রভাষক আব্দুল হাই, শফিক মিয়া, শেখ মনোয়ার হোসেন, হাজী ফারুক মিয়া, কবি আসমা মতিন, সৈয়দা ইশরাত নাসিম কুইন প্রমুখ ।দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠণের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট লেখক মাওলানা আব্দুল মালিক।

সভায় বক্তারা -১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন এবং তথ্যবহুল লেখা নিয়ে ‘শিরোনাম‘ শীর্ষক নতুন ম্যাগাজিন প্রকাশ করায় ধন্যবাদ জানান ।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে -রুশনারা আলী এমপি ও টিউলিপ সিদ্দিকী এমপি বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী হওয়ায় অভিনন্দন জানান ও গাজার যুদ্ধ বন্ধসহ কমিউনিটির উন্নয়নে ভাল কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অপর প্রস্তাবে, দীর্ঘ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনীর বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবী জানান ।

কবি ও সম্পাদক মুস্তাফিজ শফির সম্মানে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের মত বিনিময় সভা : প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাবী দাওয়া আদায়ে চাপ সৃষ্টি করতে হবে

বিশিষ্ট কবি ও বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফিজ শফির সম্মানে আজ ৮ই জুলাই সোমবার ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় ।

সংগঠণের সভাপতি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শোয়েবের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক সাইদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন - প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, লেখক ও গবেষক ফারুক আহমদ, সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম অভি, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, বিয়ানীবাজার পৌর সভার সাবেক মেয়র আব্দুস শুকুর, সাংবাদিক আব্দুর রশীদ, ব্যারিষ্টার আব্দুস শহীদ, সাংবাদিক আরিফ মাহফুজ ,সাংবাদিক শামসুর রহমান সুমেল, কবি ময়নুর রহমান বাবুল, হাজী মোহাম্মদ হাবীব, নোমান আহমদ প্রমুখ ।

সভায় বক্তারা - সিলেটের কৃতি সন্তান সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফির জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখায় অশেষ ধন্যবাদ জানান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন ।বক্তারা -বিমানের বর্ধিত হারে ভাড়া, ওসমানী বিমান বন্দরে অন্যান্য এয়ার লাইনকে সিলেটে নামতে না দেওয়া,প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি বেদখল ও প্রবাসীদের নির্যাতন, বিমান বন্দরে হয়রানী, বিমানের চেক ইন কাউন্টারে প্রবাসীদের সাথে হয়রানী, নতুন প্রজন্মদের দেশ মুখী করার পরিকল্পনা, জান মালের নিরাপত্তা বিধান, সাগর- রুনী হত্যা প্রভৃতি ইস্যু তুলে ধরেন।

সম্বরধিত অতিথি মুস্তাফিজ শফি তাঁর বক্তব্যে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান ।তিনি বলেন -প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। সাংবাদিকদের মধ্যেও ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে।একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শক্তিশালী সরকারের পাশাপাশি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্য বিএনপির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্য বিএনপির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী মাদার অব ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় গতকাল ২৩ জুন বাদ আছর পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুস্টিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুস্টিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে যুক্তরাজ্য বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তবে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদ জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়ার জন্য আগত মুসল্লিদের প্রতি আহব্বান জানান।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কামনা করা হয়। মিলাদ মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম বৃন্দ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, বিএনপির

দোয়া মাহফিল অনুস্টিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুস্টিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে যুক্তরাজ্য বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তবে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদ জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়ার জন্য আগত মুসল্লিদের প্রতি আহব্বান জানান।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কামনা করা হয়। মিলাদ মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম বৃন্দ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার এম এ সালাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাবেক ডেপুটি মেয়র অহিদ আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সভাপতি, মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, গোলাম রাব্বানি সোহেল, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, সুজাতুর রেজা, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, আসাদুজ্জামান আহমেদ, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমেদ জিলান, অ্যাডভোকেট খলিলুর রহমান, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে), সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, সিনিয়র সদস্য শামসুর রহমান মাহতাব, ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, এম এ সালাম, অ্যাডভোকেট তাহির রায়হান চৌধুরী পাভেল, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহসভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটন, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, যুবদলের কেন্দ্রীয় সদস্য বাবর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য দেলোয়ার হোসেন শাহিন, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল হাসনাত, যুক্তরাজ্য বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমতিয়াজ এনাম তানিম, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক কামাল মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক হাওলাদার, প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ গাজী, সহ প্রচার সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক মোক্তাদির আলী, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সহ সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন, সহ প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ, সাবেক সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সরফরাজ আহমেদ সরফু, কার্যনির্বাহী সদস্য এনামুল হক লিটন, আব্দুল হামিদ খান হেভেন, আমিনুর রহমান আকরাম, নাজমুল হোসেন চৌধুরী, যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক রাজ, সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাছিত, শানুর মিয়া, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তফা, মোশারফ হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আজিম উদ্দিন, জাহেদ তালুকদার, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুল কদ্দুস, রোমান আহমদ চৌধুরী, তুহিন মোল্লা, ব্যারিস্টার মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, বাচ্চু মিয়া, শেরওয়ান আলী, হালিমুল ইসলাম

খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য সাউথ শাখার ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত

নানা আয়োজনে লন্ডনে খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য সাউথ শাখার ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার বিকাল ৮ টায় ফোর্ড স্কোয়ার মসজিদের সেমিনার হলে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতে এ ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হয় ।খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য সাউথ শাখার সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্টানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির ছালেহ, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইষ্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অফ মস্কোর চেয়ারম্যান হাফিজ মাওলানা শামসুল হক।

কাউন্সিলর আলহাজ্ব সদরুজ্জামান খান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর শায়খ রামজি।

হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম ও মাওলানা আতাউর রহমান জাকির যৌথ পরিচালনায় অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুফতী তাজুল ইসলাম, কারী আব্দুল মুকিত আজাদ, মাওলানা শওকত আলী

মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, এনামুল হাসান সাবীর ,আ ফ ম শুয়াইব আহমদ, মুফতী আব্দুল মুন্তাকিম, মাওলানা শিব্বির আহমেদ, সৈয়দ নাঈম আহমেদ শায়খ কাজী লুৎফর রহমান প্রমুখ ।অনুষ্টানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত হাফিজ মাওলানা হাসান আহমদ।

নরসিংদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে ৬ জনের মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নরসিংদীর রায়পুরায় পৃথক ট্রেনে কাটা পড়ে ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার ভোরে উপজেলার মেথিকান্দা রেলস্টেশন সংলগ্ন কমলপুর এলাকায় ট্রেন লাইন থেকে অজ্ঞাত পাঁচ তরুণের ছিন্নভিন্ন মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এটি হত্যা নাকি দুর্ঘটনা এ নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশের ধারণা, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা মেইল ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে পাঁচ তরুণ মারা গেছেন। খবর পেয়ে রায়পুরা থানা পুলিশ ও নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ, পিবিআই, সিআইডি, র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এদিকে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মেথিকান্দা রেলস্টেশন সংলগ্ন শ্রীরামপুর রেলগেট এলাকায় ঢাকাগামী আন্তঃনগর কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে অপর একজনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি সকাল ৮টার দিকে পাঁচজনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন গন্তব্যের যাত্রী ও আশপাশের শত শত লোকজন ছুটে এসে দেখেন, কারও মাথা বিচ্ছিন্ন ও কারও শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে নিহত পাঁচ তরুণের লাশ উদ্ধার করে। তবে প্রাথমিকভাবে কারও পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় এলাকাবাসী জানান, নিহত তরুণদের বেশভূষা ও পোশাক দেখে টোকাই শ্রেণির মনে হয়েছে। ট্রেনের ছাদে বা ইঞ্জিনে বসে তারা হয়তো যাচ্ছিলেন।

দুই বগির মাঝখানে বা ইঞ্জিন থেকে পড়ে গিয়ে তারা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। তবে এভাবে পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়টি সন্দেহজনক।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির (ইনচার্জ) উপ-পরিদর্শক মো. শহীদুল্লাহ বলেন, নিহত পাঁচজনের মধ্যে চারজনের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। নিহত অপর তরুণের বয়স ২০ বছরের বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত তরুণদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

এ ব্যাপারে সহকারী পুলিশ সুপার (রায়পুরা সার্কেল) আফসান আল আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে- ট্রেনে কাটা পড়েই তারা মারা গেছেন। নিহতদের পরিচয়ে এখনো শনাক্ত করা হয়নি। শনাক্ত করতে পিবিআই কাজ করছে।

আমিরাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশি নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গত রোববার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নিহতরা হলেন ঢাকা নবাবগঞ্জের বালেঙ্গা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে মোহাম্মদ রানা (৩০), আবদুল হাকিমের ছেলে মোহাম্মদ রাশেদ (২৫), শেখ এরশাদের ছেলে মোহাম্মদ রাজু (২৪) ও শেখ ইব্রাহিমের ছেলে এবাদুল ইসলাম (৩৪) ও দোহার বাজার এলাকার মোহাম্মদ মনজুরের ছেলে মোহাম্মদ হিরা মিয়া (২২)।

জানা গেছে, তাদের বহনকারী গাড়িটি বড় একটি লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে গাড়িতে থাকা নবাবগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বালেঙ্গা গ্রামের ৪জন এবং দোহার উপজেলার দোহার বাজার এলাকার ১জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। এদিকে পাঁচ বাংলাদেশির মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকবার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই।

দুদকের চ্যালেঞ্জের মুখে রাজউক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ১২৬ একর জমি বেহাতের অভিযোগে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হলেও ১২৬ একর জমির হদিস না মেলায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) অনিয়ম খুঁজছে সংস্থাটি। এ নিয়ে দফায় দফায় রাজউককে চিঠিও পাঠায় দুদক। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য দিতে গড়িমসি করছেন রাজউকের কর্মকর্তারা। বরং অভিযোগের সত্যতা নেই বলে পাল্টা চিঠি দেয়া হয় দুদককে।

সূত্রে জানা যায়, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ৬ হাজার ২১৩ দশমিক ৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হলেও ১২৬ একর জমি গায়েব হয়ে গেছে বলে রাজউকেরই এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উঠে আসে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার সময় বিষয়টি ধরা পড়ে। পরে এ নিয়ে নিরীক্ষা চালায় সরকারের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় (সিএজি)। গত বছরের জুন মাসে তারা নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনের তথ্য ঘেঁটে অনিয়ম খুঁজতে মাঠে নামে দুদক। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলমকে দায়িত্ব দেয়া হয় অনুসন্ধানের জন্য।

রাজউকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে শুধু অধিগ্রহণ মূল্য একরপ্রতি ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৫০১ টাকা বা কাঠাপ্রতি ১৪ হাজার ৪৩৮ টাকা হিসেবে এ বাবদ সরকারের ক্ষতির পরিমাণ ১১ কোটি ২ লাখ টাকারও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিট বিভাগের নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমি ও প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির হিসাব পর্যালোচনা করা হয়। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত জমির তালিকায় দেখা যায় ২০টি ক্যাটাগরিতে মোট ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৬ হাজার ৮৭ দশমিক ৩৫৫ একর।

এর মধ্যে আবাসিক প্লটের জন্য ২ হাজার ৩৩ দশমিক ৫৫ একর, আবাসিক ব্লকের জন্য ৩২৫ দশমিক ৩২২ একর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ২৭০ দশমিক ৩৯৬ একর, রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য ৭১ দশমিক ৪১৩ একর, স্বাস্থ্য খাতের জন্য ২৮ দশমিক ২৯ একর, কমিউনিটি সংগঠনের জন্য ২৯ দশমিক ৭১ একর, খেলার মাঠ ৬৮ দশমিক ১৪৯ একর, আরবান গ্রিনের জন্য ১৩৯ দশমিক ৪৭৮ একর, ক্রীড়ার জন্য ৯৯ দশমিক ৮৩২ একর, বন ও ইকো-পার্কের জন্য ২২৮ দশমিক ৫২৩ একর, বাণিজ্যিক কাজের জন্য ২১৪ দশমিক ৮৪১ একর, প্রশাসনিক ১৫২ দশমিক ৯২২ একর, বিভিন্ন স্থাপনা ১৩২ দশমিক ৭১১ একর, সামাজিক স্থাপনা ৭৬ দশমিক ৯২৭ একর, নাগরিক সুবিধা ৪৩ দশমিক ৩৪৬ একর, পুলিশের জন্য ৩০ দশমিক ৭৫৮ একর, শিল্পপার্ক ৬৬ দশমিক ৩০৫ একর, রাস্তা ১ হাজার ৪৫৪ দশমিক ২৫৪ একর, ওয়াটার বডি ৪৬০ দশমিক ৯৪০ একর, ফুটপাথের জন্য ১৬০ দশমিক ৫৮৬ একর জমি ব্যবহার করার জন্য দখলে রয়েছে। অথচ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটির জন্য রাজউক মোট জমি অধিগ্রহণ করেছে ৬ হাজার ২১৩ দশমিক ৫৫ একর (১ একরে ৬০ দশমিক ৫ কাঠা)।

জমি অধিগ্রহণ বাবদ রাজউককে পরিশোধ করতে হয়েছে ৫২৪ কোটি ৭৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। রাজউকের অধিগ্রহণ মূল্য পড়েছে একরপ্রতি ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৫০১ টাকা। সে অনুযায়ী, প্রতি কাঠা জমি অধিগ্রহণে রাজউককে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে গড়ে ১৪ হাজার ৪৩৮ টাকা। তবে বর্তমানে কাঠাপ্রতি গড় দাম প্রায় ৭৫ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা। সে হিসেবে রাজউকের অধিগ্রহণকৃত জমির তুলনায় ১২৬ দশমিক ১৯৫ একর কম দখলে নেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি কয়েক হাজার কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনুসন্ধান শুরুর পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজউকের কাছে রেকর্ডপত্র চেয়েছে দুদক। এতে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ জানতে চিঠি দেয় সংস্থাটি। সে সঙ্গে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, রাজউকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি এবং মহা হিসাব নীরিক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের দাখিল করা প্রতিবেদনের কপি চেয়েছে দুদক। এসব তথ্য চাইলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুদককে তা দেয়া হয়নি বলেও জানা গেছে।

পরবর্তীতে ২৮শে মার্চ রাজউক পূর্বাচল প্রকল্পের অধিগ্রহণ করা জমির মধ্যে দখলে নেয়া হয়নি এমন জমির তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি দেয় দুদক। কিন্তু সে চিঠির জবাবও দেয়নি রাজউক। একই চিঠি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে উত্তর দিতে নতুন করে পাঠানো হয়। এপ্রিল মাসে পাঠানো ওই চিঠিতে রাজউককে ৫ই মে'র মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। এক মাসেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর দুদককে ১২৬ একর জমি গায়েব সংক্রান্ত অভিযোগ সত্য নয় বলে জানিয়ে একটি চিঠি দেয় রাজউক।

দুদককে দেয়া রাজউকের জবাবে বলা হয়, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অনুমোদিত লে-আউট অনুযায়ী আবাসিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য, সামাজিক কাজ, খেলার মাঠ, আরবান গ্রীন, ক্রীড়া, বন ও ইকো-পার্ক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, বিভিন্ন স্থাপনা, সামাজিক স্থাপনা, নাগরিক সুবিধা, পুলিশ, শিল্পপার্ক, রাস্তা, ওয়াটার বডি ইত্যাদি ক্যাটাগরির জন্য ৬০৭৭.৩৬ একর ভূমি এবং শেখ হাসিনা সরণি (কুড়িল-পূর্বাচল সংযোগ সড়ক) নির্মাণের জন্য ১৩৬.১৭ একর জমি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সর্বমোট ব্যবহৃত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২১৩.৫৩ একর। অর্থাৎ অধিগ্রহণকৃত ভূমি অপেক্ষা সরজমিন বেশি পরিমাণ জমি প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা কম জমি দখলে নেয়ার বিষয়টি সঠিক নয়।

এই জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ব্যবস্থাপক-৩ মো. আশরাফুল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (সিভিল) মেহেদী হাসান রওনককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুদক। আগামী ১১ই জুলাই সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে তাদের ডাকা হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্প ব্যবস্থাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, এই প্রকল্প ১৯৯৫ সালের। অধিগ্রহণের সময় আমি চাকরিতে ছিলাম না। আমি চাকরি করছি ২০১৮ সাল থেকে। তবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ১২৬ একর জমি বেহাত হওয়ার বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন হয়েছে বলেও তিনি জানান। আশরাফুল ইসলাম আরও বলেন, দুদক অনুসন্ধানের স্বার্থে আমাকে ও সহকারী প্রকৌশলীকে তলব করেছে। আমরা যাবো।

অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। তবে জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

পিএসসির প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতার ১৭

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসির প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সংস্থাটির দুইজন উপপরিচালক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনায় আসা পিএসসির চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়ি চালক সৈয়দ আবেদ আলী রয়েছেন। আলোচনায় আসা আবেদ আলীর ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (৮ জুলাই) অভিযানে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির সাইবার বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি তৌহিদুল ইসলাম। সিআইডি কর্মকর্তা ঢাকা মেইলকে বলেন, আমরা নন ক্যাডারের কিছু পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের তথ্য পেয়েছি। ওই সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। এখন পর্যন্ত আমরা ১৫ জনের বেশি গ্রেফতার করেছি। তাদের ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিআইডি সূত্রে জানা গছে, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন পিএসসির উপ-পরিচালক মো. আবু জাফর ও মো. জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর কবির, অফিস সহায়ক খলিলুর রহমান ও অফিস সহায়ক (ডিসপাস) সাজেদুল ইসলাম। এছাড়াও রয়েছেন সাবেক সেনা সদস্য নোমান সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী আবু সোলায়মান মো. সোহেল, অডিটর প্রিয়নাথ রায়, ব্যবসায়ী মো. জাহিদুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসের নিরাপত্তা প্রহরী শাহাদাত হোসেন, ঢাকার ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত মো. মামুনুর রশীদ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিশিয়ান মো. নিয়ামুন হাসান, ব্যবসায়ী সহোদর সাখাওয়াত হোসেন ও বেকার যুবক লিটন সরকার। রয়েছেন আবেদ আলীর ছেলে সিয়ামও। একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুসন্ধানে গত রোববার বেরিয়ে আসে এই প্রশ্নফাঁসের ঘটনা। গত ১২ বছরে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) পরীক্ষাসহ ৩০টি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে চক্রটির বিরুদ্ধে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রশ্নফাঁসকারী চক্রটি গত ৫ জুলাই (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নিয়োগ পরীক্ষাকে বেছে নেয়। এই পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতির তথ্য ফাঁস করতে ছদ্মবেশ ধারণ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিক টিম। ছদ্মবেশী এক নিয়োগপ্রত্যাশী প্রার্থীকে তুলে দেওয়া হয় চক্রের সদস্যদের হাতে। এরপর ৫ জুলাই সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত যে প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, হোয়াটসঅ্যাপে তার একটা কপি পাঠানো হয় পরীক্ষার অন্তত এক ঘণ্টা আগে। আর অজ্ঞাত স্থানে রেখে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষার্থীদের তা পড়ানো হয় আগের রাতেই। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনায় আসেন আবেদ আলী। ধর্মকর্ম পালনে পিছিয়ে না থাকা এই গাড়িচালক জনপ্রতিনিধি হওয়ার চেষ্টাও করেছেন। নিজ এলাকা মাদারীপুরের ডাসারে নিজেকে দানবীর হিসেবে উপস্থাপনেরও চেষ্টা করেছেন আবেদ আলী। ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়াম যেন বাবাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কিছু আলোচিত লোকজনের মতো সিয়ামও মানুষের জন্য কাজ করার অনেক ভিডিও পোস্ট করেছেন। তবে বাবার সম্পদ বানানোর নেপথ্যের গল্প সামনে চলে আসায় সিয়ামকেও তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের ছবি দিয়ে তীব্র সমালোচনা করছেন। দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি করছেন কেউ কেউ। বিসিএসের প্রশ্নফাঁসের বিষয়ে জানতে চাইলে পিএসসি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন গণমাধ্যমকে বলেন, 'কমিশনের ক্ষমতাবলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠতে পারে। সেটি প্রমাণ হতে হবে। প্রমাণ হলে, কমিশন যদি মনে করে তাহলে প্রশ্নফাঁস হওয়া বিসিএসের কার্যক্রম বাতিলও হতে পারে।'

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

পিএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁস: যারা প্রশ্ন কিনেছেন তাদের চাকুরিচ্যুত করা হোক

পিএসসির মত প্রতিষ্ঠানে যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। তখন বুঝে নিতে হবে দুর্নীতি অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। আর দুর্নীতি যখন প্রকাশিত হয় তখন তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা দুঃখজনক।

যখন সরকারি চাকরিতে কোটাপদ্ধতি বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে সব পর্যায়ে নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা রাজপথে আন্দোলন করছেন, তখনই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জনগণের সামনে এল। পিএসসির মতো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্র দিনের পর দিন ফাঁস হওয়ার যে তথ্য বের হয়েছে, তাতে আমরা স্তম্ভিত।

একটি বেসরকারি টেলিভিশন ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে অপরাধী চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম বেরিয়ে আসে। এরপর ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সিআইডি ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে, যাঁদের মধ্যে পিএসসির উপপরিচালক মো. আবু জাফর ও জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক এস এম আলমগীর কবির, কর্মচারী (ডেসপাস রাইডার) মো. খলিলুর রহমান, অফিস সহায়ক সাজেদুল ইসলাম, সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী ও তাঁর ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমানও আছেন।

এই চক্রের সঙ্গে সাবেক সেনাসদস্য থেকে পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর নামও এসেছে। এতে প্রমাণিত হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জাল বহুদূর বিস্তৃত।

সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে পিএসসির কর্মী সাজেদুল ইসলাম জানান, রেলওয়ের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নটি দুই কোটি টাকার বিনিময়ে উপপরিচালক মো. আবু জাফরের কাছ থেকে নিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, এর আগেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কক্ষের ট্রাংক খুলে তিনি প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে ফাঁস করেছেন। সেগুলোর মধ্যে বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও রয়েছে।

পিএসসি রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যাদের মাধ্যমে প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি পদে হাজার হাজার তরুণ নিয়োগ পেয়ে থাকেন। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্রই যদি ফাঁস হয়ে যায় এবং সেখানকার কর্মকর্তারাই যদি এতে জড়িত থাকেন, তবে মানুষ আর কিসের ওপর ভরসা রাখবে?

যেখানে একটি পদের বিপরীতে শতাধিক কিংবা তারও বেশি প্রার্থী থাকেন, সেখানে কী রকম কঠিন প্রতিযোগিতা করে একজনকে চাকরি পেতে হয়, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই যদি এভাবে ফাঁস হয়, তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসির চরম অক্ষমতা ও দুর্বলতাকেই তুলে ধরছে।

পিএসসির কাজ হচ্ছে যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবীদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য নির্বাচিত করা; যারা দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করবেন। এখন দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে শুধু রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগের পরীক্ষাই নয়, এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে অতীতে অনেকেই নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁরা এখন সরকারের বিভিন্ন পদে কাজ করছেন। ফলে অনেক যোগ্য প্রার্থী ও চাকরিপ্রার্থী যেমন বঞ্চিত হয়েছেন, তেমনি নিয়োগ পেয়েছেন অযোগ্যরা। এই চরম দায়িত্বহীনতার দায় প্রতিষ্ঠানটি এড়াবে কীভাবে?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে পিএসসি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেটি হাস্যকর। একদিকে তারা সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে, অন্যদিকে বলেছে, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে থাকে, তাহলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন আসে কেন?

সর্বশেষ খবর হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পিএসসি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করেছে। যেখানে পিএসসির কর্মকর্তারা অভিযুক্ত, সেখানে তাঁদের দ্বারা গঠিত কমিটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা মনে করি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সব ব্যক্তি ও তাঁদের নেপথ্যের কুশীলবকে খুঁজে বের করতে হলে পিএসসির বাইরের লোকদের নিয়েই নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে যার জড়িত এবং যারা প্রশ্ন কিনে পাশ করেছে তাদের চাকুরী চ্যুতির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার শাস্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হলে অপরাধীরা ভয় পাবে এবং ভবিষ্যতে এরকম কাজ করতে সাহস পাবে না.

দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিক

ড. হাসনান আহমেদ

দেশে সমস্যার অভাব নেই। আমি কতগুলো মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে মাঝে-মধ্যে লিখি। মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যেত। কখনো একই সমস্যা নিয়ে বারবারও লিখি। এসব কথা কেউ কানে তোলে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ দেশে আমরা অনেকেই কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে অভ্যস্ত। বলা যায়, রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এরা সমাজে ভালো আছে। এতে অভ্যস্ত না হলেও বিপদ; পথচলা দায় হয়ে যায়। কানা ছেলেকে কানা বললেও অসুবিধা। কানা ছেলে হাত উঁচু করে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। 'কানাকে কানা বলা যাবে না'; নসিহত করে অপ্রিয় সত্য কথাও বলতে নেই। এগুলোও তো সমস্যা। কানা ছেলের চোখের অসুখটাকে চিকিৎসা করিয়ে নিলেও তো পারে। তা-ও করাবে না। 'আমি আজীবন কানা থাকব, তাতে তোমার কী? কানা থাকা আমার অধিকার।' 'বুঝলাম, কানা থাকা তোমার অধিকার, কিন্তু পথ চলতে-কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে না দেখে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও কেন?' এ কথার কোনো উত্তর নেই। উত্তর একটাই, 'সব কথার উত্তর খুঁজতে হয় না'। চোখের জ্যোতি কম হলেও গলার স্বর উদগ্র। 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'। এরকম উদ্ভট গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি এ কারণে যে, আমি এ দেশের অতি মূল্যবান একটা বিষয় 'রাজনীতি' নিয়ে লিখছি। শুধু তা-ই নয়, একে 'পচা দুর্গন্ধযুক্ত' বলছি। রাজনীতি এ দেশের জীবন কিংবা মরণ; আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িত। এর দশা দেখলে করুণা হয়।

সবে ঈদুল আজহার ছুটি শেষ হলো। গরু ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাংলার সাধারণ কৃষক বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রাক ভাড়া করে রাজধানীতে কুরবানির গরু বিক্রি করতে আসে। এ আসা যে কী ঝকমারি, ভুক্তভোগীরা আবারও ভুগে এবারের মতো মুক্তি পেল। এত পরিশ্রম করেও লাভ যা হওয়ার কথা, তা হলো না। লাভের মাল পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। এ রেওয়াজ অনেক দিনের। বিভিন্ন এলাকায় ঘাটে ঘাটে রাজনৈতিক মস্তানরা তাদের নিদানের সাথী পোশাকধারী বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। গরু ট্রাকে বা নৌকায় পার হতে গেলেই ইচ্ছামতো 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'। এ ছাড়াও সিন্ডিকেট ঘাটে গরুর ট্রাক অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, নাকি ছেড়ে দেবে? রাজধানীর গরুর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে গেলে এটা করা লাগে। নইলে রাজধানীর হাটে গরুর দাম বাড়বে কেমনে? ঘাটে-মাঠে-হাটে সবকিছুর সঙ্গে রাজনীতির মদদপুষ্ট এলাকাভিত্তিক কুটিল মৌসুমি ব্যবসায়ীরা জড়িত। যারা সবাই যার যার ধান্দায় মহা-'জনকল্যাণে' ব্যস্ত। এরা 'রাজনীতির মহাবুদ্ধিজীবী'। উড়ো টাকা ধরে নেওয়ার ফন্দি এরা জানে। রাজনীতির আদর্শ থাক বা না থাক, দলে ভিড়ে স্বার্থ আদায় করে খাচ্ছে। রাজনীতির কথা-'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এদের নয়া উদ্ভাবনী বুদ্ধির কাছে, নিউটনের উদ্ভাবনী বুদ্ধিও ফেল। নদীর ঢেউ গুনেও এরা টাকা আদায় করবে, সম্পর্ক আছে পোশাকধারী সহ-অংশীদারি বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে এসব কাজে বড্ড মিল।

সবকিছুতেই দেশব্যাপী বাতাসে পচা দুর্গন্ধ। মহান রাজনীতির দোসরদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ। একচোখ দিয়ে তো দেখতে পারি না; যা পত্রিকায় পড়ি, শুনি ও দেখি, তা লিখি। গুরুভক্তি করতে পারি, কিন্তু গুরুর সব সাগরেদের কর্মকাণ্ডকে তো আর মেনে নেওয়া যায় না! এ লেখা কোনো নেতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এ দেশের আইনের দুর্দশা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ কার না অজানা!

প্রতিদিন যতবার পত্রিকা পড়ি, বিশ্রী উৎকট গন্ধটা বাড়ে। সেদিন ক্লাসে কোনো একটা বিষয়ে ব্যবহারিক উদাহরণ দিতে গিয়ে এমপি আনারের কিমা করা মাংস ময়লার ট্যাংক থেকে উঠানোর গল্পটা যেই না বলেছি, ক্লাসের সবাই নাক ধরে বসে থাকল। কোনো কোনো মেয়ে অক্-অক্ শব্দ করে বমি তোলার মতো করতে লাগল। বিশ্রী গন্ধটা তখনো যেন তাদের নাকে ভেসে আসছে। এমপি আনারের ভাগ্য বড্ড ভালো যে, তিনি যা-ই করুন, রাজনীতির একটা বড় পদ দখল করতে পেরেছিলেন। নইলে পত্রিকায় এত কভারেজ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন না। এত গন্ধও ছড়াত না; পচা রাজনীতির গন্ধ। প্রথমে শুনেছিলাম তিনি একজন সোনা চোরাকারবারি, হুন্ডি ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী, রাতচরা বাহিনীর গডফাদার, মাদক ও নারীপ্রিয়; টাকা ভাগাভাগির কোন্দলে খুন হয়েছেন। এর সঙ্গে এখন খবরে ভেসে আসছে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘরের ভেতরে আরও ঘর, ক্ষমতা ভাগাভাগির কথকতা, ঘরের শত্রু বিভীষণ। এতে রাজনীতির পচা দুর্গন্ধটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু পচতে গেলে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। রাজনীতি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত না হলে পচবে কীভাবে? না পচলে দুর্গন্ধইবা বেরোবে কীভাবে? এ দেশের রাজনীতি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হতে এখন নিজেই একটা ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়েছে, যাকে স্পর্শ করে তাকেই পচিয়ে ছাড়ে, শেষে পচা দুর্গন্ধ বেরোবেই। কিংবা বলা যায়, যে দ্রব্য বা মালামালই ব্যাকটেরিয়ার রাজনীতির সংস্পর্শে আসে, তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে বাধ্য হয়।

একই রাজনীতির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান বে-নজির সাহেব, বে-নজির যে নজির এ দেশে রেখে গেলেন, অতীতের এ পদে কেউ এমন নজির দেখাতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। পত্রিকায় প্রকাশ, তিনি নাকি একটা জেলার অর্ধেক ভূস্বামী, হাজার হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের মালিক তিনি নিজে অথবা তার নিকটজন। তিনি দেশ ছাড়ার আগেই নাকি তার ব্যাংক ব্যালান্সের সদগতি হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে। বোঝা যায়, এমন সুযোগ্য-অনুগত অফিসারের সাহায্য-সহযোগিতা করার লোকের অভাব এ দেশে নেই। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্যও তার যথেষ্ট যোগ্যতা রাজনীতিকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে, এ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অনুগত (নাকি বাধ্যগত) শিক্ষাব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়' মার্কা দলীয় অনুচরদের কর্ম দেখে। একজন শিক্ষক হিসাবে এ কষ্ট ও অপমান আমারও। এজন্যই বলছি, তার নজির খুঁজে পাওয়া ভার। রাজনীতিকরা বলেন, 'দোষী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না'। আবার বলেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। কবি বলেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। আমিও বেনজীরের মাঝে অসীমকে খুঁজে পাই। তার ভাষার মধ্যেও রাজনীতির ভাষা খুঁজে পাওয়া যেত। মূলত তার ক্ষমতা ছিল অসীম। এর মাঝেও তিনি নিজের সম্পদ গড়ার সুর বাজিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা বেনজীর সাহেবের মাঝে রাজনীতির মুখস্থ 'মধুর' বাণী প্রকাশ পেত, পরিবর্তে এখন বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এ দুর্গন্ধ ধামাচাপা দিতে কেউ হয়তো পুলিশ বাহিনীর দুর্গন্ধ খুঁজবে, এ দুর্গন্ধ আসলে পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ। শুনছি তার মতো অস্বাভাবিক অবৈধ সম্পদ মজুতের পথ আরও অনুসরণ করেছে তার বাহিনীর - ২০ পাতায়

বন্যায় কুলাউড়া পৌরসভায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

কুলাউড়া সংবাদদাতা : টানা তিন সপ্তাহের বন্যায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পৌরসভা এলাকার ৬টি ওয়ার্ড ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা। বন্যা আরও দীর্ঘায়িত হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে পৌরসভার মেয়র অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ সংবাদ সম্মেলন করে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গত ২১ দিনে সরকারি ত্রাণ বলতে মাত্র ১৪ টন চাল ও ১২০ পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এজন্য তিনি সমাজের বিত্তবান, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে বানভাসি মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জানা যায়, গত ১৭ই জুন কুলাউড়া উপজেলাসহ পৌরসভার অধিকাংশ এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। পৌরসভায় প্রথমে ২টি এবং পরে আরও ২টিসহ মোট ৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়। এতে ১১৯টি পরিবারের ৪ শতাধিক মানুষ আশ্রয় নেন।

বন্যায় পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড সম্পূর্ণ এবং ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড আংশিক প্লাবিত হয়। বন্যাসহ অতিবৃষ্টির কারণে পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ১৮ কিলোমিটার রাস্তা, ১২ কিলোমিটার ড্রেন, ১ হাজার ঘরবাড়ি, ১৮টি কালভার্ট, ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২টি কাঁচা বাজার, অনেক মসজিদ, বিভিন্ন গবাদিপশুর খামার, পুকুর, অফিস আদালতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। পৌর মেয়র জানান, চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা পুনরায় প্রদান করাসহ তা বৃদ্ধি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো দ্রুত মেরামত ও পুনঃনির্মাণ এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা দূরীকরণে স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানান। তাছাড়া কুলাউড়া পৌরসভায় বন্যাকবলিত মানুষের জন্য বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতেও মানুষ স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট। পৌরসভায় একটি আলাদা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।

শ্রীমঙ্গলে বিয়ের প্রলোভনে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক বছর ধরে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানায় ওই স্কুলছাত্রীর মা বাদী হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

ভুক্তভোগীর মা পারভীন আক্তারের লিখিত অভিযোগে জানা যায়, তার মেয়ে শ্রীমঙ্গল পল হেডিস রোটারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। শ্যামলী আবাসিক এলাকায় একটি সালিশ বৈঠকে পরিচয় হয় পৌর কাউন্সিলর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের সঙ্গে ওই ছাত্রীর। পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ধর্ষণ করে। বুধবার (২৬ জুন) তার মেয়ে মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ ধর্ষণের বিস্তারিত তথ্য মাকে জানায়। ঘটনাটি জানার পর তিনি শ্রীমঙ্গল থানায় অভিযোগ করেন।

ভিকটিম জানায়, তার একটি সালিশ বৈঠকে পৌর কাউন্সিলর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। এক সময় মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ তাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরে তাকে মাসুদ নিজস্ব রিসোর্টসহ বিভিন্ন

রিসোর্টে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

ভিকটিম আরও জানায়, ১৬ এপ্রিল তাকে আবারও ভানুগাছ রোডের মো. মাসুদুর রহমান নিজস্ব রিসোর্টে নিয়ে ধর্ষণ করেন। ঈদুল আজাহার আগের দিন বিয়ের জন্য চাপ দিতে তার বাসায় গেলে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে টাকা দিয়ে সমাধান করতে বলেন। সে এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মারধর করেন। বর্তমানে অপহরণের জন্য সন্ত্রাসী লাগিয়েছে। তার মাকে বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছে না। সে আত্মগোপন করে অন্যের বাসায় আছে। প্রাণভয়ে চিকিৎসা নিতে পারছে না।

৫নং ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে ধর্ষণের বিষয়ে জানতে চাইলে কাউন্সিল মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের বিরুদ্ধে কেউ ভয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সবাই তাকে ভয় পায়।

শ্রীমঙ্গল থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলামের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরও কোনো আইনি পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

ভিকটিমের মা পারভীন আক্তারের বলেন, কাউন্সিলর একটি ১০নম্বর রিসোর্ট আছে টমটম ড্রাইভার দিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে যেত। ওসি স্যারকে আমি একটি অভিযোগ দিয়েছি। অভিযোগটি ওসি নিজে গ্রহণ করেন। অভিযোগ দেওয়ার পরেও আমার আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল ৫ নং ওয়ার্ডের পৌর কাউন্সিলর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফোন রিসিভ করেননি।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় বলেন, পৌর কাউন্সিলর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের কোনো অভিযোগ কেউ করেনি। এ ছাড়া মেয়েটি আমি শ্রীমঙ্গল থানায় যোগদানের পূর্বে অন্য একজনের বিরুদ্ধে মেয়েটি অভিযোগ করেছিল। ধর্ষণের কোনো অভিযোগ না পেলে ভিকটিম সম্পর্কে আগাম খবর কেন নিতে গেলেন প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দেননি।

কুশিয়ারায় ধরা পড়ল '৪ লাখ টাকার' বাঘাইড় মাছ

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারে রানীগঞ্জ কুশিয়ারা নদী থেকে ধরা পড়েছে বিশাল আকারের একটি বাঘাইড় মাছ। যার ওজন প্রায় ১১০ কেজি। পরে মাছটি কেটে টুকরো টুকরো করে কেজিদরে বিক্রি করা হয়েছে।

রোববার (৭ জুলাই) দুপুরের দিকে মৌলভীবাজার সদরের জেলা দায়রা জজ আদালতের সামনে বাঘ মাছটির দেখা মেলে।

জানা গেছে, বিশাল বাঘ মাছ নিয়ে বসেন ছয় মাছ ব্যবসায়ী। উমেদ মিয়া নামের একজন মাছ ব্যবসায়ী মাছটিকে কেটে কেজি দরে বিক্রি শুরু করেন।

উমেদ মিয়া জানান, তারা ছয়জন মিলে রানীগঞ্জের কুশিয়ারা নদীতে এক শিকারির কাছ থেকে মাছটি কিনেছেন। পানিতে ডুব দিয়ে ওই শিকারি মাঠটি ধরেন বলে জানান উমেদ মিয়া। পরে তারা ১ লাখ ৫ হাজার টাকা দিয়ে মাছটি কিনে আনেন। যদিও মাছটির দাম চাওয়া হয়েছিল ৪ লাখ টাকা।

বিশাল এ মাছটিকে কেটে কেজি দরে বিক্রি করছেন উমেদ ও তার শরিকরা। প্রতি কেজি বাঘাইড় মাছ তারা বিক্রি করছেন ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা দরে। এরইমধ্যে বিক্রি হয়ে যায় ৯০ কেজি। আরও প্রায় ১০-১২ কেজির মতো বিক্রির বাকি রয়েছে।

এদিকে বিশালাকার বাঘাইড় দেখতে ভিড় জমান ক্রেতা ও উৎসুক জনতা। যারা মাছ কিনতে আগ্রহী নন, তারাও ছুটে আসছেন এক নজর বাঘাইড় মাছ দেখতে।

সিলেটের কাস্টমস কমিশনার এনামুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সিলেট অফিস : সিলেটের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার মোহাম্মদ এনামুল হকের ওপর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। সোমবার দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন।

দুদকের প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রায় ১০ কোটি টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় গত ৪ জুলাই এনামুলের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন একই আদালত।

জব্দকৃত সম্পত্তির মধ্যে গুলশানের জোয়ার সাহারায় ৬১ লাখ টাকার তিন কাঠা জমি, খিলক্ষেত্রে ৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকার ৩৩ শতাংশ জমি, কাকরাইলের আইরিশ নূরজাহানে কমনস্পেসসহ ১১৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, যার মূল্য ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা, একই ভবনে কারপার্কি স্পেসহ ১৮৩৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট, যার মূল্য ৫১ লাখ ২৯০০ হাজার টাকা।

এছাড়া কারপার্কিংসহ কাকরাইলে ১৯০০ বর্গফুট ও ৩৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, যার মূল্য ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গাজীপুরে ৬২ লাখ ৪০ হাজার টাকার পাঁচ কাঠা জমি। মোহাম্মদপুরে তিনটি বাণিজ্যিক ভবনে চার হাজার বর্গফুটের তিনটি স্পেস। যার প্রতিটির মূল্য ৭১ লাখ ৩৫ হাজার করে।

এছাড়া মোহাম্মদপুরে ১০ হাজার ৯৬৫ বর্গফুটের স্পেস রয়েছে যার মূল্য দুই কোটি ৩৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এছাড়া গুলশানের ৭২ লাখ টাকার ২৪২৮ বর্গফুটের ফ্ল্যাট এবং বাড্ডায় চার কাঠা নাল জমি যার মূল্য ১৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

সুনামগঞ্জে যুক্তরাজ্য প্রবাসীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটুক্তি করার প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সৈয়দ মাছুম আহমদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জগন্নাথপুর উপজেলার শাহারপাড়া ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামের এলাইছ মিয়া। সোমবার সকালে শহরের মুক্তারপাড়া এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জানান, এ ব্যাপারে এ নিয়ে সিলেট সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আসামীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করের তিনি। সংবাদ সম্মেলনে এলাইছ মিয়া জানান, জগন্নাথপুর উপজেলার শাহারপাড়া ইউনিয়নের সৈয়দপুর, গোয়ালগাঁও গ্রামের সৈয়দ শারব আলীর পুত্র সৈয়দ মাছুম আহমদ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম এলাকায় বসবাস করে আসছেন। সেখান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার ছবিযুক্ত ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুন্ন করছে। দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কুৎসা রটনা ও অপমানজনক পোস্ট দিয়ে যাচ্ছে সৈয়দ মাছুম আহমদ তার ফেইসবুক আইডি থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে মানহানীকর পোস্ট দিয়েছে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেবিনেট মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে অপমানজনক পোস্ট দিয়ে আওয়ামীলীগের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে আসছেন। তার ব্যক্তিগত পোস্টে যারা শেয়ার করেছে এবং লাইক, কমেন্ট করেছে, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

উল্লেখ্য সৈয়দ মাছুম আহমদ, ২০১০ সালে ৭নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ডের ছাত্রদলের সদস্য ছিলেন। ২০১১ সালে ওই ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক এবং ২০১৩ সালে ৭নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,২০১৫ সালে শাহারপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এবং ২০১৭ সালে ওই ইউনিয়নের ছাত্রদল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

পুরুষের বন্ধ্যত্ব বাড়ছে যেসব কারণে, কী করবেন?

পোস্ট ডেস্ক : কোনো দম্পতি সন্তানলাভে ব্যর্থ হলে সবার আগে স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার মানে এই নয় যে পুরুষের ক্ষেত্রে এ সমস্যা হয় না। নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও সমানভাবে এই সমস্যার শিকার হচ্ছেন। পুরুষদের মধ্যে বন্ধ্যত্ব বরং একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম বিষয় যা পরিবার পরিকল্পনাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা পৃথিবীতে ৬০ থেকে ৮০ মিলিয়ন মানুষ বন্ধ্যত্বের সমস্যায় ভুগছে। এই বিশাল পরিসংখ্যানের অর্ধেক হল পুরুষ। সারা বিশ্বে প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন দম্পতি বন্ধ্যত্বের সমস্যায় ভোগেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে নারী ও পুরুষ উভয়েরই নানা যৌন সমস্যা তৈরি হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে বন্ধ্যত্ব নানা কারণে দেখা যেতে পারে। মূলত, শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যাওয়া ও যৌনাঙ্গের নানা সমস্যার কারণে বন্ধ্যত্ব দেখা দেয়। এছাড়া আর কী কী পুরুষের বন্ধ্যত্বের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, চলুন জেনে নেওয়া যাক-

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুরুষদের বন্ধ্যত্বের একটি বড় কারণ হরমোনজনিত সমস্যা। শুক্রাণু উৎপাদনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে যা শুক্রাণুজনিত রোগকে প্রভাবিত করে। হাইপোগোনাডিজম,

অর্থাৎ টেস্টোস্টেরন ও টেস্টিস দ্বারা প্রজনন সম্পর্কিত অন্যান্য হরমোনের অপর্যাপ্ত উৎপাদন বন্ধ্যত্বের কারণ হতে পারে। তা উল্লেখযোগ্যভাবে শুক্রাণুর সংখ্যা এবং গুণমান হ্রাস করতে পারে।

জেনেটিক অস্বাভাবিকতা

কিছু জেনেটিক অস্বাভাবিকতা পুরুষ বন্ধ্যত্বের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম, অতিরিক্ত এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা চিহ্নিত, অস্বাভাবিক টেস্টিকুলার বিকাশ এবং শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস করতে পারে। অন্যান্য জেনেটিক মিউটেশন, বিশেষ করে 'ণ' ক্রোমোজোমে, অ-বাধক অ্যাজোস্পার্মিয়াও হতে পারে, যেখানে বীর্যপাতের মধ্যে কোনো শুক্রাণু থাকে না।

লাইফস্টাইল

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাসের কারণেও পুরুষের বন্ধ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘস্থায়ী ধূমপান বা তামাক সেবন শুক্রাণুর গতিশীলতা, গুণমান এবং পরিমাণকে কমিয়ে দিতে পারে। অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনের অভ্যাস টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে এবং ইরেক্টাইল ডিসফাংশন এবং শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস করতে পারে।

সংক্রমণ

বিভিন্ন সংক্রমণ পুরুষ প্রজনন সিস্টেমের হানি করতে পারে। শুধু তাই নয়, শুক্রাণু উৎপাদন ও কার্যকারিতাকেও ব্যাহত করে। শুক্রাণু নালীতে দাগ এবং বাধা প্রায়ই এপিডিডাইমাইটিস এবং অরকাইটিস সৃষ্টি করে। মাম্পস এবং যক্ষ্মা সহ অন্যান্য রোগগুলিও বন্ধ্যাত্বকে প্রভাবিত করতে পারে।

অ্যান্টিবডি যা শুক্রাণুকে আক্রমণ করে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে ইমিউন সিস্টেম অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এই অটোইমিউন প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে শুক্রাণুর গতিশীলতা এবং কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে। এছাড়া হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরুষ প্রজনন অঙ্গের টিউমারও বন্ধ্যত্বকে প্রভাবিত করে।

যেসব লক্ষণ দেখে বুঝবেন ভিটামিন ডি কমে গেছে

পোস্ট ডেস্ক : হাড়ের বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য ভিটামিন ডি প্রয়োজন। যদি ত্বক পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পায়, তবে শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া ডায়েটে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে না রাখলেও ভুগতে পারেন ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে। আবার নির্দিষ্ট অসুখের কারণেও শরীরের এটি শোষণ করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। যাই হোক, ভিটামিন ডি কমে গেলে কয়েকটি লক্ষণে সেটা প্রকাশ পায়।

জেনে নিন সেসব

ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত কারণে হাড় ক্ষয় হয়ে যেতে পারে।

হাড় ও জয়েন্টে ব্যথা ভিটামিন ডি কমে যাওয়ার অন্যতম লক্ষণ। ভিটামিন ডি শরীরকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সহায়তা করে। এর অভাবে তাই দুর্বল হয়ে পড়ে হাড়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত ৭১ শতাংশ লোকের ভিটামিন ডি প্রয়োজনের তুলনায় কম।

ক্লান্ত লাগার অনেক কারণ থাকতে পারে, এর মধ্যে একটি ভিটামিন ডি এর ঘাটতি। ভিটামিন ডি যৌগগুলোর উৎপাদন বাড়ায় যা ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে

নতুন ত্বক গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি এর কারণে দেরিতে ক্ষত নিরাময় হতে পারে।

বিষণ্ণতা বা হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তন হওয়ার কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি।

ভিটামিন ডি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয় ও ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে আমাদের বাঁচাতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি সরাসরি কোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেগুলো সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য কাজ করে। এই ভিটামিনের অভাব হলে তাই ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন ডি-এর উৎস

কিছু মাছ, মাছের যকৃতের তেল, ডিমের কুসুম, দুগ্ধজাত খাবার ও কমলার রসে পাবেন ভিটামিন ডি। এছাড়া মাশরুম কিংবা ওটসেও ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

পাকা পেঁপের সঙ্গে যে যে খাবার খেলে বিপদ

পোস্ট ডেস্ক : হজমের গোলমাল কমানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পেঁপে। ত্বকের জেল্লা বাড়াতে পেঁপের জুড়ি নেই। পেঁপে শরীরকে টক্সিমুক্ত করে। তবে কিছু খাবার পেঁপের সঙ্গে খেলে উপকার তো হবেই না, তা

বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দেখা যাক এ বিষয়ে কি পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা।

পেঁপের মধ্যে রয়েছে 'প্যাপেইন' এবং চা, কফির মধ্যে 'ক্যাফিন'। এই দু'টি উপাদান একসঙ্গে শরীরে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এই দুই খাবারের যোগ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। পেঁপে ও চা-কফি একসঙ্গে খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রোটিনের অভাবে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু পেঁপের সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার একেবারেই খাবেন না। তাতে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। পাকা পেঁপের সঙ্গে মাংস, ডিম-এ ধরনের খাবার খাবেন না। এমনকি, একই দিনে এসব খাবার একসঙ্গে না খাওয়াই ভাল।

সাইট্রাস জাতীয় ফলের মধ্যে লেবু আমাদের প্রতিদিনের খাবারে থাকে। পেঁপের সঙ্গে ভুলেও লেবু খাবেন না। এই দু'টি ফল একসঙ্গে খেলে শরীরে হিমোগোবিনের মাত্রা কমে যেতে পারে। পেটের নানা সমস্যা হতে পারে।

দই খাওয়া শরীরের জন্য খুবই উপকারি, তবে পেঁপের সঙ্গে একেবারেই নয়। শুধু দই নয়, দুগ্ধজাত যে কোনো খাবারই পেঁপের সঙ্গে খেতে নিষেধ করেছেন পুষ্টিবিদরা।

পেঁপের সঙ্গে যদি ক্রিম, চিজের মতো উচ্চমাত্রার ফ্যাট যুক্ত খাবার খান তাহলে হজমে সমস্যা হবে। পেট ভার, পেট ফাঁপা হতে পারে।

প্রাণঘাতি এইচআইভির চিকিৎসা নিয়ে 'সুখবর'

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ মানুষ মারা যায় এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণে। এই মৃত্যুর একটা বড় অংশই আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোতে। এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে এর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা।

তেমনই এক গবেষণায় এবার এই প্রাণঘাতি ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এমন এক কার্যকর ইনজেকশন আবিষ্কার করেছে গভেষকরা। যেই গবেষণার ফল বলছে, বছরে ছয় মাস অন্তর দুটি ইনজেকশন দিলেই বাঁচা যাবে এইচআইভি থেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ২৫টি ও উগান্ডার ৩টি অঞ্চলের মোট ৫ হাজার অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে একটি ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালায় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। যেখানে তাদের হাতে বছরে ছয় মাসের ব্যবধানে দুটি লেনাকাপাভির এল এ ইনজেকশন দেওয়া হয়। আর সেই ইনজেকশনেই অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা।

গবেষণায় লেনাকাপাভির ইনজেকশন ছাড়াও ছিল আরও দুটি পিল বা বড়ি। যা নিয়মিত প্রতিদিন সেবন করতে হতো তাদের। যার মধ্যে ছিল ঋ/এঃঅঋ এর ঋ/এঃউঋ।

গভেষণায় সঠিক ফল পেতে ১৬-২৫ বছরের অল্পবয়সী মেয়েদের এলোমেলোভাবে ২:২:১ অনুপাতে (লেন এলএ: এফ/টিএএফ: এফ/টিডিএফ) ট্রায়াল চালায় গভেষকরা। যেন ক্লিনিকাল ট্রায়াল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা বা গবেষকরা কেউই জানতে না পারেন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীরা গ্রহণ করছেন।

পরে গবেষণার ফল প্রকাশিত হওয়ার সময় দেখা যায় লেনাকাপাভির এলএ ইনজেকশন প্রাপ্ত ২,১৩৪ জন মহিলার কেউই এইচআইভি সংক্রামিত হয়নি। অন্যদিকে দৈনিক পিল (এফ/টিডিএফ) গ্রহণকারী ১,০৬৮ জন মহিলার মধ্যে ১৬ জন এবং (এফ/টিএএফ) গ্রহণকারী ২ হাজার ১৩৬ জনের মধ্যে ৩৯ জন এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এই গবেষণায় ইনজেকশন এলএ-এর ফল এইচআইভি রোধে বেশ আশার আলো দেখাচ্ছে গভেষকদের। যা আগামীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পর্যালোচনা করবে বলে আশা করছেন তারা। আর সেখানে যদি এটির সফলতা প্রমাণিত হয়; তখন এটিকে স্থায়ীভাবে বাজারে আনার অনুমতি দেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সরকারী কর্মকর্তাদের হাতে

দাবী করছে, দেশের দুর্ণীতিবাজদের বিরুদ্ধে যারা তদন্ত করছে তারা দুর্ণীতির বাহিরে নয়! তবে ইতোমধ্যে যে সকল বিষয়ে দুর্ণীতির তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে অনেকের চোঁখকে কপালে তুলেছে। একেকটি ঘটনা দেশজুড়ে জন্ম দিচ্ছে আলোচনা সমালোচনার। আন্তর্জাতিক মিডিয়ারও খোঁরাক হচ্ছে দেশের দুর্ণীতিবাজদের কাহিণী। সব মিলিয়ে কতিপয় সরকারী চাকুরীজীবির হাতে যেন আলদিনের চেরাগ এসে পড়েছে। পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমদ, ছাগল কান্ডের সেই রাজস্ব কর্মকর্তা মতিউর রহমান, সিলেটের কাস্টমস কমিশনার এনামুলের অবৈধ সম্পদের তথ্য প্রকাশের পর এবার প্রকাশ পেল পিএসসির চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়ি চালক সৈয়দ আবেদ আলী জীবন ও তার ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়াম এর অবৈধ সম্পদের হিসাব।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে, সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বেশি।

সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সারাদেশে সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পাশাপাশি সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান পরিচালনার এখনই সময়। এদের আইনের আওতায় এনে অবৈধ সম্পদ উদ্ধারের পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে পাঁচার হওয়া টাকাগুলো ফিরিয়ে আনলে দেশের অর্থণীতির চালিকা শক্তি আরো সচল করা সম্ভব।

কুলি থেকে শত কোটি টাকার মালিক আবেদ আলী : কুলি থেকে শত কোটি টাকার মালিক তিনি। মাত্র আট বছর বয়সে জীবিকার তাগিদে রাজধানীতে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৈয়দ আবেদ আলী জীবন। প্রথমে সেখানেই কুলির কাজ করতেন। এক সময় ফুটপাতে ঘুমিয়ে কষ্ট করেছেন তিনি। এরপর গাড়ি চালানো শিখে চাকরি নেন পিএসসিতে। তারপরই আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। অর্জন করেছেন বিপুল সম্পদ। সঙ্গে ক্ষমতাও। চেয়েছেন ডাসার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে। দীর্ঘদিন থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রচার প্রচারণাও চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে উঠে আসে ভয়ংকর তথ্য। প্রায় একযুগ আগে থেকে বিপিএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্রের সঙ্গে জড়িত সৈয়দ আবেদ আলী জীবন। এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আবেদ আলী অন্তত শতকোটি টাকা কামিয়েছেন। অবৈধভাবে উপার্জন করা এসব টাকায় তিনি ঢাকার মিরপুর ও উত্তরায় করেছেন দুটি বহুতল বাড়ি। তারমধ্যে একটি বাড়ি ছয়তলা। এ ছাড়া ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অভিজাত সাতটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। রয়েছে তিনটি প্লট। নিজে ও পরিবারের সদস্যরা চলাফেরা করেন দামি গাড়িতে। ছেলের ব্যবহারের জন্য একাধিক গাড়ি রয়েছে। গ্রামের বাড়িতে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করেছেন। গ্রামে নিজের নামে তৈরি করেছেন মসজিদ। রয়েছে ডেইরি ফার্ম ও বাগানবাড়ি। রাস্তার পাশে সরকারি জায়গা দখল করে তৈরি করেছেন মার্কেট। অবৈধ টাকা দিয়ে গ্রুপ অব কোম্পানি খুলেছেন। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স কোম্পানিও রয়েছে তার মালিকানায়। তিনি এখন গাড়িচালকের পেশা ছাপিয়ে পরিচয় দেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে। গ্রেপ্তারের পর সিআইডিকেও আবেদ আলী এসব সম্পদের কথা বলেছেন। তবে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের ধারণা স্বীকার করা সম্পদের চেয়ে আবেদ আলীর সম্পদ আরও অনেক বেশি। এ ছাড়া তার চক্রের সদস্যরাও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

বেনজিরের যত সম্পদ : পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জীশান মির্জা, কন্যা ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর, তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীর ও জারা জেরিন বিনতে বেনজীরের সম্পত্তি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের আদেশের পর এবার বেনজিরের স্ত্রী ও মেয়ের ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। ক্রোকের আদেশ দেওয়া চারটি ফ্ল্যাট ঢাকার গুলশানে অবস্থিত র‍্যানকন আইকন টাওয়ারে। চারটি ফ্ল্যাটের দলিল মূল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

এসব ফ্ল্যাটের তিনটি রয়েছে তার স্ত্রী জীশান মির্জার নামে। স্ত্রীর নামে ভবনটির ১৩ ও ১৪ তালায় থাকা তিনটি ফ্ল্যাটের দলিলমূল্য ১ কোটি ৬৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া মেয়ে জারা জেরিন বিনতে বেনজীরের নামে ভবনটির ১৪ তলায় ৫৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দলিলমূল্যের একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে জব্দের আদেশের তালিকায়।

এদিকে দুইদিনে বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জীশান মির্জা ও তিন কন্যার ১৯৮ একর জমি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। যার দলিলমূল্য ২০ কোটি ৭১ লাখ ৯ হাজার টাকা। এছাড়া বেনজীরের পরিবারের ৩৮টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ এবং পরিবারের মালিকানার কোম্পানিও ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সব মিলিয়ে অ্যাকাউন্ট এবং কোম্পানি বাদেও দুইদিনে বেনজীরের পরিবারের প্রায় ২৩ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুদকের আইনজীবী মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর বলেন, বেনজীর ও তার পরিবারের সম্পত্তির ১১৫টি দলিল, ঢাকার চারটি ফ্ল্যাট, চারটি শতভাগ মালিকানাধীন কোম্পানি, ১৫টি আংশিক মালিকানা কোম্পানি ও চারটি বিও অ্যাকাউন্ট জব্দের জন্য দুদকের পক্ষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদন করেন। আদালত তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনটি মঞ্জুর করে আদেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারায় এসব সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়।

ক্রোকের আদেশ দেওয়া স্থাবর সম্পত্তি

আদেশ সূত্রে জানা যায়, বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের জব্দকৃত স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ঢাকার গুলশানে চারটি ফ্ল্যাট। এছাড়া সাভারের মৈস্তাপাড়া মৌজার ৩ কাঠা জমিও জব্দের আদেশের আওতায় রয়েছে।

জব্দের আদেশ দেওয়া সম্পত্তির মধ্যে বিশাল পরিমাণ রয়েছে মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার ডুমুরিয়া মৌজায়। এখানে বেনজীরপত্নী জীশান মির্জার নামে থাকা ১১৩টি দলিলমূলে অর্জিত ৮৯.২৩ একর জমির দলিল জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এসব জমির দলিলমূল্য ১০ কোটি ২১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। এছাড়াও মাদারীপুরের শিবচরে ঠেঙ্গামারা মৌজায় থাকা ৮.২৫ শতক জমি রয়েছে এ তালিকায়।

ফ্রিজ করা অস্থাবর সম্পত্তি

ফ্রিজের আদেশ দেওয়া বেনজীরের অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে- সোনালী ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখায় থাকা ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র, শান্তা সিকিউরিটিজ লিমিটেডে স্ত্রী জীশান মীর্জা ও মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে থাকা দুটি বিও অ্যাকাউন্ট, লঙ্কা সিকিউরিটিজ লিমিটেডে বেনজীর আহমেদের নামে থাকা দুটি বিও আইডি। এছাড়া ফ্রিজের আদেশ দেওয়া অস্থাবর সম্পত্তির আওতায় রয়েছে তার মালিকানাধীন চারটি কোম্পানির শতভাগ শেয়ার। সেগুলো হলো- সাভানা ন্যাচারাল পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, সাভানা অ্যাগ্রো লিমিটেড, সাভানা ইকো রিসোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড ও একটি শিশির বিন্দু লিমিটেড।

এবার বেনজীরের কোম্পানি-ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

এছাড়া বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকা আংশিক শেয়ারসমূহ ফ্রিজের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে তাদের আংশিক শেয়ারের খোঁজ মিলেছে সেগুলো হলো- নর্থ চিকস্ রংপুর লিমিটেড, নর্দার্ন বিজনেস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড, সেন্ট পিটার স্কুল অব লন্ডন লিমিটেড, স্টিলথ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাংলা টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ডেল্টা আর্টিসানস লিমিটেড, ইস্ট ভ্যালি ডেইরি লিমিটেড, গ্রিন মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, কমিউনিটি ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ল এনফোর্সমেন্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশন, পুলিশ ট্রাস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড, পুলিশ ট্রাস্ট সার্ভিস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড, পুলিশ ট্রাস্ট কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এবং এমএস সাউদার্ন বিজনেস ইনিশিয়েটিভস।

দুদক ক্রোকের আবেদনে উল্লেখ করে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জিশান মির্জা, বড় মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীর এবং ছোট মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের ৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ৮৩ দলিলের সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দেন আদালত। যার দলিলমূল্য ১০ কোটি ৫ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। বেনজীরের নামে সম্পত্তি রয়েছে গোপালগঞ্জ ও কক্সবাজারে। তার নামে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮ একর ১ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। যার বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

দুদকের আইনজীবী খোরশেদ আলম বলেন, বেনজীর আহমেদের ৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও তার গোপালগঞ্জের সম্পত্তির ৬৯টি দলিলের সম্পত্তি ক্রোকের জন্য দুদক আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক সম্পত্তিগুলো ক্রোকের নির্দেশ দেন।

সম্পতির আরও বিবরণ

বেনজীরের স্ত্রী জিশান মির্জার নিজস্ব নামে সম্পত্তি রয়েছে ৭ একর ১৬ শতাংশ। যার বাজারমূল্য ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীরের জমির পরিমাণ ১৩ একর ৯১ দশমিক ৪৭ শতাংশ, যার বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। সাউদার্ন বিজনেস ইনিশিয়েটিভের ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে সম্পত্তি আছে ৮ একর ২৭ দশমিক ৯২ শতাংশ। মোট বাজারমূল্য ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

সাভানা ফার্ম প্রোডাক্টসের পক্ষে চেয়ারম্যান হিসেবে তার স্ত্রী জিশান মির্জার সম্পত্তি আছে ২৮ একর ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ। বাজারমূল্য ৩ কোটি ১৬ লাখ ১২ হাজার টাকা।

সাউদার্ন পার্ক রিসোর্ট অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবের পক্ষে চেয়ারম্যান জিশান মির্জা ও স্বামী বেনজীর আহমেদ। সম্পত্তির পরিমাণ ১১ একর ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। দলিলমূল্য ১ কোটি ৫৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা।

সাভানা এগ্রো লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান জিশান মীর্জা, স্বামী বেনজীর আহমেদ; জমির পরিমাণ ১৬ একর ৬৫ শতাংশ। মূল্য ১ কোটি ২৫ লাখ ২৬ হাজার টাকা।

সাভানা ন্যাচারাল পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান জিশান মীর্জা, স্বামী বেনজীর আহমেদ। জমির পরিমাণ ৪ একর ৫ শতাংশ। দলিলমূল্য ৩০ লাখ ১৫ হাজার টাকা।

তিন সন্তান

ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর, তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীর, জারা জেরিন বিনতে বেনজীরের যৌথ নামে সম্পত্তি রয়েছে ৩৫ শতাংশ। যার বাজারমূল্য ৩০ লাখ ৮৫ হাজার টাকা।

মতিউরের সম্পদের পাহাড় : ছাগলকাণ্ডে ছেলে ভাইরালের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমানের একাধিক বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট ও প্লটের তথ্য বেরিয়ে আসছে। গাজীপুর, নরসিংদী ও ময়মনসিংহে খোঁজ মিলেছে তার একাধিক রিসোর্ট ও ফ্যাক্টরির। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে শতকোটি টাকা। তার অবৈধ সম্পদের খোঁজে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। অভিযোগ রয়েছে, সরকারি এই কর্মকর্তা দুর্নীতির মাধ্যমে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। এরইমধ্যে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা তার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য জানতে মাঠে নেমেছে। প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু সম্পদের তথ্যও পাওয়া গেছে।

পুবাইলের খিলগাঁও মৌজায় ৫৫ বিঘা জমিতে মতিউর রহমানের আপন ভুবন পিকনিক অ্যান্ড শুটিং স্পট। এই রিসোর্টে ১০০ টাকার টিকিট কেটে যে কেউ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতে পারেন। নাটক, সিনেমার শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেয়ার বাইরেও এখানে আছে অবকাশ যাপনের সুযোগ।

মতিউর রহমানের প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজ লাকির নামে নরসিংদীর রায়পুরার মরজালে শতবিঘা জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে লাকি পার্ক নামে আলিশান রিসোর্ট, যার বর্তমান নাম ওয়ান্ডার পার্ক। এই পার্ক তৈরি করতে গিয়ে জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

স্থানীয়রা বলছেন, লোকজন নিয়ে এসে জায়গা জোর করে দখল করেছে। জায়গা একদিকে কিনলে আরেক দিকে দখল করে মাঝখানের জায়গা ব্লক করে ফেলে। কাউকে হয়তো অনেক দিন ঘুরিয়ে অল্প টাকা দেয়, আবার কাউকে দেয় না। টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয় না।

ময়মনসিংহের ভালুকা থানার সিডস্টোর এলাকার পাশেই প্রায় ৩০০ বিঘা জমির ওপর মতিউর রহমানের গোবাল জুতা ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরির চেয়ারম্যান তিনি নিজেই। বিভিন্ন দেশে রফতানি হয় এই ফ্যাক্টরির জুতা।

ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার সাততলা একটি বাসার দ্বিতীয় তলায় বসবাস করেন মতিউর রহমান। জানা যায়, এই এলাকায় মতিউর রহমান, তার স্ত্রী, পরিবারের সদস্য ও বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের নামে রয়েছে একাধিক প্লট।

গাজীপুর সদর, রাজধানীর খিলগাঁও, সাভার থানার বিলামালিয়া মৌজায় তার জমির খোঁজ মিলেছে। মতিউর পরিবারের সদস্যদের রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি যেগুলোর দাম কোটি টাকার ওপর।

এর বাইরেও বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তার শতকোটি টাকার তথ্য এসেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে তার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। সূত্র বলছে, এরইমধ্যে তার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের খোঁজে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা।

এনামুলের ক্রোককৃত সম্পদ : গুলশানের জোয়ার সাহারায় ৬১ লাখ টাকার তিন কাঠা জমি। খিলক্ষেতে ৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকার ৩৩ শতাংশ জমি। কাকরাইলের আইরিশ নূরজাহানে কমনস্পেসসহ ১১৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, যার মূল্য ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা। একই ভবনে কারপার্কিং স্পেসসহ ১৮৩৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট, এর মূল্য ৫১ লাখ ২৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া কাকরাইলে ১৯০০ বর্গফুট ও ৩৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটসহ কারপার্কিং রয়েছে, যার মূল্য ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গাজীপুরে ৬২ লাখ ৪০ হাজার টাকার পাঁচ কাঠা জমি। মোহাম্মদপুরে তিনটি বাণিজ্যিক ভবনে চার হাজার বর্গফুটের তিনটি স্পেস, যার প্রতিটির মূল্য ৭১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

এ ছাড়া মোহাম্মদপুরে ১০ হাজার ৯৬৫ বর্গফুটের স্পেস রয়েছে, যার মূল্য দুই কোটি ৩৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এ ছাড়া গুলশানে ৭২ লাখ টাকার ২৪২৮ বর্গফুটের ফ্ল্যাট এবং বাড্ডায় চার কাঠা নাল জমি, যার মূল্য ১৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। এনামুলের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন বলেছেন, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে ৯ কোটি ৭৬ লাখ ৯৭ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় গত বছরের ৩১শে জুলাই মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা জানতে পারে, আসামি তার মালিকানাধীন ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। যা করতে পারলে এ মামলার ধারাবাহিকতায় আদালতে চার্জশিট দাখিল, আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সাজার অংশ হিসেবে অপরাধলব্ধ আয় থেকে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করাসহ সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এজন্য মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দাখিলের পর বিচার শেষে সরকারের অনুকূলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সুবিধার্থে সুষ্ঠু-তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা প্রয়োজন।

সিএমপি'র অতিরিক্ত উপ-কমিশনার কামরুল হাসান : দুদকের অনুসন্ধানে কামরুল হাসানের ১২ কোটি ৭২ লাখ ৯২ হাজার ৬৯৫ টাকার স্থাবর ও ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৯ হাজার ২১৬ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি থাকার তথ্য উঠে এসেছে।

এ ছাড়া একই সময়ে তার মোট ৭০ লাখ ২৮ হাজার ২৪১ টাকা পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়ের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ তার মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ ১৪ কোটি ৬৬ লাখ ৬০ হাজার ১৫২ টাকার। উক্ত সম্পদ অর্জনের বিপরীতে তার গ্রহণযোগ্য আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৩২ হাজার ৮৭ টাকা। এক্ষেত্রে তার অর্জিত সম্পদের চেয়ে তার বৈধ আয়ের উৎস ৯ কোটি ৮৬ লাখ ২৮ হাজার ৬৫ টাকা কম।

এদিকে দৃশ্যত কোনো আয় না থাকলেও কামরুল হাসানের স্ত্রী সায়মা বেগমের ২ কোটি ৫৩ হাজার ২৪০ টাকার সম্পদ থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সায়মা বেগমের আছে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার স্থাবর ও ১ কোটি ৯৯ লাখ ২৮ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পদ। এ ছাড়া একই সময়ে তার মোট ৩১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫৫ টাকা পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়ের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ তার মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ২ লাখ ৯৯ হাজার ৬২১ টাকা। ওই সম্পদ অর্জনের বিপরীতে তার বৈধ ও গ্রহণযোগ্য আয়ের উৎস পাওয়া যায় ৪০ লাখ ১৪ হাজার ৪৩৩ টাকা। অর্থাৎ তার নামে ১ কোটি ৬২ লাখ ৮৫ হাজার ১৮৮ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য রেকর্ডপত্রদৃষ্টে পাওয়া যায়।

দুদক সূত্রে জানা যায়, সিএমপি'র অতিরিক্ত উপ-কমিশনার কামরুল হাসানের চট্টগ্রাম নগরের সবচেয়ে অভিজাত খুলশী আবাসিক এলাকায় 'ফয়জুন ভিস্তা' অ্যাপার্টমেন্টের অষ্টমতলায় সি-৭ নামে ২ হাজার ৫৭০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট ও ১৩৬ বর্গফুটের গাড়ি পার্কিং রয়েছে।

সোয়া সাত লাখ টাকায় ফ্ল্যাট ও মাত্র ২৫ হাজার টাকায় পার্কিং স্পেস কিনেছেন আয়কর নথিতে দাবি করলেও খুলশীতে আড়াই হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটের বর্তমান বাজারমূল্য তিন কোটি টাকার বেশি।

চট্টগ্রাম নগরের পশ্চিম নাসিরাবাদে সাত শতক জমির উপর চারতলাবিশিষ্ট বাড়ি করেছেন কামরুল হাসান। জমিসহ এই ভবন নির্মাণে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা খরচ দেখালেও নাসিরাবাদ এলাকায় এক শতক ভূমিই এক কোটি টাকার বেশি মূল্যে কেনাবেচা হচ্ছে। সেই হিসাবে ভূমি ও ভবনের বাজারমূল্য কমপক্ষে ৮ কোটি টাকা।

ঢাকার সাভারে ১০৭ শতক জায়গার উপর সাভার সিটি সেন্টার নামে ১২ তলা ভবনের চারজন অংশীদারের একজন এডিসি কামরুল। সেখানে তিনি কাগজ-কলমে সাত কোটি ৫২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এ ভবনের বেজমেন্টে ৯০টি, প্রথমতলায় ১৪০টি, দ্বিতীয় তলায় ১৪৬টি, তৃতীয়তলায় ৮৯টি ও চতুর্থ তলায় ১০৩টি দোকান এবং ৫ হাজার বর্গফুটের ফুডকোর্ট, পঞ্চম তলায় অফিস ও ষষ্ঠতলায় ৬৭টি ফ্ল্যাট রয়েছে। বাজারমূল্যে এ সম্পদের মূল্য শতকোটি টাকারও বেশি। এদিকে সাভার সিটি টাওয়ার নামে একটি ১০ তলা আবাসিক ভবনেরও অংশীদার কামরুল। সেখানে ৫৪টি ফ্ল্যাট রয়েছে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম নগরের উত্তর হালিশহর, নাসিরাবাদ, চান্দগাঁও এলাকা শতাধিক ফ্ল্যাট ও দোকান রয়েছে কামরুলের। চট্টগ্রাম ও ঢাকার সাভারে ১৫৪ শতক জমি ও দুটি বাড়ি রয়েছে তার। পাশাপাশি কামরুলের ব্যাংকে ১ কোটি ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকার বন্ড ও এফডিআর থাকার তথ্য উঠে এসেছে দুদকের অনুসন্ধানে। জানা যায়, কামরুল হাসান স্ত্রী সায়মা বেগমের নামে সওদাগর নেভিগেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়েছেন। এটির অফিস নগরের আগ্রাবাদের পোর্টল্যান্ড সাত্তার টাওয়ারের ৪র্থ তলায়। ৫টি ছোট জাহাজের এক তৃতীয়াংশের মালিক এই সওদাগর নেভিগেশন। এদের মধ্যে চারটির নাম জানা গেছে। সেগুলো হলো এম.ভি প্যাসিফিক রাইডার, এম.ভি. পানামা ফরেস্ট-০১, এম.ভি. রাইসা তারাননুম, বার্জ আল বাইয়েত। এই জাহাজগুলোতে কাগজে কলমে সায়মার ইনভেস্ট দেখানো হয়েছে দেড় কোটি টাকা। তবে বাস্তবে এটি ৩ থেকে চারগুণ বেশি বলে জানা গেছে। কামরুল হাসানের স্ত্রী সায়মার চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে ৪০ শতক নাল জমি রয়েছে। যেগুলোর ক্রয়মূল্য দেখানো হয়েছে মাত্র ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। তবে বর্তমান বাজারে সেই জমির মূল্য ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকে তার নামে ৪৫ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে।

এই বিষয়ে দুদকের আইনজীবী কাজী সানোয়ার আহমেদ লাভলু বলেন, 'পুলিশ কর্মকর্তা কামরুল হাসানের ৯ কোটি ৭৩ লাখ ২২ হাজার ৪৪ টাকার এবং তার স্ত্রী সায়মা বেগমের ১ কোটি ৬২ লাখ ৮৫ হাজার ১৮৮ টাকার সম্পদের কোনো বৈধ উৎস মেলেনি।

বনখেকো মোশাররফ হোসেন : দুর্নীতির দায় থেকে নিজেকে আড়াল করতে তিনি নিয়েছেন নানা কৌশল। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত বেশির ভাগ সম্পদই করেছেন স্ত্রীর নামে। স্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও। তিনি হলেন আরেক 'বনখেকো' সাবেক বন সংরক্ষক মোশাররফ হোসেন। দুর্নীতির অভিযোগে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে। অবসরে যাওয়ার পর তিনি 'মেঘনা বিল্ডার্স' গঠন করে আবাসন ব্যবসায় নামেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মোশাররফ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে। তাদের ১১২ কোটি টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। দুদক সূত্র জানায়, তাদের নামে ফ্ল্যাট, জমি, বিভিন্ন স্থাপনা, ব্যাংকে জমানো টাকা, মেয়াদি আমানতসহ নানা সম্পদ রয়েছে।

ভয়াবহ বন্যার কবলে দেশের বিভিন্ন জেলা খাদ্য-ওষুধ-পানির জন্য হাহাকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : উত্তর জনপদ, উত্তর-মধ্যাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল হয়ে ক্রমশ মেঘনার ভাটির দিকে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রধান নদ-নদী ও শাখা নদীগুলোর পানি কোথাও অপরিবর্তিত, কোথাও অতি ধীর গতিতে কমছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ধীর গতিতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বিভিন্ন নদ-নদীর পানি ধীর গতিতে হ্রাসের সাথে সাথে অনেক জায়গায় নদীভাঙনের তাণ্ডব বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বন্যার্ত লাখ লাখ মানুষের নানামুখী দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলেছে। খাদ্য, জরুরি ওষুধপথ্য, বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য বানভাসিরা হাহাকার করছে। শুকনো খাবার নেই। পানি নেই। শৌচাগার নেই। উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, উত্তর-মধ্যাঞ্চলে জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মধ্যাঞ্চলে টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা জেলাগুলোতে বন্যার্তদের নিত্যদিনের দুঃখ-কষ্টের একই চিত্র। রাস্তাঘাট, বাঁধে, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে, একটু উঁচু জায়গায় আশ্রিত বানভাসিরা অবর্ণনীয় মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের কাজকর্ম জুটছে না। খাবার জোগাড় করার মতো টাকা-পয়সা নেই তাদের। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের দুঃখ-দুর্গতি সীমাহীন। বন্যার্তরা একমুঠো খাবারের আশায় তাকিয়ে আছে। কিন্তু বন্যার্ত অসহায় বেশিরভাগ মানুষের কাছে খাদ্যসহ জরুরি ত্রাণ সাহায্য এখনও পৌঁছেনি।

গত সোমবার বিকাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, ধরলা-ঘাঘট, আত্রাই, সুরমা-কুশিয়ারা, মেঘনাসহ দশটি নদ-নদী ২১টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেশে টানা বৃষ্টি ও উজানে ভারত থেকে আসা ঢলের কারণে নদ-নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পায়। এখন বিভিন্ন নদীর পানি ধীর গতিতে কমলেও অনেক জায়গায় নদীভাঙনের তাণ্ডব বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙনে হারিয়ে যাচ্ছে ফল-ফসলি জমি, খেত-খামার, বসতভিটা, রাস্তাঘাট। সবচেয়ে বেশি বন্যা কবলিত হয়েছে উত্তর, উত্তর-মধ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১২টি জেলা। বন্যায় এখনও ১২ লাখ মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। বন্যায় কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২২ লাখ মানুষ।

দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্য ও মধ্যাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ জেলাগুলোতে বন্যা পারিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। মধ্যাঞ্চলের দিকে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে টাঙ্গাইল থেকে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত ফুলে-ফুঁসে উঠেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও বাড়ছে নদ-নদীর পানি। আগেই বন্যা কবলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা জেলায় বন্যা পরিস্থিতি খুব ধীর গতিতে উন্নতি হচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিপদসমীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলো হচ্ছে, দুধকুমার, ধরলা, ঘাঘট, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, আত্রাই, সুরমা, কুশিয়ারা, সোমেশ্বরী ও মেঘনা।

দেশের উত্তর জনপদ ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলে অন্যতম বৃহৎ অববাহিকায় ব্রহ্মপুত্র নদ তিনটি পয়েন্টের সবক'টিতে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে ব্রহ্মপুত্র নুনখাওয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৪০ সেন্টিমিটার, হাতিয়া পয়েন্টে ৪২ সে.মি. এবং চিলমারী পয়েন্টে ৫৩ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। যমুনা নদের ১০টি পয়েন্টে পানি ধীর গতিতে হ্রাস পাচ্ছে। এর মধ্যে যমুনা ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপদসীমার ৫৮, বাহাদুরাবাদে ৭২, সাঘাটায় ৭০, সারিয়াকান্দিতে ৪৯, কাজীপুর ৪৪, জগন্নাথগঞ্জে ১১১, সিরাজগঞ্জে ৫৮ সে.মি. এবং মধ্যাঞ্চলে টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়িতে বিপদসীমার ২৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

মধ্যাঞ্চলে আত্রাই নদীর পানি আরো বৃদ্ধি পেয়ে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীতে বিপদসীমার ৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ঢাকার কাছে মধ্যাঞ্চল ও মধ্য-পূর্বাঞ্চলে মেঘনা নদীর পানি হ্রাস পেয়ে মুন্সীগঞ্জে মেঘনা-ব্রিজ পয়েন্টে বিপদসীমার ২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নদী দুধকুমার নদীর পানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে পাটেশ্বরীতে বিপদসীমার ৩৭ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি কিছুটা হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার ২৬ সে.মি. উর্ধ্বে প্রবাহিত হচ্ছে। গাইবান্ধায় ঘাঘট নদীর পানি বিপদসীমার ১২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুরমা-কুশিয়ারা উভয় নদীর পানি আরও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এখনও সুরমা একটি পয়েন্টে এবং কুশিয়ারা নদী ৩টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সোমেশ্বরী নদী কলমাকান্দায় বিপদসীমার উর্ধ্বে রয়েছে।

দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহেরর প্রবাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে পাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের বুলেটিনে কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ধীর গতিতে হ্রাস পাচ্ছে, যমুনা নদের পানি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা উভয় নদের পানি ধীর গতিতে হ্রাস পেতে পারে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চলের তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার নদীসমূহের পানি হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে ধরলা ও দুধকুমার নদী সংলগ্ন কুড়িগ্রাম জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির ধীর গতিতে উন্নতি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আত্রাই নদীর পানি বাঘাবাড়ী পয়েন্টে অপরিবর্তিত থাকতে পারে। উত্তরাঞ্চলে ঘাঘট নদীর পানি গাইবান্ধা পয়েন্টে হ্রাস পেতে পারে। এ অবস্থায় সিরাজগঞ্জ জেলার আত্রাই নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে। গাইবান্ধা জেলায় ঘাঘট নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বাঙ্গালী, আপার-করতোয়া, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, ইছামতী-যমুনা, আত্রাই, মহানন্দা এবং ছোট-যমুনা নদীসমূহের পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। এদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদীসমূহের পানি সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

পাউবো'র পর্যবেক্ষণাধীন দেশের ১১০টি নদ-নদীর পানির সমতল পর্যবেক্ষণ স্টেশনের মধ্যে গতকাল ৫৩টি পয়েন্টে পানি বৃদ্ধি এবং ৫৪টিতে হ্রাস পায়। ৩টি স্থানে পানি অপরিবর্তিত ছিল।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র, নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী তীরবর্তী ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, রাজারহাট, চিলমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর এই ৯ উপজেলার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তথ্যমতে প্রায় ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পরেছে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ জানান, ১ লাখ ৩৫ হাজার ৯৩৯ জন পানিবন্দি রয়েছে। ৩৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান বন্ধ রয়েছে, ৩টি বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বন্যার্তদের জন্য ৪০৪টি আশ্রকেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে এরমধ্যে ২৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ হাজার ৩৯৫ জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছে। ইতোমধ্যে বন্যার্তদের মাঝে ৩৮৭ মেট্রিকটন চাল, ২১ লাখ ৮৫হাজার টাকা ও ১৮ হাজার ৯৮০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ৭ হাজার ৩৫০ হেক্টর ফসলি জমি নিমজ্জিত রয়েছে। বানভাসিদের সহায়তায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ৮৩টি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। এদিকে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবার সঙ্কটে পড়েছেন চরাঞ্চলের বন্যা কবলিতরা। পাশাপাশি গবাদি পশুর খাদ্য সঙ্কটে নিয়েও বিপাকে পড়েছেন তারা।

বানভাসি মানুষের জন্য সরকারিভাবে কিছু ত্রাণ সহায়তা লক্ষ্য করা গেলেও এনজিও গুলো হাত গুটিয়ে বসে আছে।

শেরপুর : শেরপুরে ব্রহ্মপুত্র ও দশানি নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে। পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রহ্মপুত্র ও দশানি নদীর ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। শেরপুর সদরের ৬ ও ৭ নম্বর চর ও চুনিয়ার চরে ভাঙনের তীব্রতা বেশি। এসব এলাকায় শতাধিক বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন। বিলীন হচ্ছে আবাদি জমি। বাড়ি ঘর ও জমি হারিয়ে দিশেহারা এ এলাকার মানুষ। এ এলাকার মানুষ দ্রুত নদী ভাঙনের কবল থেকে বাঁচতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলে যমুনাসহ সবকটি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পরেছে। এদিকে পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতী, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার প্রায় ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বন্যার পানির চাপে প্রতিনিয়তই যমুনা নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের গ্রামীণ সড়ক ভেঙে নতুন নতুন গ্রাম প্লাবিত হচ্ছে।

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জের বন্যা উপদ্রুত সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি গ্রস্থ ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত লোকজনের মধ্যে চিকিৎসা সেবা প্রধান ও ত্রাণ বিতরণ করেছেন র‍্যাব ফোর্সের অতিরিক্ত আইজিপি মহাপরিচালক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ (বিপিএম)।

জামালপুর ইসলামপুরে ব্রহ্মপুত্র নদে মোহাম্মদপুর অংশে আবারো ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে নদী পাড়ের মানুষ। ভাঙনের ফলে শত শত বিঘা জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। সম্প্রতি ভারি বর্ষণের পানি উজান থকে নেমে আসায় এবং পাহাড়ি ঢলে আকস্মিকভাবে ব্রহ্মপুত্রের পানি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মসজিদ, পাকা রাস্তা হুমকির মধ্যে পড়েছে। ভাঙন এলাকার অনেকেই তাদের বসত ঘর ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। তারা খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন এবং মানবেতর অবস্থায় রয়েছেন।

কুলাউড়া : কুলাউড়ায় প্রায় মাস খানেক থেকে বন্যার পানির কারণে হাওর অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর তীব্র গোখাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে নিম্নাঞ্চলের মানুষজন আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিলেও তাদের গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া নিয়ে পড়েছে মহাবিপাকে। আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা লোকজন বৃত্তশালীদের কাছে তাদের জন্য ত্রাণ না চেয়ে তাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য গোখাদ্য চাচ্ছেন। চারিদিকে থৈই থৈই পানির কারনে কৃষি জমি ও মাঠ তলিয়ে যাওয়ায় এসব পশুদের প্রধান খাদ্য ঘাস ও খড়ের তীব্র সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। বন্যা দুর্গত হাওর পাড়ের স্থানীয় বাসিন্দরা তাদের নিজেদের সমস্যা ভুলে এসব পশুদের আহার কিভাবে সংগ্রহ করবেন সেই চিন্তায় দিন পার করছেন। বন্যা আসার আগে অনেক কৃষক ধানের (নেড়া) খের সংগ্রহ করে রাখায় কিছুদিন পশুদের গোখাদ্য হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করলেও বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় গোখাদ্য সঙ্কটে পড়েছেন তারা।

সাবেক আইজিপি বেনজীরের গুলশানের চার ফ্ল্যাট ভাড়া দেবে দুদক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুর্নীতিবাজ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের পরিবারের মালিকানায় থাকা গুলশানের অভিজাত এলাকার চারটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এই ভাড়ার টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। গত সোমবার দুদকের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদের নেতৃত্বে একটি দল গুলশান-১ এর ১২৬ নম্বর সড়কের এক নম্বর বাড়ি র‍্যাংকন আইকন টাওয়ারের ফ্ল্যাট চারটি বুঝে নেয়। তিনি বলেন, আদালত যেহেতু আমাদের রিসিভার নিয়োগ দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী, ওই ফ্ল্যাটের সব মালামাল বুঝে নিলাম।

চারটি ফ্ল্যাটের একটি ডুপ্লেক্সের মত করে তৈরি করা জানিয়ে মঞ্জুর মোর্শেদের বলেন, ওইসব ফ্ল্যাটে যা যা পাওয়া গেছে সকল জিনিসপত্রের ইভেনটরি করেছি, সেই তালিকা কমিশনে উপস্থাপন করা হবে। এই ফ্ল্যাট নিয়ে দুদক কী করবে- এই প্রশ্নে মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, রিসিভার নিয়োগ করা হয় জব্দ সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য। যদি সেখান থেকে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকে তা চালু রাখা এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া। আমরা চেষ্টা করব যদি ওইসব ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে এবং সেই অনুযায়ী টাকা রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

গত ২৭ জুন আদালতের নির্দেশে দুদককে রিসিভার নিয়োগ দেওয়া হয়।

র‍্যাংকন আইকন টাওয়ার ১৯ দশমিক ৭৫ কাঠা জমির ওপর তৈরি ১৫ তলা একটি ভবন। এতে রয়েছে ২৫টি অ্যাপার্টমেন্ট। এর দুটি বেজমেন্ট, ৩৭টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা আছে।

অবসরে যাওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই ২০২৩ সালের ৫ মার্চ একসঙ্গে চারটি ফ্ল্যাট কেনে বেনজীর পরিবার। এর দুটি ২ হাজার ২৪২ বর্গফুটের এবং বাকি দুটি ২ হাজার ৩৫৩ বর্গফুট আয়তনের। এর মধ্যে তিনটি ফ্ল্যাট কেনা হয় বেনজীরের স্ত্রী জীশান মির্জার নামে। অপর ফ্ল্যাটটি বেনজীর আহমেদের ছোট মেয়ের হয়ে তিনি নিজের নামে কেনেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে অবসরে যাওয়া বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদের তথ্য প্রকাশের পর বিস্ময় তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু জেলায় বহু একর জমি, একাধিক রিসোর্ট, ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ও ফ্ল্যাট আছে পরিবারের সদস্যদের নামে।

সম্পদের তথ্য প্রকাশ হতে থাকলে বেনজীর ফেইসবুক লাইভে এসে দাবি করেছিলেন, তার অবৈধ কোনো সম্পদ নেই। কেউ প্রমাণ করতে পারলে সেটি তার নামে লিখে দেবেন। তবে সম্পদ অর্জনের বিষয়ে দুদকের তলবে বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যরা সাড়া দেননি, আদালতের আদেশে সেসব সম্পদ জব্দ আর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ হওয়ার আগেই পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়েছেন।

যুবদলের নতুন কমিটি ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয়তাবাদী যুবদলের আংশিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সোমবার (৯ জুলাই) বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সংগঠনটির কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়।

কমিটিতে আব্দুল মোনায়েম মুন্নাকে সভাপতি, রেজাউল করিম পলকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, নুরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

এছাড়া বিল্লাল হোসেন তারেককে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (১ নম্বর), কামরুজ্জামান জুয়েলকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং নুরুল ইসলাম সোহেলকে দপ্তর সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে।

পরে যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল মহানগর বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যেভাবে জয় পেল ফ্রান্সের বামপন্থিরা?

পোস্ট ডেস্ক : অতি দক্ষিণপন্থি শক্তিকে আটকাতেই জোটবদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সের বামপন্থি শক্তিগুলি। কিন্তু তারা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে, তা কেউ ভাবেনি।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের (ইইউ) নির্বাচনে হারার পর সময়ের আগেই ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেমবলি বা পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্স এমানুয়েল মাক্রোঁ। স্নায়াপ ইলেকশন বা দ্রুত নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। ফ্রান্সে নিজের জনপ্রিয়তা নতুন করে তৈরি করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মাক্রোঁ। কিন্তু তিনি যা ভাবেছিলেন, বাস্তবে তা হলো না।

গোটা ইউরোপের মতোই ফ্রান্সেও দক্ষিণপন্থিদের রমরমা ক্রমশ বাড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে অতি দক্ষিণপন্থিদের জনপ্রিয়তা কমাতে জোটবদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সের বামপন্থি দলগুলি। এটি একটি বৃহত্তর জোট হিসেবে সামনে এসেছিল। যার মধ্যে অতি ছোট বামপন্থি দল যেমন আছে, তেমনই সমাজতান্ত্রিক, গ্রিন পার্টির মতো দলও আছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দক্ষিণপন্থিদের জনপ্রিয়তা কমানো।

জোটের নাম দেওয়া হয়েছিল নিউ পপুলার ফ্রন্ট। রোববারের নির্বাচনের পর দেখা গেল সেই জোট সব চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তারা পৌঁছাতে পারেনি। সব মিলিয়ে তাদের দখলে ১৮২টি আসন। তার ঠিক পরেই আছে মাক্রোঁর মধ্যপন্থি দলের নেতৃত্বে তৈরি জোট এনসেম্বল। তৃতীয় স্থানে দক্ষিণপন্থি এনআর। আর চতুর্থ স্থানে রিপাবলিকান দল। তারা পেয়েছে ৪৫৬টি আসন।

সোমবার ফলাফলের পূর্বাভাস দেখেই বামপন্থি জোটের অন্যতম নেতা জঁ লুক মেলঁশঁ ঘোষণা করে দেন, তারাই সরকার গড়বেন। লেফট উইং ফ্রান্স আনবোড (এলএফআই) দলের নেতা তিনি। এই ঘোষণার সময় তার পাশে ছিলেন জোটের অন্য নেতারাও।

এরপর গ্রিন পার্টির প্রধানও একই কথা বলেন। তিনি জানান, "আমরা জিতেছি। আমরাই সরকার গঠন করব।' সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান অলিভার ফউরে বলেছেন, "নতুন ইতিহাসের মুখোমুখি ফ্রান্স। পপুলার ফ্রন্টকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।" তার ভাষণে তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন ফউরে। জানিয়ে দিয়েছেন, কোনোভাবেই তারা মধ্যপন্থি জোটের সঙ্গে হাত মেলাবেন না।

এর আগে এই সোশ্যালিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় এসেছে। দুইবার ফরাসি সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা আছে তাদের। এবারে যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এমন ঘটনার মুখোমুখি আগেও হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দল। তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কনজারভেটিভ দলের। কিন্তু লোকসভায় নেতৃত্ব দিয়েছে তারা। ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এই দলের। বস্তুত, এলএফআই নেতা মেঁলশঁ এক সময় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন।

বামপন্থিদের মনোভাব

সাম্প্রতিক কালে একাধিক ঘটনায় বামপন্থি দলগুলি তাদের মতামত স্পষ্ট করে জানিয়েছে। বস্তুত সেই মতামত মাক্রোঁর অভিমতের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। গাজার ঘটনায় তারা সরাসরি ইসরায়েলকে কাঠগড়ায় তুলেছে। মেঁলশঁ-র মনোভাব অ্যান্টি সেমাটিক বলেই সে সময় মনে করা হয়েছিল। অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ন্যাটোর যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন মেঁলশঁ। তার বক্তব্য ছিল, ন্যাটো রাশিয়াকে উৎয়ক্ত করছে। ন্যাটো থেকে ফ্রান্সের সরে আসা উচিত বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেছিলেন।

বামপন্থি জোটে এলএফআই-এর পরেই শক্তিশালী দল গ্রিন পার্টি। এর পরেই আছে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসি অঞ্চল পলিনেসিয়ার স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে যে বামপন্থি দল, তারাও এই জোটে আছে।

নতুন জোটবদ্ধ সরকার কি গড়া সম্ভব মধ্যপন্থিদের সঙ্গে জোটবদ্ধ সরকার গড়তে চান না মেঁলশঁ-র মতো নেতা। মাক্রোঁও চান না মেঁলশঁ-র মতো নেতার সঙ্গে সরকার তৈরি করতে। কিন্তু ফ্রান্সে কোনো জোটই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে যে দলই সরকার গঠন করবে, পার্লামেন্টে তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। এর আগে ২০২২ সালে অতি দক্ষিণপন্থিদের হারাতে সকলকে এক ছাতার তলায় আহ্বান জানিয়েছিল বামপন্থিরা। এবারও সেই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও শেষ পর্যন্ত মধ্যপন্থি এবং বামপন্থিরা কাছাকাছি আসতে পারবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

লেবার পার্টিকে যে পরামর্শ দিলেন টনি ব্লেয়ারের

পোস্ট ডেস্ক : স্যার কিয়ের স্টারমারকে অভিবাসন নীতির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা থেকে সাবধান করেছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। জনগণের অধিকারের বিষয়েও সতর্ক করেছেন স্টারমারের দল লেবার পার্টিকে। টনি ব্লেয়ার বলেছেন, লেবার পার্টিকে জোটবদ্ধ থাকতে হবে এবং জনগণের অভিযোগ মোকাবিলা করে স্টারমারের উচিৎ নাইজেল ফারাজের রিফর্ম ইউকে-এর মতো ডানপন্থি দলগুলোর মোকাবিলা করা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য গার্ডিয়ান।

এতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করেন দেশটির সাবেক ওই প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া অভিবাসন নীতিতে কনজারভেটিভ পার্টির কঠোর পদক্ষেপের ফলে বৃটেনের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন টনি। গত সপ্তাহে বৃটেনের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে স্টারমারের দল লেবার পার্টি। দলটির ভূমিধস এই বিজয়ের পর প্রথম সাক্ষাৎকারে লেবার পার্টির সাবেক নেতা টনি ব্লেয়ার স্টারমারকে তার অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া ব্রিটিশ এই নেতা মনে করেন বিশ্ব মঞ্চে রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বৃটেন শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবেন এবং এটা উচিত কাজ বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। কেননা বিশ্বরাজনীতিতে টিকে থাকতে আঞ্চলিক জোটে অংশগ্রহণ এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট। এই সভায় ব্লেয়ারের যোগ দেয়ার কথা রয়েছে।

সেখানে তিনি বৈশ্বিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আলোচনা করবেন। প্রতি বছর এই খাতে যুক্তরাজ্যে প্রায় ১২ বিলিয়ন পাউন্ড সঞ্চয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহের নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে পাঁচটি আসনে জয় পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত ব্লেয়ার। দলটি মোট ভোটের প্রায় ১৪ শতাংশ ভোট নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে। এতে করে লেবার পার্টির ওপর রাজনৈতিক চাপ তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন ব্লেয়ার। যুক্তরাজ্যে ডানপন্থীদের উত্থানে কিছুটা সতর্ক থাকার পরামর্শ তার।

গার্ডিয়ানকে ব্লেয়ার বলেছেন, প্রগতিশীলদের উত্তরগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, তবে আমাদের জনগণের অধিকারের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ডানপন্থিরা অভিযোগ উত্থাপন করেনা, তারা অভিযোগগুলোকে কাজে লাগায়। এক্ষেত্রে আপনি যদি তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করতে না চান তাহলে আপনাকে সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। মূলত এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই স্টারমারকে অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ব্লেয়ার।

ভারতে বাংলাদেশিদের কিডনি অপসারণ, গ্রেপ্তার চিকিৎসক

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ ও ভারতের কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ভিত্তিক ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের এক নারী চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। ৫০ বছর বয়সী ও চিকিৎসকের নাম ডা. বিজয়া কুমার।

প্রাথমিক অভিযোগে জানা গেছে, ওই নারী চিকিৎসক

রাজধানীর সংলগ্ন নয়ডা শহরে 'যথার্থ' নামের একটি হাসপাতালে অপারেশনের নামে অন্তত ১৫ থেকে ১৬ জন ব্যক্তির কিডনি সরিয়েছেন। কিডনি পাচারকারী দলের সদস্য হিসেবে এসব অপারেশন করেছেন তিনি। যাদের কিডনি তিনি সরিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের নাগরিক। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে হয়েছে এসব অপারেশন।

পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সক্রিয় এই চক্র মধ্যবর্তী ব্যক্তি বা দালালদের মাধ্যমে দরিদ্র বাংলাদেশিদের অর্থের লোভ দেখিয়ে নয়াদিল্লির আশপাশের কিছু হাসপাতালে নিয়ে আসত। সেসব হাসপাতালে চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বাংলাদেশিদের কিডনি অপসারণ করতেন।

দিল্লিতে একাধিক কিডনি পাচারকারী চক্র সক্রিয়। ডা. বিজয়া কুমারি যে চক্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই চক্রের অধিকাংশই বাংলাদেশি। গত মাসে নয়াদিল্লি থেকে এই চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। তাদের সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো ভারতেও অর্থের বিনিময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে, কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কাউকে কিডনি বা অন্য কোনো প্রত্যঙ্গ প্রদান করতে চান, তাহলে তা বৈধ। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার নাম-পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হয়।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, চক্রটি কেবল বাংলাদেশ থেকে আসা ভিকটিমদের কিডনি অপারেশন করত এবং দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এসব অপারেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুয়া নথি প্রদান করত। সেসব নথিও জব্দ করেছে পুলিশ।

ডা. বিজয়া কুমারি নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা এবং কিডনি প্রতিস্থাপন বিষয়ক সার্জন। প্রায় ১৫ বছর আগে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলোতে যোগ দেন তিনি। অ্যাপোলোর পাশাপাশি নয়ডার 'যথার্থ' হাসপাতালের ভিজিটিং কনসালটেন্ট ও সার্জনও ছিলেন ডা. বিজয়া কুমারি। ওই হাসপাতালের অতিরিক্ত মেডিকেল সুপারিটেন্ডেন্ট সুনীল বালিয়ান জানিয়েছেন, যেসব ব্যক্তির কিডনি তিনি অপসারণ করেছেন, তাদের কেউই ওই হাসপাতালের রোগী ছিলেন না। ভিজিটিং কনসালটেন্ট হিসেবে তিনি রোগী ভর্তির জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করতে পারতেন। যে ১৫-১৬ জন বাংলাদেশির কিডনি তিনি অপারেশন করেছেন, তাদের সবাইকে তার সুপারিশের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হয়েছিল।

উলটো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে পৃথিবীর কেন্দ্র!

পোস্ট ডেস্ক : নীল রঙের যে গ্রহে আমরা থাকি তার গঠন কিন্তু বেশ জটিল। অন্তত আমরা সাধারণ ধারণায় যেমন মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীর অভ্যন্তরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক্রাস্ট, ম্যান্টল ও কোর। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এই অংশেই সম্প্রতি দেখা গিয়েছে এক পরিবর্তন। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোর অংশটির ঘূর্ণন কমে গিয়েছে। ক্রমে তা থেমেও যায়। এবং তা এখন পৃথিবীর উপরিভাগ যে অভিমুখে ঘুরছে, তার ঠিক বিপরীত অভিমুখে ঘুরছে।

১৯৩৬ সালে ড্যানিশ সিসমোলজিস্ট ইঙ্গ লেম্যান আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে একটি কঠিন ধাতব বল। যা স্বাধীন ভাবে ঘুরে চলেছে। একে ঘিরে রহস্য কম নেই। যাকে ঘিরে তর্ক-বিতর্কও কম নেই। বলে রাখা ভালো, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ অংশ। এমনকী সূর্যের উপরিভাগের সঙ্গে তা তুলনীয়। এখানে রয়েছে নিকেল ও লোহা। এবার পৃথিবীর সেই কেন্দ্রেই দেখা গেল ব্যাপক পরিবর্তন।

কিন্তু এর ফলে কী হতে পারে? পৃথিবীর কেন্দ্র হঠাৎই উলটো দিকে ঘোরা শুরু করার কোনও খারাপ প্রভাব কী পড়বে পৃথিবীর বাসিন্দাদের উপরে? এবিষয়ে অবশ্য আশ্বস্ত করছেন গবেষকরা। তাদের মতে, ভয়ের কিছু নেই। এমনকী, পৃথিবীর উপরিভাগে এই কেন্দ্রের ঘূর্ণনের কোনও প্রভাবই পড়বে না। তবুও পুরো বিষয়টির দিকেই নজর রাখা হবে বলেও জানাচ্ছেন তারা। তবে আপাত ভাবে এতে আশঙ্কার কিছু নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৯ সালে পৃথিবীর কেন্দ্রের ঘূর্ণন আচমকাই বন্ধ হয়ে

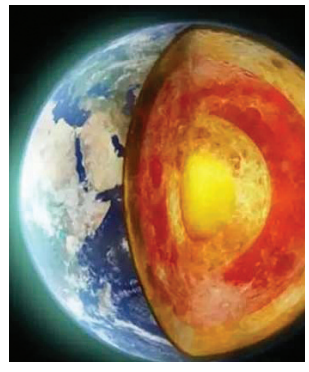

গিয়েছিল। তার পর বিপরীত দিকে ঘুরতে শুরু করে। মনে করা হচ্ছে, পৃথিবীর কেন্দ্রের এমন আচরণ নতুন নয়। ৩৫ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে এই ঘূর্ণনের অভিমুখ বদলায়। গত শতকের সাতের দশকের প্রথম দিকে এই ঘূর্ণন নজরে পড়ে বিজ্ঞানীদের। আপাতত বিপরীত ঘূর্ণনের বিষয়টি গবেষকদের নজরে থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।

লেবারের নজির বিহীন জয়

রেকর্ড ভেঙে এবার ৪ হাজার ৫১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একেকটি আসনে গড়ে ৭ জন করে প্রার্থী। ৩১৭টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৯ জন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই গণনা শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক পরাজয় মেনে নিয়ে স্টারমারকে টেলিফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রিফর্ম ইউকে দলের নেতা নাইজেল ফারাজ এবার প্রথম বারের মতো এমপি নির্বাচিত হলেন। এছাড়া লেবার পার্টির সাবেক নেতা জেরেমি করবিনও নিজের আসনে জয় পেয়েছেন। জর্জ গ্যালাওয়ে নিজের আসনে হেরে গেছেন। স্কটল্যান্ডে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ডগলাস রস তার আসনে পরাজিত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে জিতেছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সিমাস লগান।

প্রধানমন্ত্রীর পর দলের নেতার দায়িত্ব থেকেও পদত্যাগ সুনাকের : ঋষি সুনাক এখন আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নন। গত শুক্রবার ব্রিটেনের রাজা চার্লসের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেছেন। বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, রাজা তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। বাকিংহাম প্যালেসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকালে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঋষি সুনাক। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ও ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। রাজা তা গ্রহণ করেছেন। বাকিংহাম প্যালেস থেকে বের হওয়ার সময় সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি।

নির্বাচনে ভরাডুবির পর কনজারভেটিভ দলের নেতার দায়িত্ব থেকেও পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ঋষি সুনাক। ডাউনিং স্ট্রিটে দেওয়া শেষ ভাষণে তিনি বলেছেন, ফলাফলের পর আমি দলের নেতার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করব। তার পদত্যাগে দলটিতে নতুন নেতা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হবে। নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন রিফর্ম পার্টি ও মধ্যপন্থি লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা ঋষি সুনাকের দলের ভোটে ভাগ বসিয়েছে। তাদের এখন পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আসনে বসতে হবে। কনজারভেটিভ সরকারের অনেক মন্ত্রী নিজের আসনে হেরেছেন। দলটিকে এখন বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে।

রেকর্ডসংখ্যক মন্ত্রী পরাজিত : বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মন্ত্রিসভার অন্তত নয়জন সদস্য হেরেছেন। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সরকারের সাতজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে পরাজিত মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন- প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপস, কমন্স নেতা পেনি মর্ডান্ট, বিচারমন্ত্রী অ্যালেঙ্ডচক, শিক্ষামন্ত্রী গিলিয়ান কিগান, সংস্কৃতিমন্ত্রী লুসি ফ্রেজার, বিজ্ঞানমন্ত্রী মিশেল ডোনেলান, প্রবীণবিষয়ক মন্ত্রী জনি মার্সার, ওয়েলসবিষয়ক মন্ত্রী ডেভিড টিসি ডেভিস, পরিবহনমন্ত্রী মার্ক হারপার। স্কটল্যান্ডে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ডগলাস রস তার আসনে পরাজিত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে জিতেছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী সিমাস লগান।

কমেছে মুসলিম ভোট, লেবারের দুর্গে ফিলিস্তিনপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় : নির্বাচনে লেবার পার্টি দারুণ সাফল্য পেলেও মুসলিম ভোটের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। বিবিসির চীফ পলিটিক্যাল করেসপন্ডেন্ট হেনরি জেফম্যান লিখেছেন যে লেবার পার্টির জন্য রাতটি (নির্বাচনের ফল ঘোষণার) দারুণ ছিলো। কিয়ের স্টারমারের নেতৃত্বে তারা এতো আসন পেয়েছে যা তারা ২০১৯ এর নির্বাচনে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর চিন্তাই করেনি। কিন্তু এ সাফল্যের মধ্যেও খুঁত আছে। কারণ বড় সংখ্যায় মুসলিম ভোট আছে এমন আসনে দলটি ভালো করেনি। দশ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোট আছে এমন আসনে দলটির ভোট কমেছে গড়ে দশ শতাংশ। লেস্টার পূর্ব আসনে কনজারভেটিভ প্রার্থীর কাছে হারার কারণ এটাই। আবার লেস্টার দক্ষিণে শ্যাডো মন্ত্রী জনাথন অ্যাশওয়ার্থ স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরে যে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছেন তার কারণও এটি।

এদিকে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সাবেক শিল্পনগরী ব্ল্যাকবার্নে লেবার প্রার্থী কেট হলার্নকে হারিয়েছেন ফিলিস্তিনপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী আদনান হোসেইন। বিশ্লেষকদের মতে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের যুদ্ধ নিয়ে লেবার পার্টির অবস্থানে দলটির অনেক ভোটারের মধ্যে যে বিভক্তি ও অসন্তোষ রয়েছে, সেটিরই ইঙ্গিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আদনানের এ জয়। রাজনীতিতে নতুন আসা আদনান হোসেইন ভোট পেয়েছেন ১০ হাজার ৫১৮টি। আর পরাজিত প্রার্থী হলার্ন পান ১০ হাজার ৩৮৬ ভোট। সে হিসাবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ১৩২ ভোটে হলার্নকে হারিয়ে দেন আদনান। একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সাবেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্রেইগ মারে। ফিলিস্তিনের গাজাপন্থী প্ল্যাটফর্ম জর্জ গ্যালওয়েজের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে নির্বাচন করে ৭ হাজার ১০৫ ভোট পান তিনি। অধিকার করেন তৃতীয় স্থান।

ওয়েলসে কোন আসন নেই কনজারভেটিভদের : ওয়েলসে লেবার পার্টি আগের চেয়ে নয়টি আসন বেশী পেয়েছে। এখন তাদের মোট আসন ২৭। অন্যদিকে কোন আসনই পায়নি কনজারভেটিভ পার্টি। প্লাইড কামরির এখন পার্লামেন্টে চারটি আসন। আর লিবারেল ডেমোক্র্যাটিকরা পেয়েছে একটি আসন।

সাবেক লেবার নেতা সেই জেরেমি করবিন জয়ী : যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টির সাবেক নেতা জেরেমি করবিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন। ২০২০ সালে ইহুদিবিদ্বেষ-সংক্রান্ত বক্তব্য ঘিরে দলে তার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছিল। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে করবিন (৭৫) লন্ডনের ইসলিংটন নর্থ আসন থেকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। এবারের নির্বাচনেও তিনি সহজ জয় পেয়েছেন। তবে এবারই প্রথম তিনি লেবার পার্টির বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন।

২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত করবিন লেবার পার্টির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তবে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বাজে ফল করার পর তিনি দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। সেই লেবার পার্টি বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে। ২০২০ সাল থেকে করবিন পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। এবারের নির্বাচনী প্রচারে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, সাম্য, গণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে তিনি এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন। নির্বাচনে জয়ের পর তার আসনের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে করবিন বলেন, তার এই জয়ের মাধ্যমে একটি 'বার্তা ধ্বনিত' হচ্ছে, তার আসনের মানুষ 'ভিন্ন কিছু চায়'।

দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে গাজায়

বিভিন্ন এলাকার। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ তথ্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই তথ্যকে সমর্থন করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্যানেলও। গত মে মাসে গাজা সফরে গিয়েছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ইউএনএইচসিআরের মনোনীত ১১ জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের একটি প্যানেল। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্যানেলের সদস্যরা জানিয়েছেন, সফরের সময় তারা গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিস এবং মধ্যাঞ্চলীয় উপশহর দেইর আল বালাহতে অপুষ্টিজনিত কারণে বেশ কয়েকজন শিশুকে মৃত ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছেন।

"গাজার মধ্যাঞ্চলে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই শিশুদের মৃত্যু গাজায় ছড়িয়ে পড়তে থাকা দুর্ভিক্ষের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে,' বলা হয়েছে জাতিসংঘ প্যানেলের বিবৃতিতে। জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত মিখায়েল ফাখরি জাতিসংঘ প্যানেলের এই বিবৃতিকে সমর্থন করে পৃথক এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।' খান ইউনিসের একটি হাসপাতালে নিজের মুমূর্ষু পুত্রসন্তানকে নিয়ে আসা ফিলিস্তিনি নারী গানিমা জোমা রয়টার্সকে বলেন, 'যুদ্ধের কারণে আমি আমার সন্তানকে খাওয়াতে পারিনি। যে পানি এখন আমরা খাচ্ছি, তা ও দূষিত্ ছেলের দিকে তাকালে কষ্ট হয়।'

বিশ্বজুড়ে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেস ক্ল্যাসিফিকেশন (আইপিএস) নামের একটি সংস্থা রয়েছে। জাতিসংঘ সমর্থিত এই সংস্থাটির এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, এই মুহূর্তে গাজায় চরম খাদ্যসংকটে রয়েছেন ৪ লাখ ৯৫ হাজারেরও বেশি মানুষ, যা ওই উপত্যকার মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক অংশ। যদি শিগগিরই ইসরায়েলি বাহিনী সীমান্ত অবরোধ তুলে নিয়ে ত্রাণ সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় না আনে, তাহলে এই সংকটে অচিরেই আক্রান্ত হবে আরও লাখ লাখ ফিলিস্তিনি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত

ড. রূপা হক। তারা সবাই বিরোধী লেবার পার্টির প্রার্থী।

টিউলিপ সিদ্দিক : হ্যামস্টেড ও হাইগেট আসনে মোট ২৩ হাজার ৪৩২টি ভোট পেয়েছেন টিউলিপ। এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি কনজারভেটিভ পার্টির ডন উইলিয়ামস ভোট পেয়েছেন মাত্র ৮ হাজার ৪৬২টি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ৪১ বছর বয়সী টিউলিপকে লেবার পার্টির অভ্যন্তরে নতুন প্রজন্মের তুমুল সম্ভাবনাময় রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখছেন। ২০১৫ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির নিরাপদ বা 'সেফ সিট' নয় এমন আসনে মনোনয়ন পেয়ে প্রথমবারই বাজিমাত করেন টিউলিপ। দুবার পার্টির ছায়া মন্ত্রীসভায় স্থান পান তিনি। লেবার পার্টি যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় আসায় এবার মন্ত্রীসভাতেও জায়গা পেতে পারেন।

রোশনারা আলী : মোট ১৫ হাজার ৮৯৬টি ভোট পেয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো জিতেছেন রোশনারা আলী। তার নিকটতম স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আজমল মাশরুর পেয়েছেন ১৪ হাজার ২০৭টি ভোট। ৪ হাজার ৭৭৭ ভোটে তৃতীয় হয়েছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী রাবিনা খান। এ আসনের অপর দুই স্বতন্ত্র বাংলাদেশি প্রার্থী স্যাম উদ্দীন ৩২৫টি এবং মোঃ সুমন আহমদ ৩১৫টি ভোট পেয়েছেন।

আপসানা বেগম : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়েছেন লেবার পার্টির আপসানা বেগম। মোট ১৮ হাজার ৫৩৫টি ভোট পেয়েছে তিনি। আপসানার প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিন পার্টির নাথালি বেইনফিট ৫ হাজার ৯৭৫টি, কনজারভেটিভ পার্টির ফ্রেডি ডউনিং ৪ হাজার ৭৩৮টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী আপসানার প্রাক্তন স্বামী এহতেশামুল হক ৪ হাজার ৫৫৪টি ভোট পেয়েছেন। পূর্ব লন্ডনের অপর আসনটিতে গতবার লেবার পার্টির বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বিরোধিতার মুখেই লেবারের মনোনয়ন পান এবং নির্বাচনে জয়ী হন আপসানা বেগম। টাওয়ার হ্যামলেটসের শ্যাডওয়লে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাংলাদেশে তার বাবার বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে। আফসানার বাবা মনির উদ্দিন টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলর ছিলেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার এমপির মধ্যে আপসানাই বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সভা সমাবেশে সবচেয়ে বেশি সময় দেন।

ড. রূপা হক : লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল ও একটন আসনে লেবার পার্টির মনোনয়নে ড. রূপা হক ২২ হাজার ৩৪০টি ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির জেমস উইন্ডসর ক্লাইভ পেয়েছেন ৮ হাজার ৩৪৫টি ভোট। পুরোদস্তর রাজনীতিতে নাম লেখানোর আগে ৫২ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি কন্যা লন্ডনের কিংসটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানে শিক্ষকতা করতেন। কিংসটন ইউনিভার্সিটিতে সর্বশেষ সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন এ কলামিষ্ট ও লেখক। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে আসা মোহাম্মদ হক ও রওশন আরা হক দম্পতির তিন কন্যার মধ্যে বড় রুপা হক। তার বাবার বাড়ি পাবনা শহরের কুঠিপাড়ায়। সাদামাটা জীবনযাপন ও বিনয়ী ব্যবহারের জন্য সবার প্রিয় পাত্র তিনি।

হারলেন যারা : লেবার পার্টি থেকে প্রথমবার মনোনয়ন পেয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী রুফিয়া আশরাফ ও রুমী চৌধুরী। যে আসনগুলোতে তারা হেরেছেন, সেগুলো কনজারভেটিভের দুর্গ ও ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। সাবেক মেয়র রুফিয়া আশরাফ সাউথ নর্থামটনশায়ার আসনে ১৫ হাজার ৫০৪টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। এই আসনে ১৯ হাজার ১৯১টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কনজারভেটিভ পার্টির সারাহ বুল। উইথাম আসনে কনজারভেটিভের তারকা প্রার্থী প্রীতি প্যাটেল ১৮ হাজার ৮২৭টি ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। এই আসনে ১৩ হাজার ৬৮২টি ভোট পেয়েছেন কাউন্সিলর রুমী চৌধুরী।

কনজারভেটিবের ভরাডুবির নেপথ্যে

সমালোচনা শুরু হয়। একে অভিহিত করা হয়েছে পার্টিগেট কেলেঙ্কারি হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হারান বরিস জনসন। দলটি শুধু এই ইস্যু নয় আরও অনেক ইস্যুতে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

দলের ভিতরেই বিভক্তি দেখা দেয়। এক নেতা অন্য নেতার বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তো সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়। বলা হয়, তার সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যানকে বরখাস্ত করতে। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের অনুমতি না নিয়ে তিনি একটি বিতর্কিত ইস্যুতে লিখেছিলেন। ওই লেখায় তিনি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। এর ফলে বিরোধী ৫টি দল একজোট হয়ে তাকে বরখাস্ত করতে ঋষি সুনাকের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে। ওই লেখায় ব্রেভারম্যান অভিযোগ করেন- ডাউনিং স্ট্রিটকে এড়িয়ে পুলিশ ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদ বিক্ষোভের বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করছে।

দ্য টাইমসে তিনি লেখেন- আমি মনে করি না এইসব বিক্ষোভকারী গাজায় সহায়তার জন্য বিক্ষোভ করছে না। গাজার সমর্থনে বিক্ষোভকে তিনি ঘৃণাপ্রসূত বিক্ষোভ বলে অভিহিত করেন। ঋষি সুনাক মন্ত্রিপরিষদ ঢেলে সাজানোর মুহূর্তে ডানপন্থি কিছু এমপি তাকে সতর্ক করেন যে, দলের ভিতরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারেন ব্রেভারম্যান। পার্লামেন্টে ব্রেভারম্যানের মিত্ররা তাকে সমর্থন দিয়েছে। তারা বুঝাতে চাইছে ব্রেভারম্যানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হলে তারা একসঙ্গে তা প্রতিরোধ করবে। উপরন্তু ঋষি সুনাককে কিছু এমপি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের পর তার নেতৃত্বের বিষয়ে ব্রেভারম্যানের অবদান কি। বিতর্কের মধ্যেই ব্রেভারম্যানের প্রতি ডাউনিং স্ট্রিট সমর্থন প্রকাশ করে। এরই মধ্যে ব্রেভারম্যান কনজারভেটিভ পার্টির নের্তৃত্বের জন্য লড়াই করতে পারেন বলেও দলের ভিতর গুঞ্জন ওঠে। ফলে দলের ভিতর দলীয় সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। এ খবর মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দেশের অর্থনীতি, দলীয় দ্বন্দ্ব সবকিছু মিলে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আকস্মিক আগাম নির্বাচন ঘোষণা করেন। বিরোধী লেবার দল সেই দুর্বলতাকে লুফে নেয়। এ অবস্থায় কনজারভেটিভ পার্টি যে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং বরিস জনসনের পার্টিগেট কেলেঙ্কারিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ভোটাররা। তারই প্রতিদান দিয়েছেন তারা ৪ঠা জুলাইয়ের জাতীয় নির্বাচনে।

নির্বাচনের পর দলটির ভিতরকার বিরোধ আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ৫ই জুলাই প্রকাশিত এক রিপোর্টে সেদিকে জোর দেয়া হয়। সেই রিপোর্টের শিরোনাম- 'টোরি ইনফাইটিং বিগিনস অ্যাজ ঋষি সুনাক লিডস পার্টি টু রেকর্ড ব্রেকিং ডিফিট'। অর্থাৎ রেকর্ড ভাঙ্গা পরাজয়ে ঋষি সুনাক যখন দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন টোরি দলের ভিতরেই লড়াই শুরু হয়ে গেছে। দলটির ভিতরকার ডান ও বামপন্থিরা তাদের দলের ভবিষ্যত গতিবিধি নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইতিহাসে তারা লেবার দলের কাছে পরাজয়ের সবচেয়ে বড় রেকর্ড গড়েছে। আবারও দলের ভিতর ডানপন্থি এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান প্রকাশ্যে আসেন। তিনি ভোটারদের থেকে কনজারভেটিভ পার্টি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে দু'বার ক্ষমা চান। তিনি বলেন, দেশের নির্বাচনের ফল নিয়ে সংক্ষেপে কথা বলতে চাই। একটিই কথা বলতে পারি আমি। তাহলো- সরি, আই অ্যাম সরি। আমি এ জন্য দুঃখিত যে আমার দল আপনাদের কথা শোনেনি। আপনাদেরকে পাত্তা দেয়নি কনজারভেটিভ পার্টি। ১৪ বছর ধরে বৃটেনের মহান ভোটাররা আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু আমরা প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি। আমরা এমন আচরণ করেছি যে, আমরা দেখাতে চেয়েছি আপনাদের ভোটের তোয়াক্কা করি না। আমরা কি করতে পারিনি, তারও তোয়াক্কা করিনি। কিন্তু বার বার আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এটা ওটা সব করবো। এখন আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। কারণ, আমরা শিক্ষা নিইনি। এই নির্বাচনের চেয়েও খারাপ সময় সামনে আসছে দলের জন্য। দেশ এর চেয়ে ভাল কিছু প্রত্যাশা করে। আমাদেরকে ভাল কিছু করতে হবে। আস্থা পুনর্গঠনের জন্য আমার ক্ষমতার সবটাই করবো। আপনাদের কথা আমাদেরকে শুনতে হবে। আপনারা খুব পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলউইন হ্যাটফিল্ডে ১৯ বছর ধরে এমপি। তিনিও টোরিদের সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে। বলেছেন, নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সমাধানে অক্ষম ছিলেন তারা। তিনি একে সীমাহীন এক 'সোপ অপেরা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে স্ফটিকের মতো পরিষ্কার একটা জিনিস। তাহলো লেবাররা এত আসনে জিততো না, যদি কনজারভেটিভরা পরাজিত না হতেন। আমাদের মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলতে অক্ষমতার কারণে ভোটাররা হতাশ হয়েছেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, যদি আপনারা একে অন্যের সঙ্গে একমত হতে না পারেন,তাহলে আপনাদেরকে ভোট দিতে আমরাও একমত নই। আমরা রাজনীতির মৌলিক নিয়মগুলো ভুলে গিয়েছি। সেটা হলো একটি বিভক্ত দলকে জনগণ ভোট দেয় না।

লেডি ভিক্টোরিয়া

আগাগোড়া ধর্মপ্রাণা ইহুদি।

ছোট থেকে বাবা-মায়ের প্রভাবে ভিক্টোরিয়া বাড়িতে বরাবর ইহুদি সংস্কৃতির সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। স্টার্মারকে বিয়ের পরও তিনি নিজের বাড়িতে সেই সংস্কৃতি বজায় রেখেছেন। দুই সন্তানকেও মানুষ করেছেন সেভাবেই। আর তার সম্পর্কে এসব তথ্য জানার পর সকলে বলছেন, এবার থেকে ক্রিসমাসের পাশাপাশি ১০,ডাউনিং স্ট্রিট অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ধুমধাম করে পালিত হবে ইহুদিদের বড় উৎসব 'শাবাত'।

ভিক্টোরিয়া স্টার্মারের পূর্ব নাম ভিক্টোরিয়া আলেকজান্ডার। জন্ম ১৯৬৩ সালে, উত্তর লন্ডনে। বাবা পোলিশ-ইহুদি। মা ছিলেন ডাক্তার। মূলত ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষজনের চিকিৎসা করতেন তিনি। বিয়ের পর ধর্মান্তরিত হন। মা-বাবার থেকেই ইহুদি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা অর্জন করেছেন ভিক্টোরিয়া। তিনি নিজে পেশায় ছিলেন আইনজীবী। পরবর্তী সময়ে তিনি কমিউনিটি সার্ভিস অর্থাৎ জনসেবার কাজে যুক্ত হন। কিয়ের স্টার্মার (নিজে নাস্তিক। তবে স্ত্রীর ধর্মাচরণ নিয়ে তার কখনও কোনও আপত্তি ছিল না। বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে ইহুদিদের বিখ্যাত রুটি চাল্লাহ আর সুরা কিদ্দুশ তৈরি হয়। স্টার্মার কোনও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তার স্ত্রী চান, সন্তানরাও ইহুদি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোক। সেইমতো তাদের বড় করেছেন।

শুধুমাত্র লন্ডনেই নয়, ভিক্টোরিয়ার ইহুদি সংযোগ আরও বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনিতে গোটা বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সীমিত। তাদের অস্তিত্ব তো বটেই, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষায় ভিক্টোরিয়ার কাজ সুদূরপ্রসারী। লন্ডনের সেন্ট জনস উড, যা উদারপন্থী সিনাগগ বলে পরিচিত, সেখানকার সদস্য ভিক্টোরিয়া। এই সিনাগগ দীর্ঘদিন ধরে উদারপন্থী সংস্কারের কাজ করে আসছে। এহেন ভিক্টোরিয়ার হাত ধরে ১০, ডাউনিং স্ট্রিটে বেশ জমাটি 'শাবাত' উৎসব উদযাপন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ এবার থেকে ক্রিসমাসের পাশাপাশি শাবাতেও আলো ঝলমলে হয়ে উঠবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন।

রুয়ান্ডা স্কিম বাতিল

হিসাবে কাজ করেনি। প্রায় বিপরীত, কারণ সবাই কাজ করেছে, বিশেষ করে যে দলগুলি এটি চালায়, রুয়ান্ডায় যাওয়ার সম্ভাবনা এতটাই ক্ষীণ, এক শতাংশেরও কম ছিল, যে এটি কখনই প্রতিরোধক ছিল না।

"সম্ভাবনা ছিল না যাওয়া এবং প্রক্রিয়া করা না হওয়ার এবং এখানে থাকার, তাই, একটি খুব, খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্থপ্রদানের জন্য বাসস্থানের মধ্যে। এটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব ফেলেছে এবং আমি এমন কৌশলগুলি চালিয়ে যেতে প্রস্তুত নই যা না করে। প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।"

রিফিউজি কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চিতকরণকে স্বাগত জানিয়েছে।

এক্স-এর একটি পোস্টে, শরণার্থী কাউন্সিল বলেছে: "রুয়ান্ডা পরিকল্পনা বাতিল করার প্রতিশ্রুতি মেনে চলার জন্য আমরা নতুন প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই। স্থায়ী অচলাবস্থায় আটকে থাকা সকলকে দ্রুত আশ্রয় ব্যবস্থায় ন্যায্য শুনানি দেওয়া দরকার।"

লেবার বলেছে যে রুয়ান্ডা নীতির প্রতিস্থাপন হবে চ্যানেল পার হওয়া ছোট নৌকার পিছনে সংগঠিত, অপরাধী চক্রগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য একটি নতুন সীমান্ত নিরাপত্তা কমান্ড স্থাপন করা। নতুন হোম সেক্রেটারি, ইভেট কুপার বলেছেন যে নতুন কমান্ড স্থাপন করা হবে তার প্রথম দুটি অগ্রাধিকারের একটি দায়িত্ব নেওয়ার পরে।

সিলেটে পানিবন্দি সাড়ে ৫ লাখ মানুষ :

এ কারণে সিলেট জেলার মধ্যে বন্যার তাণ্ডব চলছে ওসমানীনগর ও বালাগঞ্জে। এ ছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জের মানুষও একইভাবে একমাস ধরে বন্যাকবলিত হয়ে আছেন। জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, সিলেটের ৩টি পৌরসভা ও ৯৮টি ইউনিয়নের সাড়ে ৫ লাখ মানুষ এখনো পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। এর মধ্যে ২১৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে প্রায় ১০ হাজার মানুষ। এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে এই পরিসংখ্যান কুশিয়ারা তীরবর্তী ৬ উপজেলার। অন্য ৭ উপজেলায় পানিবন্দি মানুষের সংখ্যা কমেছে। আশ্রয়কেন্দ্রেও তেমন মানুষ নেই। কুশিয়ারা তীরবর্তী এলাকার জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন; এক মাসের অধিক সময় ধরে তাদের এলাকার প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। ঈদও করেছেন পানির মধ্যে। মাঝখানে ৩-৪দিন স্বস্তি ছিল। কেউ কেউ আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেনও। কিন্তু ফের বন্যা আসার কারণে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন। বিশেষ করে ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জের ২ শতাধিক বিদ্যালয় এখনো পানির নিচে। এর মধ্যে দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, বৃষ্টি কমে গেলে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী দীপক রঞ্জন দাশ। তিনি জানিয়েছেন-সিলেট জেলায় সুরমা, কুশিয়ারাসহ অনেক সীমান্ত নদীর ২৫ কিলোমিটার এলাকার বাঁধ ভেঙে গেছে। কোথাও কোথাও পানি উপচে লোকালয়ে ঢুকছে। এখনো কুশিয়ারা তীরবর্তী এলাকার নদীর বাঁধগুলোর পানি নিচে রয়েছে। তৃতীয় দফা অর্থাৎ ১লা জুলাই থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে বেশিসংখ্যক বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান তিনি।

লন্ডনে সেই স্যুটকেস ভর্তি লাশের

স্বামী বয়সে প্রায় দ্বিগুণ বয়সী হলেও সংসার করে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু একপর্যায়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী যুবক শাহিন মিয়ার সঙ্গে সুমার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের খেসারত বুঝাতেই সুমাকে গলাটিপে মেরেই ফেলেন আমিনান। এ ঘটনার ১০ দিন পর একটি স্যুটকেটের ভেতর সুমার লাশ পাওয়া যায়। সুমার মরদেহ ২০২৩ সালের ৮ মে লি নদীতে পাওয়া যায়। তার আগে ৩০ এপ্রিল টাওয়ার হ্যামলেটের অর্চার্ড প্লেস ঠিকানা থেকে নিখোঁজ হন সুমা। ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার আগের রাতে শাহিনকে ফোন করেন আমিনান। আদালতের নথিতে জানা যায়, ২৯ এপ্রিল শাহিনকে ভিডিও কল করেন সুমার স্বামী। তারপর ভিডিও কলেই সুমার গলা চেপে ধরেন আমিনান।

সরকারি কৌসুলিরা আদালতকে জানান, প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল সুমার। ২৯ এপ্রিল রাতে আমিনানের প্রতিবেশীরা শিশুর চিৎকার এবং জোরে শব্দ শুনতে পায়। ওই সময় শাহিনকে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করেন আমিনান। সেই ভিডিও কল আংশিক রেকর্ড করেন শাহিন। তবে সেই ভিডিওতে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ভিডিওতে দেখা যায়, খাটের ওপর থাকা সুমার চেহারা ঢাকা রয়েছে। এ সময় সুমার পাশেই তার এক সন্তানকেও দেখা যায়। আদালতকে সরকারি কৌসুলি বলেন, বিবাদী যখন শাহিনকে জানান তিনি সুমা এবং তাকে হত্যা করবেন। সুমা তখন উঠে চলে যেতে চাইছিল কিন্তু আমিনান তার ঘাড় চেপে ধরে। চিৎকার করার পর সুমা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

তখন ভিডিও কল থমকে যায়। ২৮ সেকেন্ড পর শাহিনকে আবার ভিডিও কল করে আমিনান। তখন স্ত্রীর দিকে ক্যামেরা তাক করে আমিনান বলেন, আমি সুমাকে হত্যা করেছি। এ সময় সুমার মুখ দিয়ে লালা পড়তে দেখা যায়। ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তাদের এক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে একটি বড় কালো স্যুটকেস নিয়ে যাচ্ছে আমিনান। সেই স্যুটকেট লি নদীতে ফেলে দেওয়ার ফুটেজও আদালতে দেখানো হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সঙ্গে ২১

গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হল প্রাঙ্গণে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান চীনের প্রধানমন্ত্রী।

পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি বিশেষভাবে সজ্জিত মঞ্চে যান এবং চীনা সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় অতিথিকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এই সময় দুই দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। শেখ হাসিনা সালাম গ্রহণ এবং গার্ড পরিদর্শন করেন। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে গান স্যালুট জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উভয় প্রধানমন্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও দুই দেশের মধ্যেকার ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই প্রধানমন্ত্রী চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই, ঘোষণাপত্র সই এবং দলিল হস্তান্তর প্রত্যক্ষ করেন।

এবারের সফরে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মধ্যে রয়েছে, দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে যৌথ ফিজিবিলিটি স্টাডির সমাপ্তি ঘোষণা ও দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি চুক্তির আলোচনা শুরুর ঘোষণা। এছাড়া ডিজিটাল কানেকটিভিটি প্রকল্পের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন সমাপ্তি ঘোষণা এবং ডাবল পাইপ লাইনের মাধ্যমে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিংয়ের ট্রায়াল শেষ করার ঘোষণাও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য তিনটি ঘোষণা হচ্ছে রাজশাহী ওয়াসা সারফেইস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট শুরুর ঘোষণা, শানদং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই এবং বাংলাদেশে লুবান ওয়ার্কশপ নির্মাণের ঘোষণা।

দুই দেশের মধ্যে সই করা সমঝোতা স্মারকগুলো হচ্ছে

১. ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সহায়তা শক্তিশালী করতে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

২. ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে চায়না ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএফআরএ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. বাংলাদেশ থেকে চীনে তাজা আম রফতানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত (ফাইটোস্যানিটারি) উপকরণ বিষয়ে একটি প্রটোকল সই করে দুই দেশ।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি সহায়তা ক্ষেত্রে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে দুই দেশ।

৫. বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহায়তা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশ ও চীন।

৬. ডিজিটাল অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

৭. বাংলাদেশে প্রকল্পে চায়না-এইড ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' বিষয়ে আলোচনার একটি সাইনিং অব মিনিটস (কার্যবিবরণী) সই হয়।

৮. চীনের সহায়তায় ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী সেতু সংস্কার প্রকল্পের চিঠি বিনিময় হয়।

৯. নাটেশ্বর আর্কিওলজিকাল সাইট পার্ক প্রকল্পে চায়না-এইড কনস্ট্রাকশনের ফিজিবিলিটি স্টাডি বিষয়ে চিঠি বিনিময় হয়।

১০. চীনের সহায়তায় নবম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু প্রকল্প বিষয়ে চিঠি বিনিময় হয়।

১১. মেডিকেল সেবা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা শক্তিশালী করতে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

১২. অবকাঠামোগত সহযোগিতা জোরদারে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

১৩. গ্রিন অ্যান্ড লো-কার্বন উন্নয়ন বিষয়ে সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে দুই দেশ।

১৪. বন্যার মৌসুমে ইয়ালুজাংবু (ব্রহ্মপুত্র) নদীর হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য বাংলাদেশ দেওয়ার বিধি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়।

১৫. চীনের জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

১৬. পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক সই করে চীনের মিডিয়া গ্রুপ (সিএমজি) এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।

১৭. চীনের মিডিয়া গ্রুপের (সিএমজি) সঙ্গে অপর আরেকটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)।

১৮. একটি চুক্তি সই করে চিনহুয়া নিউজ এজেন্সি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।

১৯. অপর আরেকটি চুক্তি সই করে চিনহুয়া নিউজ এজেন্সি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)।

২০. একটি সমঝাতা স্মারক নবায়ন করে চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২১. টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

কয়েদিতে পূর্ণ ব্রিটেনের কারাগার

বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, কারাবন্দি সমস্যা সৃষ্টির জন্য আগের সরকারগুলো দায়ী। তারা নতুন কারাবান্দি আইন প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তিনি মনে করেন, সংকটের সমাধান কীভাবে করা যায় তা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। তবে রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

গত ৫ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কারাবন্দির সংখ্যা ছিল ৮৭ হাজার ৪৫৩ জন। বর্তমানে দেশটিতে কারাগারের ধারণক্ষমতা ৮৮ হাজার ৮৬৪ জন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি লাখে বন্দির সংখ্যা ১৪৪ জন। এই হারের চেয়ে ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালিতে ২৫ শতাংশ কম। আর জার্মানি ও নেদারল্যান্ডে যুক্তরাজ্যর অর্ধেক কারাবন্দি রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লাখে কারাবন্দি ৫৩১ জন।

স্টারমার আগে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের প্রধান প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কারামন্ত্রী হিসেবে জেমস টিম্পসনকে নিয়োগ দিয়েছেন। টিম্পসনের রয়েছে জুতা মেরামত ও চাবি কাটার কারখানা। যেখানকার কর্মীদের অধিকাংশই কারাফেরত। এজন্য অপরাধী ও কারাগারের ব্যাপারে টিম্পসনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

দেশে বছরে বেকার হচ্ছে ২০ লাখ

অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষরকারী সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং প্রফেসররা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, দেশে প্রতিবছর প্রায় দুই মিলিয়ন তরুণ কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে, যদিও আমরা কাঙ্খিত মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারছি না। বিআইডিএস'র তথ্য মতে ৬৬ শতাংশ স্নাতক শিক্ষাজীবন সম্পন্নকারী তরুণ কর্মহীন। অপরদিকে বিশ্বব্যাংক বলছে, টেকনিক্যাল খাতে দক্ষ মানবসম্পদের অপ্রতুলতা প্রায় ৬৯ শতাংশ।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, আমাদের শিল্পখাতের প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে, যেখানে খরচ হচ্ছে কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশি প্রবাসীরাও উচ্চ পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারছে না। বিদ্যমান বাস্তবতায়, বিশেষ করে শিল্পখাতের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে আরো বেশি হারে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষা ও শিল্পখাতের সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য।

আশরাফ আহমেদ উল্লেখ করেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিল্পখাতের প্রয়োজনের নিরিখে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে শিক্ষাক্রম সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যদিও আমাদের দেশে বিষয়টি এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়। তিনি বলেন, আমাদের শিল্পখাতের চাহিদার বিষয়েটি বিবেচনায় নিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে 'ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)' বেশকিছু সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা ডিপ্লোমা, পোস্টগ্রাজুয়েট-সহ নানামুখী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে।

ইউল্যাবের ভিসি প্রফেসর ইমরান রহমান বলেন, আমাদের শিক্ষিত তরুণদের প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মহীন, যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক এবং এ অবস্থা উত্তরণে শিক্ষা ও শিল্পখাতের সুসমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা দিতে ইন্টার্নশিপের পাশাপাশি অ্যাপ্রেন্টিজশিপের উদ্যোগ গ্রহণের ওপর তিনি জোরারোপ করেন। এছাড়াও তিনি তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রমে শিল্পখাতের আর্থিক বরাদ্দকে কর অব্যাহতির সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, যা এ কার্যক্রমে বেসরকারিখাতকে আরো বেশি হারে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহিত করবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ভিসি ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদার শিক্ষা এবং শিল্পখাতের মধ্যকার আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ানোর ওপর জোরারোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা-কারিকুলাম বেশ ভালো, তবে প্রয়োজনের নিরিখে যা যুগোপযোগী করা যেতে পারে, তবে কারিকুলামের ঘন ঘন পরিবর্তন তেমন সুফল বয়ে আনবে না।

মতবিনিময় সভায় এআইইউবি-এর প্রো-ভিসি ড. মো. আব্দুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর আলী আক্কাস, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. একেএম ওয়ারিসুল করিম, বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি)-এর ডিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেনসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচকরা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসএআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে বরাদ্দ বাড়ানোসহ এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্পখাতে দক্ষ গ্রাজুয়েটদের নিয়োগদানে ভালো পারিশ্রমিক প্রদান নিশ্চিত করা, ইউজিসি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নতুন কারিকুলাম দ্রুততার সঙ্গে অনুমোদন, আগামী ১০ বছর শিল্পখাতের কি ধরনের দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন তার ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং স্টুডেন্ট প্রজেক্টগুলোর অর্থায়নে বেসরকারিখাতকে এগিয়ে আসার জোরারোপ করেন।

বাংলা ব্লকেডে অচল সারাদেশ

জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, এখন যেহেতু স্থিতাবস্থা আছে তাই আগের চাকরি যেগুলো চলমান আছে, সেগুলো ঠিক থাকবে।

বুধবার দুপুরে কাওরানবাজার ও মহাখালী রেলগেইট এলাকায় কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা রেললাইনের ওপরে কাঠের বিভিন্ন গুড়ি ও বাঁশ ফেলে অবরোধ করছে। এসময় কাওরানবাজার রেললাইনের ওপর শুয়ে অবরোধ করতেও দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা রেল ক্রসিংয়ের ব্যারিকেডের গেইট ফেলে অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে রেলগেইট দিয়ে কোনো যানবাহনও চলাচল করতে পারছে না। তবে অ্যাম্বুলেন্স ও রোগী বহনকারী গাড়িগুলোকে চলাচলের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবরোধ:

কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের অন্যতম প্রবেশদ্বার অবরোধ করে রেখেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১টায় মহাসড়কের চৌদ্দপাই এলাকার বাইপাস মোড় অবরোধ করেন তারা। মহাসড়ক অবরোধ করে বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় সেখানে অবস্থান নিয়ে কোটা বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। অবরোধের কারণে ঢাকা পাবনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, আমরা কোনো 'ঝুলন্ত সিদ্ধান্ত মানতেছি না'। বুধবার (১০ জুলাই) আপিল বিভাগের রায়ের পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা জানান।

তিনি বলেন, আমাদের এক দফা দাবি 'সংসদে আইন পাস করে সরকারি চাকরির সব গ্রেডে শুধু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম (সর্বোচ্চ ৫শতাংশ) কোটা রেখে সকল ধরনের বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করতে হবে।' এ দাবি নির্বাহী বিভাগ থেকে যতক্ষণ না পূরণ করা হবে আমরা রাজপথে থাকব।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে সরকারি চাকরিতে কোটা বহাল রেখে হাইকোর্টের দেওয়া রায় এক মাসের জন্য স্থিতাবস্থা করেন আপিল বিভাগ।

বুধবার সকালে সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে ৪ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরবর্তী শুনানির জন্য ৭ই আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বাংলাদেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ছিল, পরবর্তীতে সেটা ২০১৮ সালে কোটা পদ্ধতির বিষয়ে সরকার একটি কমিটি করে প্রথম ও দ্বতীয় শ্রেণির সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সেটা বাতিল করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে সেটা বহাল থাকে। পরবর্তীতে এটাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। সেই মামলায় শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ রায়ে কোটা পদ্ধতি বাতিলের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে কোটা পদ্ধতি যেটা আগে ছিল, সেটাই আবার বহাল হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ রায়টি চ্যালেঞ্জ করে আমরা আপিল বিভাগে একটি আবেদন করি। যেহেতু রায়ের অনুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই আমরা সিএমপি ফাইল করেছিলাম। বুধবার সেটির শুনানি হলো। আমরা কোর্টকে বললাম, এখনো রায়ের অনুলিপি পাইনি। রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না। যেহেতু গত ৫ বছর ধরে কোটা পদ্ধতিটা বিলুপ্ত ছিল। সেই ক্ষেত্রে নতুন করে রায় না পাওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ের ওপর আমরা স্থগিতাদেশ চেয়েছিলাম। উভয়পক্ষকে শুনানি করে আপিল বিভাগ স্থিতাবস্থা দিয়েছেন। অর্থাৎ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই থাকবে।

ইউরো ২০২৪ এর ফাইনালে ইংল্যান্ড

অভাব রয়েছে।

২০১০ সালের বিশ্বকাপের মতোই ফাইনালের মাধ্যমে এই ইউরোর সমাপ্তিটা তাদের জন্য একটি জয়ের মাধ্যমে দেখতে পেত। বরং তারা এখন বাড়ি চলে যাচ্ছে।

ইংল্যান্ড তাদের শেষ চারটি ম্যাচের ৯০ মিনিটে কোনো জয় না পেলেও এবং স্লোভাকিয়া ও সুইজারল্যান্ডের দ্বারা অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ওরাঞ্জে রোমানিয়াকে একপাশে সরিয়ে তারপর তুরস্ককে বিদায় করতে তাদের গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করার পর এটি ডাচদের শারীরিকভাবে একটি প্রান্ত দিয়েছিল।

ইংল্যান্ড সাসপেনশনের পরে মার্ক গুয়েহিকে ডিফেন্সে স্বাগত জানায়, যখন নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যান ডোনিয়েল ম্যালেনকে মাঠে আক্রমণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন যেখানে তিনি বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে ক্লাব ফুটবল খেলেন।

ওয়েস্টফ্যালেনস্ট্যাডিয়ন ডাচদের জন্য একটি বিশেষ স্থান, কারণ ব্রাজিলের বিপক্ষে তাদের ২-০ ব্যবধানে জয়ের দৃশ্য যা তাদের ১৯৭৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিল।

হিজরি নববর্ষ শুরু হয়েছিল যেভাবে

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

স্বাগতম হিজরি নববর্ষ ১৪৪৬। রোববার ৭ জুলাই সন্ধ্যা থেকে ১৪৪৬ হিজরি বর্ষ শুরু হবে। এলো নতুন বছর। নতুন দিন। মুমিন মুসলমানরা এদিন জিন্দেগি ও বন্দেগির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন।

অতীতের পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জীবন লাভের মহান ব্রতে নিমগ্ন হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। কালেমায় বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমানের জন্য নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, শবেবরাত, শবেকদর, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহাসহ ধর্মীয় বিষয়াবলির জন্য হিজরি সনের হিসাব অপরিহার্য।

কিন্তু জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় ইংরেজি ও বাংলা সনের বিদায় ও বরণে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়-হিজরি সনের বেলায় তা মোটেও লক্ষ করা যায় না। অথচ হিজরি নববর্ষকে গুরুত্বসহকারে পালন করাই ছিল আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশের কাম্য।

হিজরি সন গণনার সূচনা হয়েছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। রাসুল (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আরবি মহররম মাসকে হিজরি সনের প্রথম মাস ধরে সাল গণনা শুরু হয়।

হজরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে ১৬ হিজরি সনে, প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ইরাক এবং কুফার গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একবার হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) উমরের (রা.) কাছে এ মর্মে পত্র লিখেন, আপনার পক্ষ থেকে পরামর্শ কিংবা নির্দেশ সংবলিত যেসব চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছে তাতে দিন, মাস, কাল, তারিখ ইত্যাদি না থাকায় কোন চিঠি কোন দিনের তা নিরূপণ করা আমাদের জন্য সম্ভব হয় না। এতে করে আমাদের নির্দেশ কার্যকর করতে সমস্যা হয়। অনেক সময় আমরা বিব্রত বোধ করি চিঠির ধারাবাহিকতা না পেয়ে।

হজরত আবু মুসা আশআরীর চিঠি পেয়ে হজরত উমর (রা.) এ মর্মে পরামর্শ সভার আহ্বান করেন, এখন থেকে একটি ইসলামি তারিখ প্রবর্তন করতে হবে। ওই পরামর্শ সভায় হজরত উসমান (রা.) হজরত আলী (রা.)সহ বিশিষ্ট অনেক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত সবার পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে ওমর (রা.) সিদ্ধান্ত দেন হিজরি সন প্রবর্তনের। এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৬ বছর পর ১০ জমাদিউল আউয়াল ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ।

হিজরি সনের প্রথম মাস হলো মহররম। মহররম একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ও বরকতময় মাস। মুসলিম ইতিহাসে এ মাসটি বিভিন্ন কারণে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কুরআনে কারিমে এ মাসটিকে 'শাহরুল্লাহ' তথা আল্লাহর মাস বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'চারটি মাস রয়েছে যেগুলো সম্মানিত মাস। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো মহররম। (সূরা তাওবাহ : ৩৬)। আর এ মাসেই রয়েছে ফজিলতপূর্ণ 'আশুরা'। মহররমের দশম তারিখে ঐতিহাসিক 'কারবালা' সংঘটিত হয়েছিল। এ ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ দিনে ঘটেছে।

মহররমের ফজিলতপূর্ণ অনেক আমল রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নফল রোজা। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)কে এ দিন (আশুরার) এবং এ মাসে রমজানের রোজার চেয়ে অন্য কোনো রোজাকে এত গুরুত্ব দিতে দেখিনি। (মিশকাত শরিফ) রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমার বিশ্বাস যে, আশুরার রোজার বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন'। (তিরমিজি শরিফ)।

আরবি হিজরি সালের প্রতিটি মাসই বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। হিজরি নববর্ষ আমাদের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের ফালগুধারা। আমিন!

নবী জাকারিয়াকে (আ.) কি করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল?

সুরা ফাতহে মুমিনদের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে

পোস্ট ডেস্ক : সুরা ফাতহ পবিত্র কুরআনের ৪৮তম সুরা। ফাতহ অর্থ বিজয়। এ সুরাটি মদিনায় নাজিল হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ২৯, রুকু ৪টি। প্রথম রুকু, ১ থেকে ১০ নম্বর আয়াত। সূরার শুরুতে রাসুলের (সা.) মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে মুমিনদের প্রশংসা ও তাদের প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকু, ১১ থেকে ১৭ নম্বর আয়াত। মুনফিকদের ব্যাপারে সতর্ক-সজাগ করে দেওয়া হয়েছে এ রুকুতে। তৃতীয় রুকু, ১৮ থেকে ২৬ নম্বর আয়াত। এই রুকুতে আল্লাহ

মুমিনদেরকে বিজয় ও ধনসম্পদ দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। চতুর্থ তথা শেষ রুকু। নবীজীকে দেখানো স্বপ্ন আল্লাহ সত্য করেছেন সে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে মুমিনরা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং নিজেদের ব্যাপারে কোমল। এভাবে সুরার ইতি টানা হয়েছে।

ষষ্ঠ হিজরিতে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ১ হাজার ৪০০ সাহাবি নিয়ে ওমরাহ পালনের জন্য মক্কার দিকে এগিয়ে গেলে হুদায়বিয়াতে কুরাইশরা বাধা দেয়। তখন একটি চুক্তি করে ওই বছর কাবা শরিফ জিয়ারত না করে তারা মদিনায় ফিরে যান। মক্কাবাসী চুক্তি ভঙ্গ করায় মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দুই বছর পর অষ্টম হিজরিতে বাস্তবায়িত হয়।

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে মক্কার কাফিরদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর নবী (সা.) যখন মদিনার দিকে ফিরে যাচ্ছেন, তখন সুরাটি নাজিল হয়।

আল্লাহ হুদায়বিয়ার সন্ধির আকারে নবী করিম (সা.) ও মুসলমানদের যে মক্কায় বিজয় দান করেছিলেন, তার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এই সুরায়। মুমিন নরনারীর জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি এবং কাফির ও মুনাফিকদের শাস্তি, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবীজির সঙ্গে উপস্থিত সাহাবিদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণা, খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া, সব ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় ঘোষণা রয়েছে এই সুরায়।

সুরা ফাতহের গুরুত্ব ও ফজিলত

সুরা ফাতহ ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় অনুষ্ঠানেও পাঠ করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সুরা ফাতহ সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেছেন । মুআবিয়া (রা.) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে নবী কারিম (সা.)-এর কিরাত তোমাদের নকল করে শোনাতে পারি। (বুখারি : ৪৪৭৬)

বহু মুসলিম মনীষী জোহরের পর সুরা ফাতহ তেলাওয়াত করতেন। সুরা ফাতহের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরত ওমর (রা.)-কে বলেন, 'আজ রাতে আমার ওপর এমন একটি সুরা নাজিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোকিত সব স্থান থেকে উত্তম। এরপর তিনি সুরা ফাতহের প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪১৭৭)

ব্যবসায়ীর যে আচরণ আল্লাহ পছন্দ করেন

জাওয়াদ তাহের

আমাদের সবার প্রতিদিন কিছু না কিছু লেনদেন হয়। বাজারে গেলে ক্রয়-বিক্রয় হয়। একেক ক্রেতা ও বিক্রেতা একেক ধরনের। স্বভাবের মাঝে সাধারণত তারতম্য হয়েই থাকে।

এই লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে নম্রতা।

সাধারণত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় দর-কষাকষি হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক সময় মনোমালিন্য হয়, কিংবা একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি হয়। অথচ এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরিয়ত নম্রতা ও সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন।

এই নম্রতার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হবে। হাদিসে এসেছে, যারা ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা অবলম্বন করবে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। একটু চিন্তা করুন তো, যদি আমি আমার এই ব্যবসা-বাণিজ্যে নম্রতা অবলম্বন করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমার প্রতি দয়া করবেন।

এটি আমার জন্য কত বড় নিয়ামত।

আল্লাহর রহমত ছাড়া আমরা তো কোনো কিছু করতে পারব না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে একটু সতর্কতা আমার জীবন আল্লাহর রহমতে ঢেকে থাকতে পারে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৪৬) ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতার যেমন পরকালীন উপকার আছে, তেমনিভাবে জাগতিকভাবেও এর লাভ রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা নম্রতা অবলম্বন করে, মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, তারা বাণিজ্যিকভাবেও অনেক লাভবান হয়। তাদের কাছেই ক্রেতা ভিড় জমায়। কারণ সুন্দর ব্যবহার সবার কাছেই পছন্দনীয়।

দেখুন, আমরা যদি প্রত্যেকেই বিষয়টি এভাবে চিন্তা করি তাহলে কতই না সুন্দর হয়। ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা যদি চিন্তা করে, ক্রেতা না থাকলে তো আমার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। এসব ক্রেতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন। তাই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে সুন্দর আচরণ করা কর্তব্য। যদি কোনো বিক্রেতা এই মনোভাব লালন করে, তাহলে অবশ্যই সে ক্রেতাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

অন্যদিকে ক্রেতাও যদি এভাবে চিন্তা করে যে এই বিক্রেতা আমাদের জন্য কষ্ট করে পণ্য সরবরাহ করে। তারা যদি না থাকত বা এই পণ্যের ব্যবস্থাপনা না করত, তাহলে আমরা সহজেই তা সংগ্রহ করতে পারতাম না। তারা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, আমাদের কল্যাণকামী। তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই মন্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। তারা আমাদের উপকার করে, আমরা কিভাবে তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করব! ক্রেতারা যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে উভয়ের মাঝে নম্রতা ও ভদ্রতার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠবে।

নামাজে ওজু ভেঙে গেলে করণীয় কি?

পোস্ট ডেস্ক : শরীয়তের বিধান হলো যদি কারো নামাজের মধ্যে ওজু ভেঙে যায়,তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ওজু করার জন্য যাবে। জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করলে কাতার ভেঙে দিয়ে সে পেছনের কাতার ফাকা করে মসজিদ থেকে বের হবে, চাইলে নাকের উপর হাত রেখেও বের হতে পারে।

এক্ষেত্রে নামাজ ভঙ্গকারী কোনো কাজ যেনো তার থেকে প্রকাশ না পায়, (যেমন কারো সঙ্গে কথা বলা, ইত্যাদি) ওজু করে এসে তার ছুটে যাওয়া আগে আদায় করবে, এক্ষেত্রে তাকে কিরাআত পড়তে হবেনা, তারপর ইমামের সঙ্গে শরীক হয়ে তার সঙ্গেই সালাম ফেরাবে।

আর যদি ইতোমধ্যে ইমাম সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার নামাজ পুরো করে সে নিজেই সালাম ফিরিয়ে দিয়ে নামাজ শেষ করবে।

উল্লেখ্য যে কাতার ফাকা করে ওজু করতে যাওয়ার সময় সে যদি চায়, নাকে হাত দিতে পারে। যাতে করে মুছল্লিরা বুঝে নিবে যে তার ওজু ভেঙে গেছে, তাতে সবাই দ্রুত তার যাওয়ার জন্য জায়গা ফাকা করে দিবে।

আমর ইবনুল হারেস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাজরত ব্যক্তির নাক দিয়ে রক্ত বের হলে কী করণীয় এ সম্পর্কে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, সে ওজুর জন্য বের হয়ে যাবে এবং ওজু করে আসবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৫৯৫০)

সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো যদি নামাজে ওজু ছুটে যায় তাহলে সে যেন বের হয়ে ওজু করে আসে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৫৯৫৪)।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১২.০৭.২৪ শুক্রবার	3:14	4:48	01:45	6:40	9:29	10:45
১৩.০৭.২৪ শনিবার	3:15	4:49	01:30	6:40	9:29	10:45
১৪.০৭.২৪ রবিবার	3:17	4:50	01:30	6:40	9:28	10:45
১৫.০৭.২৪ সোমবার	3:18	4:51	01:30	6:40	9:28	10:45
১৬.০৭.২৪ মঙ্গলবার	3:20	4:52	01:30	6:39	9:27	10:45
১৭.০৭.২৪ বুধবার	3:21	4:53	01:30	6:39	9:26	10:45
১৮.০৭.২৪ বৃহস্পতিবার	3:22	4:54	01:30	6:39	9:26	10:45

নামায শুদ্ধর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

যেভাবে ‘বাজপাখি’ হয়ে উঠলেন মার্টিনেজ

পোস্ট ডেস্ক : এমিলিয়ানো মার্টিনেজ খেলতেন আর্সেনালে, কোনোভাবেই জায়গা পাচ্ছিলেন না মূল স্কোয়াডে। তখন আর্সেনালের গোলবার সামলাচ্ছেন দুর্দান্ত ফর্মের জার্মান গোলকিপার বার্নড লেনো। ব্রাইটনের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ফ্রান্সের খেলোয়াড় নেইল মুপে’র সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লেনো ইনজুরিতে পড়েন। ইনজুরি নিয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়েন আর্সেনালের ফার্স্ট চয়েজ গোলকিপার। মাঠে ঢোকেন বদলি গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ২০শে জুন ২০২০, এক নতুন ইতিহাসের শুরু। না, এরপর মার্টিনেজ আর্সেনাল ছাড়ার আগ পর্যন্ত আর মূল দলে ফিরতে পারেননি বার্নড লেনো। জার্মান গোলরক্ষক ইনজুরি থেকে ফিরতে ফিরতে মার্টিনেজ মূল দলে সেট হয়ে যান ধারাবাহিক নৈপুণ্য দিয়ে । পরের ২৩ ম্যাচে লেনো সাইডলাইন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেন মার্টিনেজের কীর্তি। সেবার ইংলিশ এফএ কাপের ফাইনালে চেলসির বিপক্ষে দুর্দান্ত কিপিং করেন ‘বাজপাখি’ খ্যাত মার্টিনেজ। ২-১ গোলের জয়ে শিরোপা কুড়ায় আর্সেনাল।

পরের মৌসুমে রেকর্ড ২০ মিলিয়ন ইউরোতে মার্টিনেজ যোগ দেন ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব অ্যাস্টন ভিলায়। তখনো আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি ওঠেনি তার গায়ে। অ্যাস্টন ভিলায় প্রাচীর হয়ে ওঠা মার্টিনেজকে জাতীয় দলে ডাকতে বাধ্য হন লিওনেল স্কালোনি। ২০২১ সালের ১৪ই জুন প্রথমবার আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে চিলির বিপক্ষে মাঠে নামেন মার্টিনেজ। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ওই ম্যাচে দুর্দান্ত সেভ দিয়ে হার থেকে রক্ষা করেন দলকে। তারপরের সব কিছু তো ইতিহাস। মাত্র এক বছরের মাথায় হয়ে যান আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অন্যতম ভরসা। সুযোগ পান বিশ্বকাপ দলে। আর আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে এমি হয়ে ওঠেন অনন্য।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে এক নম্বর গোলকিপার বেলজিয়ামের থিবো কর্তোয়া। তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে মার্টিনেজ। তার অবস্থান ১৪তম। কিন্তু খেলা যদি পেনাল্টি শুটআউটে গড়ায় সেখানে অদ্বিতীয় মার্টিনেজ। পরিসংখ্যানই দেয় সেই সাক্ষ্য। বড় টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার জার্সিতে এ পর্যন্ত চারবার টাইব্রেকারে মুখোমুখি হয়েছেন মার্টিনেজ। গোলবারে নিচে তার বিশ্বস্ত হাতের ক্যারিশমায় চারবারই জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ২০২১ কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে টাইব্রেকারে তিনটি শট রুখে দিয়ে রেকর্ড গড়েন এমি। পরে ফাইনালে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা কুড়ায় আর্জেন্টিনা। ১৯৯৩ কোপা আমেরিকার পর দীর্ঘ ২৮ বছরে এটি ছিল বড় টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার প্রথম শিরোপা। এমির কৃতিত্বে ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস ও ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে আর্জেন্টাইনরা।

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ!

পোস্ট ডেস্ক : বারতের শ্রেশ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪। তবে বৈরী আবহাওয়ায় এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজেই আটকে আছেন রোহতি-কোহলিরা। তার আগেই আয়োজন নিয়ে আইসিসির একাধিক বোর্ডের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে এ মাসে অনুষ্ঠেয় আইসিসির সভায় প্রশ্ন তোলা হবে বলেও জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রে এবারই প্রথম আইসিসির কোনো বৈশ্বিক ট্রফি অনুষ্ঠিত হলো, যদিও গ্রুপ পর্বের পরে সেখানে কোনো ম্যাচ হয়নি। সুপার এইট, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন ভেন্যুতে। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সদ্য সমাপ্ত এ টুর্নামেন্ট নিয়ে সামনের সভায় প্রশ্ন তুলবে আইসিসির একাধিক সদস্য।

নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামসহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাধিক পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। টি-টোয়েন্টির আদর্শ বিজ্ঞাপন হতে পারে কি না এমন পিচ, বিশ্বকাপ চলার সময়ই এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। যদিও কঠিন পিচের কারণে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য ছিল, সেটিও অনেকে মনে করেন। তবে বিশ্বকাপজুড়েই লজিস্টিক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মোট সাতটি দেশে হয়েছে বিশ্বকাপ। ক্যারিবিয়াতে এক ঘণ্টার ফ্লাইটেও মাঝেমধ্যে ২০ ঘণ্টা লেগেছে। গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পর ফাইনালের ভেন্যু বার্বাডোজে যাওয়ার সরাসরি কোনো ফ্লাইট ছিল না।

ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলেছিল ইংল্যান্ড, তবে গায়ানায় ব্রিটিশ প্রিন্ট মিডিয়ার মাত্র একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আইসিসি তাদের চার্টার ফ্লাইটে সাংবাদিকদের গায়ানা থেকে বার্বাডোজে আনে। তবে সমর্থকদের স্বাভাবিকভাবেই সে সৌভাগ্য হয়নি। ফাইনালে দর্শক উপস্থিতি ভালো থাকলেও গ্যালারি পূর্ণ ছিল না।

গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে একাধিকবার। তবে সে ম্যাচের জন্য কোনো রিজার্ভ ডে ছিল না। ভারত আবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই জানত, সেমিফাইনালে উঠলে তারা কোন মাঠে খেলবে। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করলেও তারা কোন মাঠে খেলবে, সেটি তাই নিশ্চিত ছিল না। এ নিয়মের সমালোচনাও করেছেন অনেকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা মাথায় রেখে একটি সেমিফাইনাল, ফাইনালসহ অনেক ম্যাচই শুরু হয়েছিল স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। সাধারণত টি-টোয়েন্টি ফ্লাডলাইটের নিচেই বেশি জমে বলে মনে করেন অনেকে। ভারতের টেলিভিশন দর্শকদের কথা মাথায় রেখে করা এ সূচির ছাপ ছিল ফাঁকা গ্যালারিতেও।

অবশ্য এবারই প্রথম ২০টি দল নিয়ে হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। সামনে দলের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কি না, সে আলোচনাও উঠেছে। ২৪টি দল নিয়ে বিশ্বকাপ হলে ছয়টি দলের চারটি গ্রুপ হবে। এর মানে ভারতের মতো দলের ম্যাচও একটি বাড়বে। ফলে ব্রডকাস্টারদের কাছে সেটি আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আইসিসির কর্মকর্তারা ক্রিকবাজকে বলেছেন, দলের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা এখনই তাদের নেই। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সেখানেও খেলবে ২০টি দলই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তার পরের দুটি আসর ২০২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং ২০৩০ সালে যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ওই দুটি আসরে দলের সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাবনা অবশ্য এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অভিমানে অবসরের ইঙ্গিত অধিনায়ক আলভারোর

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোর এবারের আসরে দুর্দান্ত স্পেন দল। ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে। স্বাগতিক জার্মানিকে বিদায় করা স্পেনকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক আলভারো মোরাতা, ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে গোলের দেখাও পেয়েছিলেন তিনি। তবে আসরের মাঝপথেই নিজ দেশের সমর্থকদের নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এই ফুটবলার।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এল মুন্দো’ কে মোরাতা বলেন, ‘এটা হতে পারে (স্পেনের হয়ে শেষ টুর্নামেন্ট)। এটা এমন একটি সম্ভাবনা, যা নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, তবে সম্ভাবনাটা আছে।’

নিজ দেশের কিছু সমর্থকদের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব একটা ভালো নয় মোরাতার। কদিন আগেও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে অনুষ্ঠিত ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে তাকে দুয়ো দিয়েছেন সমর্থকরা। এবারও ইউরো চলমান

থাকা অবস্থায় তাকে নিয়ে হয়েছে সমালোচনা।

কোয়ার্টার ফাইনালে স্বাগতিক জার্মানিকে বিদায় করার পর কেঁদেছিলেন মোরাতা। সেই ম্যাচে ৮০ মিনিটের সময় মোরাতাকে তুলে নিয়েছিলেন কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। এদিকে ম্যাচ শেষে গুজব ছড়ায় যে, বদলি হওয়ার পর বেঞ্চে বসেই হলুদ কার্ড দেখেছিলেন তিনি। এ কারণেই কাঁদছিলেন বলে তাকে নিয়ে সমালোচনা করে স্পেনের সমর্থকরা।

এসব কারণেই নিজের ক্ষত উগরে দিয়েছেন মোরাতা। তিনি বলেন, ‘স্পেনে বোধহয় আমার জন্য সুখী থাকাটা বড্ড কঠিন। স্পেনের বাইরে গেলে যে আমার দিন ভালো কাটে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বাইরে আমি সম্মান পাই। আর স্পেনে কারো জন্য বা কোনোকিছুর জন্যই মনে হয় মানুষের কোনো সম্মান নাই।’

হলুদ কার্ড দেখে কাঁদছিলেন এমন গুজব নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওইদিন শুনলাম, লোকে বলাবলি করছে যে আমি নাকি সাইডলাইনে কাঁদছিলাম হলুদ কার্ড দেখার জন্য। এটা কী ধরনের আজগুবি কথা! আমি কেঁদেছি আনন্দে, কেঁদেছি অধিনায়ক হিসেবে দলকে সেমিফাইনালে তোলার আনন্দে। এসব কারণে আমি তো কখনও কারো সমালোচনা করতাম না! কিন্তু দেখুন আমাকে এসব সইতে হচ্ছে। ইউরো জেতার জন্য যদি আমি আমার হাত কেটে ফেলি তাও বোধহয় আমাকে কথা শুনতে হবে।’

তবে এমন অবস্থার মাঝেও ইউরো উপভোগ করছেন বলেই জানিয়েছেন মোরাতা। তিনি বলেন, ‘আমি এই টুর্নামেন্ট উপভোগ করছি, যেখানে জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচও খেলতে পারি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কে জানে, একদিন হয়তো তারা আমাকে মিস করবে। প্রতিদিনই বিদায়ের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি। এ জন্যই উপভোগ করি, এ জন্যই কাঁদি এবং সামনে যা কিছুই আসুক না কেন, এ জন্যই কাঁদব। সেটা ভালোমন্দ যাই হোক।’

বাংলা পোস্ট

হাওড় ও জলাভূমির গুরুত্ব বুঝতে হবে

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও মো. আখতারুজ্জামান

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ রাষ্ট্র। এ দেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রায় ৩৭৩টি হাওড় রয়েছে। হাওড় এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষের বসবাস রয়েছে। শতাংশের হিসাবে মোট আয়তনের প্রায় ৪৩ শতাংশই হাওড়। এ হাওড়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের শস্য, সবুজ গাছপালা, মাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রয়েছে, যা ক্রমাগত পরিবেশ সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। কৃষি ফসলের মধ্যে বিভিন্ন জাতের ধান ও সবজি দৃশ্যমান রয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বাড়াতে সহায়তা করে থাকে।

বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সুনামগঞ্জে ৯৫টি, সিলেটে ১০৫টি, হবিগঞ্জে ১৪টি, মৌলভীবাজারে ৩টি, নেত্রকোনায় ৫২টি, কিশোরগঞ্জে ৯৭টি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ৭টিসহ মোট ৩৭৩টি হাওড় রয়েছে। এছাড়া জলাভূমির মধ্যে রয়েছে পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিল ও বাঁওড়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৯০৭টি নদী রয়েছে। তার মধ্যে ৫৭টিকে ট্রান্স বাউন্ডারি নদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৪টি ভারত থেকে এবং বাকি ৩টি মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ১২১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম কাপ্তাই লেকও বাংলাদেশে রয়েছে। অন্যদিকে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন আয়তনের পুকুরও রয়েছে।

দেশে রামসর কর্তৃক স্বীকৃত টাঙ্গুয়া, হাকালুকি ও সুন্দরবন রয়েছে। হাওড় ও অন্য জলাভূমিগুলো পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে 'বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' গঠন করা হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে সিলেট পাকিস্তানের নাকি ভারতের অংশ থাকবে, সে বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ওই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি ওই বিতর্কের সময় প্রায় ৫০০ সহকর্মী নিয়ে সিলেট ভ্রমণ করেছিলেন। এ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে পৃথকভাবে হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালে প্রথম হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে দেশে বিদ্যমান অন্য জলাভূমিগুলোকে একত্র করে হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করেন। এভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলার অন্তর্গত সব হাওড় এবং বাংলাদেশের অন্য জলাভূমিকে একত্র করে হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। সমুদ্রের ৬ মিটার গভীর এলাকাও এ অধিদপ্তরের আওতায় আনা হয়।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, টাঙ্গুয়ার হাওড়ে প্রায় ১৩৫ প্রজাতির মাছ ও ৮ প্রজাতির পাখি রয়েছে। হাওড়গুলোতে প্রতি বছর সাইবেরিয়া, চীন ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ৯৮ প্রজাতির পাখি আসে। ফলে পাখিগুলো ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে দেশে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে, হাকালুকি হাওড়ে ১০৭ প্রজাতির মাছের মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ৩২ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিও বর্তমানে ৭৫ প্রজাতির মাছ দৃশ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক মনে করেন, ভবিষ্যতে হাওড় ও জলাভূমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি মনে করেন, মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী হওয়ায় মাছের প্রজনন ক্ষমতা পরিবেশগত উপাদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। সেক্ষেত্রে পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, পানির স্রোত ও জলজ গাছপালা মাছের প্রজনন ক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদি অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনার কারণে পানি দূষণ, জলাশয়ের গভীরতা, পানির গতিপথ ও পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ভবিষ্যতে হাওড় ও জলাভূমি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা অনাকাঙ্ক্ষিত হারে কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন, মাছের প্রজননের সময় এপ্রিল থেকে আগস্টে যদি জলাশয় থেকে বেশি পরিমাণে মাছ সংগ্রহ করা হয়, তাহলে পরবর্তী বছরে ডিম দেওয়ার জন্য মাতৃ মাছের সংখ্যা কমে যেতে পারে, যা প্রাকৃতিকভাবে

মাছ উৎপাদনে ঋণাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

হাওড়গুলো মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। হাওড়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। হাওড়ে বিদ্যমান গাছপালাগুলো পাখির আশ্রয়কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। হিজল, করচ, বরুণ, পিটালী, পানিফল, শাপলা, কলমিশাক, হেলো ও বিষকাটালী গাছ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাছাড়া কচুরিপানা ও খুদেপানাও হাওড়ে পাওয়া যায়, যা বায়োকম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে হাওড়ে হিজল, করচ, গুজ্জাকান্টা, হোগলা, পদ্ম, ও শালুক অনেকটা ঝুঁকিতে রয়েছে যা ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি হাওড় এলাকায় গাছের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, হাওড় এলাকায় বিদ্যমান খাদ্য শৃঙ্খলে কোনো একটি প্রজাতি কমে গেলে অন্য প্রজাতিও কমে যায়। ফলে ইকোসিস্টেম সার্ভিস কমে যেতে পারে, যা ওই অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায় হতে পারে।

বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৪০ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। বোরো ধানের প্রায় ৭০ শতাংশ হাওড় অঞ্চলেই উৎপাদিত হচ্ছে। যদি হাওড় অঞ্চলে জলাধারের নাব্য ধরে রাখা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের মতে, হাওড় অঞ্চলে ব্রি ধান-২৯, ৬৭, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি ধান ১০১, ১০২ ও ১০৭ চাষাবাদ হচ্ছে। তিনি মনে করেন ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো হাওড় অঞ্চলে চাষাবাদের সময় রিপ্রডাক্টিভ স্টেজে ঠান্ডাজনিত সমস্যা ও ফসল সংগ্রহের আগে অর্থাৎ ফুল আসার সময় খরার প্রভাব দেখা যায়। এ সমস্যাগুলো দূরীকরণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ঠান্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যা শিগ্গির বাজারে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি আরও মনে করেন, হাওড় অঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ড. কবীরের মতে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে হাওড় অঞ্চলে ধান উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে ব্রির বিজ্ঞানীরা অব্যাহত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দেশের হাওড়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। উজানের দেশ ভারত থেকে বছরে ১ বিলিয়ন টনের বেশি পলি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এ পলির প্রভাবে হাওড়ের তলদেশ ভরাট হয়ে জলাশয়ের গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে পানির প্রবাহে ভয়াবহ বন্যা এবং শীতকালে পানির অভাবে সৃষ্ট খরায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় হাওড় অঞ্চলে সারা বছর ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখতে ড্রেজিং করে পানি ধরে রাখতে হবে। তাছাড়া ছোট ছোট নালা তৈরি করে সেচের জন্য পানি সারা বছর হাওড় অঞ্চলে মজুত রাখা যেতে পারে।

মাছ আমিষের অন্যতম উৎস্য। পানির অভাবে মাছের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। হাওড়ে সারা বছর পানি ধরে রেখে মাছের উৎপাদনও বাড়ানো যেতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে মাছ সংরক্ষণের পাশাপাশি বছরে ১০০ কোটি মাছের পোনা এ হাওড়গুলোতে ছাড়া যেতে পারে। ফলে ওই উৎপাদিত মাছ মানুষের প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। হাওড় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে, হাওড় ও অন্যান্য জলাশয়ে ১০০ কোটি করচগাছ লাগানো যেতে পারে। হাওড়গুলোতে রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্টের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক দেশীয় প্রজাতির হিজলগাছও লাগানো যেতে পারে। ফলে গাছে পাখি বসবে এবং ওই গাছের শিকড় দ্বারা মাটির ক্ষয়রোধ কমাবে। এভাবে এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটক আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে পর্যটকরা সাধারণত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের দিকে ভ্রমণ করে থাকে। এসব এলাকায় ভ্রমণের জন্য সবার আর্থিক সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। সে জন্য হাওড় এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে কমিউনিটি বেইজড পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া হাওড় এলাকার ৩৭টি উপজেলাকে টার্গেট করে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ফ্লাইওভারও তৈরি করা যেতে পারে। ওই এলাকায় মানুষের যাতায়াতের সুবিধা উন্নত করে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'আমার গ্রাম হবে আমার শহর' এ ধারণায় দেশের হাওড়গুলোকে শহরে পরিণত করা যেতে পারে। এ গ্রামীণ শহরগুলোতে পরিবেশ সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে। হাওড় অঞ্চলগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা যেতে পারে। ফলে হাওড় অঞ্চলে বসবাসরত মানুষগুলো স্বাস্থ্যসম্মত কৃষি, মৎস্য, পশু ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে, যা সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলো দেশে ও বিদেশে রপ্তানি করার পরিবেশও সৃষ্টি করা যেতে পারে।

মোটা দাগে বলা যেতে পারে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাওড় অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। এখনো এ হাওড় অঞ্চল থেকে মাছ, ধান, সবজি, ঔষধিগাছ ও জ্বালানি কাঠ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। হাওড় অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য 'বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের' মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও ইতোমধ্যে ডেল্টা প্ল্যান ও হাওড় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ডেল্টা প্ল্যানে হাওড় অঞ্চলগুলোকে হটস্পট হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। সেজন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে 'বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' হাওড় ও জলাভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলা যায়, হাওড় ও জলাভূমি সংরক্ষণই ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আশা করা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো মোকাবিলায় হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়নে ব্যবহৃত পরিকল্পনাই প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া হাওড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে বায়ুমণ্ডলে নির্গত কার্বনের পরিমাণও কমে যাবে। ফলে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক উষ্ণতায় সৃষ্ট দাবদাহের প্রভাব থেকে রক্ষা করা যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

 # ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম : অধ্যাপক, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

মো. আখতারুজ্জামান : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিক

-১০ পাতার পর

অসংখ্য উর্ধ্বতন অফিসার। শুনছি তাদের বিষয়টিও দুদক তদন্ত করছে। ফল কী হবে অনুমান করতে পারি। এ দুর্গন্ধ তো একটা বিভাগে নয়; রাজনীতির ব্যাকটেরিয়া এ দেশের যে বিভাগ ও বাহিনীর সংস্পর্শেই এসেছে, সেটাকেই পচিয়ে দুর্গন্ধে পরিণত করেছে।

মনে পড়ে, বর্তমান সরকারি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডিসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এ কলামেই একবার বাস্তবতা ও ডিগ্রিপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা তুলে ধরেছিলাম। কোনো কিছুই অমূলক নয়। এ দেশে রঙে রঙে এক রং হয়ে মিলে গেলে পাতানো পিএইচডি সার্টিফিকেট দখলে নেওয়া কঠিন কিছুই নয়। অনেক বছর ধরেই এর চর্চা চলছে। সব ক্ষেত্রেই অযোগ্যতা, অন্যায় ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমার অভিযোগ বেনজীরের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যত্যয় নিয়ে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কী হবে? এ দেশের শিক্ষার মান কেন কমেছে এবং কারা কমিয়েছে, এতে পরিষ্কার বোঝা যায়। এর জন্য দায়ী দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতি ও দুর্গন্ধে আক্রান্ত সম্মানিত শিক্ষক নামধারী দুর্নীতিবাজরা। আরও বোঝা যায়, ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন মর্যাদাহানির বিষয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করবে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতির অনন্য পচা দুর্গন্ধে সংশ্লিষ্ট সবার নাকে রুমাল তুলে দিল। বে-নজির নজির স্থাপন করলেন। এ দেশে এমন নজির আর কেউ রাখার কথা নয়। জানি না পত্রিকাগুলো একটু বেহায়ার মতো বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখে কিনা। নইলে ভেতরে ভেতরে এত কিছু হয়ে যায়, তা কোনো কাক-পক্ষী, এমনকি সরকারের অসংখ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানতেই পারে না। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবাজ পালিয়ে যাওয়ার পর সবাই একটু বেশি বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। এর মোজেজা কী? দেখায়, 'হাম বড়া বীর হ্যায়, যুদ্ধ কবে? আগামীকাল। হাম যায়েগা পরশু'। এসব বিভাগও রাজনীতির সংস্পর্শে এসে কি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে না?

মতিউর রহমান ছেলেকে যতই দোষারোপ করুক না কেন, আমাদের কথা ভিন্ন। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'এই দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নির্বাহীদের ওপর বর্তায়। কোনো কারণে তারা শৈথিল্য দেখাচ্ছে বলেই বাহিনীর যারা দুর্নীতি ও অপকর্ম করছে, তারা পার পেয়ে যাচ্ছে।'

যে রাজনীতি খুঁজে খুঁজে এমপি আনার গংদের মনোনয়ন দেয়; তাদের দিয়ে আইন বানিয়ে দেশ চালায়, বে-নজির গংকে নীতি ও আইনের শাসনের সারথি ও নজির বানায়, আমরা সে অপরাজনীতিকে কি মাটিচাপা দিতে পারিনে? বিকট বিশ্রী গন্ধে যে সাধারণ মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। মুক্তির পথ কি খুবই কঠিন? উপায় কী বলুন তো?

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

MPs sworn into Parliament as Lindsay Hoyle re-elected as Commons Speaker

Desk Report : Newly-elected MPs have begun being sworn into Parliament for the first time as Sir Lindsay Hoyle is re-elected as the Speaker of the House of Commons.

The MP for Chorley, in Lancashire, was returned unopposed as the new Parliament met for the first time after the election, and told MPs he would be “fair, impartial and independent”.

Sir Lindsay, who was ceremonially ‘dragged’ back to the chair, has served as Speaker since November 2019 when he replaced John Bercow shortly before that year’s general election.

It came as Prime Minister Sir Keir Starmer and Conservative leader Rishi Sunak spoke in the Commons before the 335 new MPs took the oath for the first time.

Starmer vowed to “put an end to a politics that has too often seemed self-serving and self-obsessed and to replace that politics of performance with the politics of service”.

He added: “We all have a duty to show that politics can be a force for good.”Making his first speech as opposition leader, Sunak congratulated Starmer “on his election victory” and said: “As he takes on his formidable task, he and his family deserve the good wishes of all of us in this House.

“We are all motivated by our desire to serve our constituents, our country, and advance the principles that we honourably believe in.”

Leaders of smaller parties – including Sir Ed Davey for the Liberal Democrats, Stephen Flynn for the Scottish National Party (SNP), and Reform UK’s Nigel Farage – also spoke to welcome the Speaker and mark the opening of Parliament.

It came after Starmer met with the UK’s 12 metro mayors, including Ben Houchen, for the Tees Valley, the only remaining Tory mayor, in No10 – before heading to Washington to attend NATO.

The Prime Minister will meet with US President Joe Biden and Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy at the key international summit this week.

Starmer praises 'most diverse parliament' in first Commons speech as prime minister

Sir Keir Starmer has welcomed the "most diverse parliament by race and gender" in his first speech as prime minister in the House of Commons.

Sir Keir spoke following the unopposed election of Sir Lindsay Hoyle as Speaker of the House of Commons, as parliament's lower chamber reopened following its dissolution during the election.

Rishi Sunak also spoke in the chamber for the first time since leading the Conservatives to a electoral defeat.

Politics latest: 'Biggest test of new government'

During his speech, Sir Keir said: "Mr Speaker elect, you preside over a new parliament, the most diverse parliament by race and gender this country has ever seen.

"And I'm proud of the part that my party has played, proud of the part that every party has played in that. Including, in this intake, the largest cohort of LGBT+ MPs of any parliament in the world."

He followed this by paying tribute to Diane Abbott, who is now the mother of the House - the longest continuous serving female MP, although he didn't mention the wrangling in the party over whether she would be able to represent Labour in the election.

Mr Sunak followed his successor in Number 10 by giving a speech in the Commons.

While speaking, the new leader of the opposition said it was important to remember that while politicians may argue "vigorously", "everyone in this House will not lose sight of the fact that we are all motivated by our desire to serve our constituents, our country, and advance the principles that we honourably believe in".

The Conservative leader went on to apologise to the Tory MPs who lost their seats after he called an election.

"I am sorry," he said.

"We have lost too many diligent community spirited representatives whose wisdom and expertise will be missed in the debates and discussions ahead.

"It is important that, after 14 years in government, the Conservative Party rebuilds.

"So now we will take up the crucial role of His Majesty's official opposition professionally, effectively and humbly."

Other party leaders followed with speeches, with many paying tributes to Sir Lindsay.

This included Reform UK leader Nigel Farage making his first speech in the Commons as an MP - who made a joke about the number of attempts it took him to take the seat.

Mr Farage then went on to attack Sir Lindsay's predecessor John Bercow over Brexit.

Leaders of other parties - including the Liberal Democrats' Sir Ed Davey, the SNP's Stephen Flynn and the Greens' Adrian Ramsay - also spoke in the Commons.

Sir Lindsay was re-elected speaker unopposed, as in customary when the former office holder returns to parliament after the election.

Before Sir Lindsay was elected, the father of the House presided over the House and the election.

The father of the House is the longest-serving member of the Commons, and is currently Conservative MP Sir Edward Leigh.

While speaking, the new leader of the opposition said it was important to remember that while politicians may argue "vigorously", "everyone in this House will not lose sight of the fact that we are all motivated by our desire to serve our constituent, our country, and advance the principles that we honourably believe in".

GBS
GLOBAL APPLIED KNOWLEDGE

GBS Graduation Ceremony Summer 2024

If you can dream it, you can make it so

The GBS Graduation ceremonies are a special occasion for their students, marking the culmination of their educational journey with them. The presence of VIP guests was an honour for GBS but was also an invaluable inspiration for their graduating students as they embark on their professional endeavours.

Almost 1,500 graduates have received their certificates and key speakers at the grand ceremony were Lord Bilimoria, Mr Alex Mejia, Division Director at United Nations Institute and Research (UNITAR) and Mrs Seema Malhotra, Labour MP

Some of the VIP guests were Baroness Pola Uddin, Mr James Murray Labour MP, Mr Anwar Choudhury, Former Governor Cayman Islands at Foreign and Commonwealth Office and Former British High Commissioner, Mr Howard Dawber, Deputy Mayor of London, Virendar Sharma, former Labour MP, Mr Rajesh Agrawal, former Deputy Mayor of London, Sir Brady Graham, former MP, Mr Stanley Johnson, Sir Tim Lankister, member of GBS advisory Board, representatives from the British Army, Royal Navy and many more.

The founder of GBS and GBS GEDU Group CEO Dr Vishwajeet Rana, GBS CEO Prof Ray Lloyds and GBS Deputy CEO James Kenedy have attended the ceremony to support and celebrate the achievements of their students.

GBS student community, with an average age of 37, living in some of the UK's most underrepresented areas for higher education. They have demonstrated remarkable dedication to self-improvement, committing to a better future for themselves and their families while contributing to the progress of their local communities.

GBS has diligently crafted a learning environment that supports their students in balancing education with work and family commitments, enabling them to realise their full potential. Many of their graduates exhibit a strong entrepreneurial spirit and through GBS are now equipped with the tools to advance their own ventures.

These incredible individuals are from humble beginnings, and their stories exemplify the power of education in a supportive environment. GBS are steadfast in their commitment to providing high-quality teaching, guidance, and support, ensuring that their students receive the education they truly deserve.

GBS has experienced significant growth in the past three years, with over 35,000 students across ten campuses in London, Birmingham, Manchester and Leeds and the creation of more than 1,500 jobs. However, GBS success is grounded in their mission of changing lives through education and widening access to opportunities in communities that need it the most.

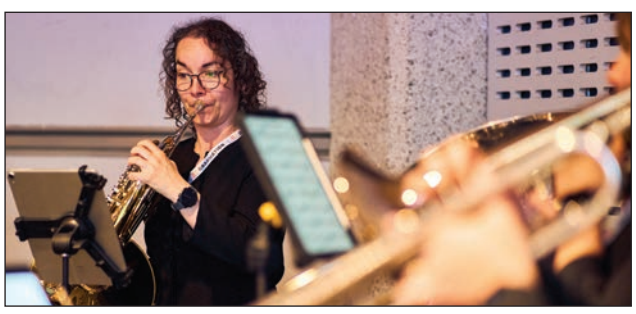

Rushanara Ali's New Ministerial Rise: Hold Onto Your Congrats For Bigger Claps

By Shofi Ahmed

The recent ascent of Rushanara Ali to a ministerial position in Prime Minister Keir Starmer's new government has aroused divergent sentiments among her constituents and political observers alike. On one hand, it can be argued that her promotion is a testament to her political prowess and dedication to the Labour Party's cause. However, when we scratch beneath the surface, it becomes clear that this appointment may not be as celebratory as it initially seems.

The truth is it can be argued that Rushanara Ali's rise to power is, in part, a reward for her betrayal of her voters. Remember the fateful day when she abstained from voting on a critical ceasefire resolution in the Israel-Hamas conflict? Her constituents, who energetically supported the Labour Party, had hoped she would stand with them and advocate for an immediate end to the bloodshed in Gaza. Instead, she chose to remain silent, despite the pleas of her voters and the desperation of those affected by the crisis. The protests outside her office, where hundreds of voices chanted "shame on you" and "vote her out," are a stark reminder of her failure to stand up for justice and humanity.

This is not an isolated incident. Rushanara Ali has consistently failed to align with the values and principles her constituents have come to expect from their local MP. She has sidestepped crucial issues, often citing "party loyalty" and "strategic manoeuvring" as justification for her lack of action. This pattern of betrayal should

not be ignored or forgotten as we consider her latest appointment.

Rather than rejoicing at her promotion, we should be wary of what this might mean for the future. Will she continue to stagnate on key issues, content in her ministerial role, or will she undergo a transformation and genuinely work for the people she represents? The answer to this question will determine whether we should reserve our congratulations for a later date, when she has demonstrated a genuine commitment to her constituents.

Rushanara Ali's ascent is saddening not because she does not deserve recognition, but because it may embolden her to continue neglecting the needs of those she was elected to serve. If she had truly heard the voices of her people and stood by them, her promotion would be a celebratory moment, worthy of applause. Instead, we are left to ponder what further damage she might inflict as she climbs the political ladder.

For now, it is prudent to hold off on the accolades. Instead, we should keep a watchful eye on Rushanara Ali's actions. If she finally chooses to listen to her voters, to stand for the rights of the marginalised, and to be the voice of justice, then and only then will it be time to offer her a boisterous round of applause.

420,000 South Asians live with Type 2 Diabetes in the UK

A series of six short films produced and presented by The Adda Club, featuring lifestyle coach Monir Ali, who was diagnosed with type 2 diabetes in 2016, aims to inspire people to turn their type 2 diabetes around.
The films, available in English and with subtitles in Bengali, Hindi, Gujarati, Urdu, Arabic and Punjabi, – cover a range of topics, including diet, exercise and lifestyle.

People from Indian, Pakistani, Bangladeshi backgrounds are at a higher risk of developing type 2 diabetes from a younger age. In the UK around 420,000 people from a South Asian background have been diagnosed with Type 2 diabetes, and that number is set to grow over the next 10 years. With these films Monir wanted to help others in his community better manage their diabetes, or even get to the stage where their diabetes is 'reversed', although the message and advice applies to everyone.

Type 2 Diabetes is a long-term health condition that causes a person's blood sugar level to become too high, which can damage organs such as the eyes and kidneys and lead to other serious health issues.
In the videos he talks to a range of experts, including a GP, nutritionist and personal trainer to learn about what causes diabetes and how to better manage the condition. The videos show that a series of small lifestyle changes can help people better control their type 2 diabetes and prevent the condition becoming potentially fatal. Thanks to the steps Monir has taken, his own condition has now been reversed back to "pre-diabetic."
Monir says: "I've always struggled with my weight and then when I was diagnosed with diabetes in 2016, I found the advice and information was confusing and didn't really resonate with me or my cultural lifestyle. Since my diagnosis, I have discovered what needs to be done to ensure my condition didn't get worse, by using what I have learnt, I have moved from diabetic to pre-diabetic, and now as a type 2 diabetes lifestyle coach, I want to show people that changing how you think about yourself and your health, can help you take back control of your diabetes. I want people to watch these films, listen and learn from the professionals and then crucially, take action and kickstart their own journey to better health. What are you waiting for?"
Dr Jane Halpin, Chief Executive of Hertfordshire and West Essex ICB, said "These short films are a fantastic resource for people with diabetes, particularly those from south Asian communities, and I hope they will inspire people to make the small changes to their lifestyle needed to better manage their health."

The six videos can be viewed on www.youtube.com/@DiabetesLifestyle-Coaching

Year: 21 ◆ Issue: 1019 ◆ Friday 12 July - Thursday 18 July 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সিলেটে পানিবন্দি সাড়ে ৫ লাখ মানুষ : কাটাচ্ছে দুর্বিষহ জীবন

সিলেট অফিস : সিলেটের মানুষের পানিবন্দি জীবনের ইতি সহসাই হচ্ছে না। বন্যা স্থায়ী রূপ নেয়ার কারণে দুর্দশা কাটছে না অন্তত সাড়ে ৫ লাখ মানুষের। জীবন থমকে গেছে তাদের। প্রশাসন থেকে ত্রাণ হিসেবে শুকনো খাবার ও ১০ কেজি চাল পেয়েছেন। এতেও তাদের চলছে না। এবার বেসরকারি ত্রাণ তৎপরতা নেই বললেই চলে। ফলে অনাহারে, অর্ধাহারে কাটাতে হচ্ছে জীবন। এই অবস্থায় বন্যায় ভেঙেছে ঘরবাড়ি। তলিয়ে গেছে মাঠে ফসল। গবাদিপশুও বিক্রি করতে হয়েছে পানির দরে।

সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন পানিবন্দি মানুষ। সিলেটের কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী এলাকা ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও

জকিগঞ্জ। বর্তমানে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার কাছাকাছি কিংবা নিচে চলে এসেছে। কিন্তু কুশিয়ারার পানি কমছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের মতে, দুটি কারণে কুশিয়ারা নদীর অববাহিকার পানি কমছে না। এর মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে- ভারতের বরাক থেকে এখনো ঢল নামছে। আর সিলেট অঞ্চলের পানির বেসিনও সংকুচিত হয়েছে। সুনামগঞ্জসহ ভাটি অঞ্চল পানিতে টুইটুম্বুর থাকার কারণে পানি কমছে না।

তিনদিনে যে পানি কমে এক রাতের বৃষ্টিতেই সে পরিমাণ পানি বেড়ে যায়। কুশিয়ারা নদীর পানি অমলসিদ, শেওলা ও ফেঞ্চুগঞ্জে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বুধবার বিকালে ফেঞ্চুগঞ্জে কুশিয়ারার পানি বিপদসীমার ৮৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকা দিয়ে সিলেটের উজানের পানি নামার পাশাপাশি মৌলভীবাজারের পানি নামে। --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে সেই স্যুটকেস ভর্তি লাশের রহস্য উদঘাটন

পোস্ট ডেস্ক : বিয়ের পর প্রবাসী যুবকের সঙ্গে সুমা বেগমের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বয়স্ক স্বামীকে ছেড়ে অনলাইনে সম্পর্ক গড়ে ওঠা ওই প্রেমিকের সঙ্গে নতুন করে সংসার বাধার স্বপ্ন বুনছিলেন সুমা। কিন্তু তার আগেই সুমাকে গলাটিপে হত্যা করে তার স্বামী। সেই দৃশ্য আবার ভিডিও কল করে সুমার প্রেমিককে দেখান তিনি। পরে সুমার মরদেহ একটি স্যুটকেটে ভরে নদীতে ফেলে দেন তার স্বামী। ২০১৯ সালে লন্ডন প্রবাসী আমিনান রহমানের সঙ্গে ইসলামি রীতি অনুযায়ী টেলিফোনে বিয়ে হয় সুমার। --১৭ পৃষ্ঠায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সঙ্গে ২১ সমঝোতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সহযোগিতার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে ওই দেশের সঙ্গে ২১টি সমঝোতা স্মারক সই এবং সাতটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ জুলাই) বেইজিংয়ের 'গ্রেট হল অব দ্য পিপলে' দেশটিতে সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে এসব সমঝোতা এবং ঘোষণাপত্র সই হয়।

তার আগে গ্রেট হলে দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন লি কিয়াং এবং শেখ হাসিনা।

বুধবার সকালে গ্রেট হল অব দ্য পিপলে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লাল --১৭ পৃষ্ঠায়

ইউরো ২০২৪ এর ফাইনালে ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : বুধবার নেদারল্যান্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইংল্যান্ডের অলি ওয়াটকিনস ইনজুরি-টাইম বিজয়ী হয়েছে ।ইউরো ২০২৪ ফাইনালে ইংল্যান্ড এখন স্পেনের সাথে খেলবে।

ডর্টমুন্ডে সেমিফাইনালে জাভি সিমন্স নেদারল্যান্ডসকে প্রথম দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের জন্য খারাপভাবে শুরু হওয়া একটি সন্ধ্যায় এটি একটি অবিশ্বাস্য সমাপ্তি ছিল।

যাইহোক, জার্মান রেফারি ফেলিক্স জাওয়েয়ারের একটি বিতর্কিত ভিএআর কলের পরে হ্যারি কেনের পেনাল্টির মাধ্যমে ইংল্যান্ড শীঘ্রই সমতা আনে এবং ওয়াটকিন্স আঘাত না করা পর্যন্ত ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ের দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

হ্যারি কেনের হয়ে, স্টপেজ টাইমের প্রথম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় কোল পামারের কাছ থেকে ওয়াটকিনস একটি পাস পেয়েছিলেন, গোলে ফিরেছিলেন এবং দূরের কোণে নিচু গুলি করে নেদারল্যান্ডসকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।গ্যারেথ সাউথগেটের ইংল্যান্ড দল থেকে এটি খুব কমই একটি বিশ্বাসযোগ্য অভিযান ছিল, কিন্তু তারা তাদের টানা দ্বিতীয় ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে কারণ তারা অবশেষে ১৯৬৬ সালের পর প্রথম বড় ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখে।

এটি করার জন্য তাদের অবশ্যই জার্মানিতে এখন পর্যন্ত যে কোনও পয়েন্টের চেয়ে ভাল পারফর্ম করতে হবে কারণ তারা একটি অসামান্য স্পেন দলের মুখোমুখি হবে।

মঙ্গলবার ফ্রান্সকে ২-১ গোলে পরাজিত করার পর ফাইনালের প্রস্তুতির জন্য স্পেনেরও অতিরিক্ত ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে।

নেদারল্যান্ডস ১৯৮৮ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ইউরোতে তাদের জয়ের পুনরাবৃত্তি করার আশা করেছিল, কিন্তু তাদের বর্তমান দলে মার্কো ভ্যান বাস্টেন বা রুড গুলিটের মতো তারকা মানের কারও --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে বছরে বেকার হচ্ছে ২০ লাখ তরুণ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে প্রতিবছর প্রায় দুই মিলিয়ন তরুণ কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও কাঙ্খিত মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় না। গত শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'শিক্ষা ও শিল্পখাতের সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সংগঠনটির সভাপতি আশরাফ আহমেদ এমন মন্তব্য করেন।

ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে মতবিনিময় সভা --১৭ পৃষ্ঠায়

কয়েদিতে পূর্ণ ব্রিটেনের কারাগার

পোস্ট ডেস্ক : কারাগার ও বন্দিদের নিয়ে শুরুতেই সংকটে পড়েছে যুক্তরাজ্যের নতুন সরকার। দেশটির কারাগারগুলো কয়েদিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। পাশাপাশি কারাগার কেন্দ্রিক ব্যয়ও বেড়েছে। এই অবস্থায় নতুন বন্দি গ্রহণের মতো অবস্থা না থাকায় কারাগারে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এতে অস্বস্তিতে কিয়ার স্টারমারের সরকার।

ওয়ার্ল্ড প্রিজন ব্রিফ ডাটাবেজ অনুসারে, পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ব্রিটেনের কারাগারে বন্দির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নতুন কারা আইন প্রণয়নে আগের সরকারগুলো ব্যর্থ হওয়ায় এই সংকট দেখা দিয়েছে। এ কারণে কারাগারে উপচে পড়ছে বন্দিরা।

যুক্তরাজ্যের কারাগারে একজনের জন্য নির্মিত কক্ষে দুইজন বন্দিকে থাকতে হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, আগের সরকার কিছু অপরাধীকে মুক্তি দিলেও নতুন বন্দির আগমন ঠেকাতে আদালতে চলা মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব করেছে। এই কারণে বন্দির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কারাগারের গভর্নরদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা প্রিজন গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টম হুইটলি সতর্ক করেছেন, কারাবন্দি সমস্যার সমাধান দ্রুত পেতে হলে পুলিশের সেল থেকে বন্দিদের কারাগারে স্থানান্তর --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলা ব্লকেডে অচল সারাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলা ব্লকেড কর্মসূচির অংশ হিসেবে সড়ক পথের পাশাপাশি রাজধানীর রেলপথও অবরোধ করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুরে ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার আনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেছেন, আপিল বিভাগের রায়ের পর কোটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, আপিল বিভাগের আগের রায়ের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলেছেন। অর্থাৎ যেমন আছে, তেমন থাকবে। কোটা বাতিলসংক্রান্ত ২০১৮ সালের

পরিপত্রের ভিত্তিতে যেসব সার্কুলার দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোটা থাকছে না। বুধবার আপিল বিভাগের আদেশে পর নিজ কার্যালয়ে তিনি এসব কথা বলেন। কোটা থাকছে কি-না এমন প্রশ্নের --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk